আঁধার-মানিক।

প্রথম উল্লাস।

কোথায় আসিলাম ?

কে হাসিছে আকাশের নীলাসনে বসি ?
হাসিছে আকাশ পটে, শরতের শশী।

আর্য্যবঙ্গ

আবার শরৎকাল আসিয়াছে। গগনমণ্ডল সুনির্ম্মল, দশদিশা প্রফুল্ল মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, ' বৎসরের ছয় ঋতুতে ছয় জিনিষ ছোট হয়,—দিবস-কমল-লজ্জা-সর্ব্বরী-রেণু-পঙ্কাঃ। হিম শিশির-বসন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ " হেমন্তে দিনমান ছোট হয়,—শিশিরে সুন্দরী কমলিনী জলে ডুবিয়া যায়;—বসন্তে যুবকযুবতীর লজ্জা কমিয়া আইসে;—গ্রীষ্মে সর্ব্বরী খাটো হয়;—বর্ষাকালে ধুলা কমিয়া যায়, এবং শরৎকালে কর্দ্দমপঙ্ক শুকাইয়া পথিকের মনে পরমানন্দ বিতরণ করে। আজ আমরা যে স্থানের কথা বলিতেছি, সে স্থানটী বঙ্গপ্রদেশের মধ্যগত বটে, কিন্তু সকলেই জানেন,

বঙ্গদেশে বড় বড় পর্ব্বত নাই। নাই বলিয়াই যে, একেবারেই পাহাড়-পর্ব্বত-শূন্য, এমনটী বিবেচনা করিতে হইবে না এক এক স্থলে, কিম্বা এক এক জেলায় ক্ষুদ্রবৃহৎ পাহাড়শ্রেণী নয়নগোচর হয়। বীরভূমজেলায় এক স্রোতস্বতীতীরে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের তলদেশে একটী নবীন যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান গলায় বনমালা।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে আকাশে মেঘ নাই। পৃথিবী অন্ধকারময়ী নহেন অন্ধকার রজনীতে তারানাথের প্রিয়তমা তারামালার বড়ই আনন্দ। তাহারা লক্ষ লক্ষ নয়ন বিকাশ করিয়া, গগনগৃহে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বালিয়া, ধরণীময় মনোহর জ্যোতি ছড়াইয়া দিবার জন্য বাতাসের সঙ্গে নৃত্য করে। জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে নক্ষত্রগুলির অহঙ্কার চূর্ণ হয় মনোরথও পূর্ণ হয়। লজ্জাশীলা দক্ষবালারা চাঁদের আলোর ঘোমটা দিয়া, চাঁদের সঙ্গে প্রেমানন্দে হাসিখেলা করেন।—প্রায় সবগুলিই চাঁদে ঢাকা! দূরে দূরে কেবল দুই একটী মিট্ মিট্ করে মাত্র গগনরাজ্যে পূর্ণ প্রভুত্ব চন্দ্রমার।—আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে ধরণীদেবী কৌমুদীহার পরিয়া হাস্য করিতেছেন।

পাহাড়ের পদতলে নবীন যুবা —যুবকের দৃষ্টি মাটীতে নাই, সম্মুখে নাই,—আশে-পাশে নাই, পাহাড়ের গাত্রেও নাই। দৃষ্টি স্থির —সেই স্থিরদৃষ্টি আকাশে —আকাশ নির্ম্মল; নির্ম্মল আকাশে পূর্ণশশী। বনমালাধারী যুবা নির্নিমেষ নয়নে সেই পূর্ণশশী দর্শন করিতেছেন। ভাবিতেছেন, আবার শরৎ-কাল আসিল। দেখিতেছেন, শরৎকালে আকাশে শরৎ-শশী

উজলিল ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা ক্ষমা করিবেন, "শরচ্চন্দ্রশশী" বলিতে পারিব না। শরৎকালে শারদীয় প্রকৃতির পাশ্বে দাঁড়াইয়া শরৎসুন্দর যুবাপুরুষ দাঁড়াইয়া শারদাকাশের সুবিমল স্বচ্ছ শরৎ শশী দর্শন করিতেছেন। দর্শকের মনোভাব আকর্ষণ করিবার আমার যদি ক্ষমতা থাকিত, আমি যদি সেই শারদীয় দর্শকের সাময়িককালীন কবি-কল্পনার কণামাত্র অনুমানে আনিবার ক্ষমতা পাইতাম, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই স্থলেই বলিয়া দিতাম, যুবা দেখিতেছেন, শরৎকালের আকাশ,—যুবা দেখিতেছেন, শরতের গগনে রজতবরণ পূর্ণশশী, সকলঙ্ক অবস্থাতেও যেন অকলঙ্ক শরৎ-শশী। মোহনরূপের এইরূপ মোহন গুণ আছে বলিয়া, জগৎময় শরৎ-চন্দ্রের এত প্রশংসা।

পূর্ব্বেই বলিলাম, যুবার মনোভাব আকর্ষণের ক্ষমতা থাকিলে, আমি শারদীয় নীলাকাশের পূর্ণশশীরূপ পদ্মশোভিত গগন-সরোবরের অপূর্ব্ব শোভাই দেখিতাম,—দেখাইতাম, মনের সঙ্গে মন মিলাইয়া, মুক্তকণ্ঠে বলিতাম, বনমালা-ভূষিত হৃদয়ের সঙ্গে মন মিলাইয়া,—মনের সঙ্গে স্বর মিলাইয়া, কোকিল-ঝঙ্কারিত পঞ্চমের সঙ্গে তানপুরার সুর বাঁধিয়া, আকাশ দর্শন করিতে করিতে, আকাশদর্শক নবীনযুবা যেন সুমধুর তানে শারদীয়া প্রকৃতিসুন্দরীর শারদীয় মহিমা গান করিতেছেন। এক একবার যেন মাঝে মাঝে একটু বিরাম দিয়া দিয়া, হৃদয়পটে সুখ-শরতের গগনপটের ছবি আঁকিতেছেন। যুবা যেন দেখিতেছেন, আমরা পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীতে আছি;—আমাদের মাথার উপর অনন্ত অসীম নীলবর্ণ চাঁদোয়া খাটানো,—সেই চন্দ্রাতপে মণিমুক্তার কাজ করা। পাত্‌লা পাত্‌লা হইলেও শাদা শাদা

তারাহার;—মধ্যস্থলে পূর্ণশশী ঝুকঝুকী। চাঁদোয়ায় ঝালর থাকে। যুবা দেখিতেছেন,—চক্ষের পলক পড়িতেছে না, অনেকক্ষণ দেখিতেছেন। এই প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ যতদূর দেখা যায়, ততদূর নিখুঁত নীলবর্ণ —ঝালর নাই! অহো! বিশ্ব-বিধাতার কি এতই ভুল! রাম-রাম! ভোলানাথের ভুল হয় না। তবে কেন?—তবে কেন এই অনন্ত চন্দ্রাতপ ঝালরশূন্য? ব্রহ্মাণ্ড-চন্দ্রাতপকে ঝালরশূন্য রাখাই কি তবে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা?—না,—না;—শোভার বস্তুকে শোভাশূন্য রাখা কখনই শোভাময়ের ইচ্ছা হইতে পারে না। ঐ ঐ, মন্থরগতিতে ঝালর আসিতেছে!

শান্ত-সাগরে শান্ত-গতিতে যেমন একটার পর একটা, তারপর একটা, তারপর একটা, ছোট ছোট ঢেউ আসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া খেলা করে, ঠিক তেমনিভাবে চন্দ্রাতপের সুদূর প্রান্ত হইতে শুভ্রবর্ণ মেঘমালা ধীরে ধীরে আগমন করিয়া, চাঁদের উপর দিয়া চলিয়া গেল। চাঁদ ঢাকা পড়িল;—আলো ঢাকা পড়িল না! শরতের শুভ্রমেঘ বড়ই চঞ্চল।—চঞ্চল অথচ তরল;—তরল অথচ স্বচ্ছ। চাঁদের কিরণ সে মেঘে ঢাকা পড়ে না দর্পণে পড়িলে সব কিরণ যেমন বেশী উজ্জ্বল দীপ্তি ধারণ করে, শুভ্রমেঘের মাঝখানে শরতের পূর্ণচাঁদ তেমনি দীপ্তি বিকাশ করিতে লাগিল। তরল মেঘের আগমনে নীল গগনের চমৎকার শোভা ঝালর ছিল, দেখিতে দেখিতে মালা হইল, হার হইল, গাছ হইল, পাহাড় হইল, এক একদিকে তুলারাশি হইয়া উড়িয়া গেল! একদিকে যেন জন্তুর পাল ছুটিল! একদিকে যেন সিপাই দাঁড়াইয়া পাহারা দিল। একদিক হইতে একখানা

মেঘ ছুটিয়া আসিয়া চাঁদের বুকের উপর উঠিয়া শুইল! অপূর্ব্ব খেলা,—অপূর্ব্ব লীলা,—অপূর্ব্ব শোভা!

শাদা মেঘ ছুটিয়া পলাইল ছুটিতে ছুটিতে ইতস্ততঃ লাল-বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব অপেক্ষাও অপূর্ব্ব শোভা দেখাইয়া দিল বর্ণে বর্ণে শুভ্রমেঘে যেন কতখানা রামধনু উঠিল। কল্পনার নয়নে তৎকালে মেঘরঞ্জন দর্শন করিলে কবির মানসাকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইবে;—কবি দেখিবেন, পৃথিবীর সৃষ্টি-সংসার যেন দেব-যক্ষ গন্ধর্ব্ব-কুলের সহিত সম্মিলিত হইয়া, শূন্যপথে খেলা করিতেছে শরতের মেঘ বড়ই সুদৃশ্য,—বড়ই চঞ্চল যাহারা একটু একটু কালো, তাহারা আবার বড়ই অভিমানী টলেও অতি কমক্রেত অভিমানে একটু কিছু সূত্র পাইলেই, তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া ফেলে যেখানে দাঁড়ায়, সেই খানেই অশ্রুবর্ষণ করিয়া, তখনই আবার পলায়ন করে ঐ কালো মেঘ আসিতেছে! কালো দেখিয়া ঘৃণা করিয়াই যেন রঞ্জনেরা ছুটিয়া পলাইল। কালোরা এতক্ষণ দূরে দূরে কুণ্ডলী পাকাইয়া উঁকি মারিতেছিল, ক্রমশই অগ্রসর; মন্থরে অগ্রসর —কালো মেঘ!—কৃষ্ণকালীর মতন মিশ কালো নয়, অল্পকালো-কলঙ্কিত ধূম্রকালো।—মাথার যেন মুকুটশূন্য কোঁকড়া কোঁকড় চুলের শারি শারি কেয়ারি। একখানা মেঘ ক্রমশঃ মাথা সরু করিয়া, চাঁদের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল। কল্পনার চক্ষু তৎক্ষণাৎ অনুমান করিয়া লয়, মেঘচড়া হাতী। আমাদের গৃহিণীরাও সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, আকাশের মেঘের সঙ্গে হাতী থাকে সে হাতীরা ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্ছা হয়। তাহারা আকাশ হইতে

শুঁড় নামাইয়া, পৃথিবীর সাগর হইতে জল তোলে সেই জল বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পড়ে হাতীরাই তাহা শুঁড়ে করিয়া ছড়াইয়া দেয় এই যে শারদাকাশের শারদীয় জলদের গতিসঞ্চারে গজেন্দ্রাকার ধূম্রপদার্থ নয়নগোচর হইতেছে, ঐ যে চাঁদের দিকে ছুটিয়া ছুটিয়া ধূম্র হাতী আসিতেছে, এ হাতী কেবল চাঁদ ধরিতে চায় —এ হাতী শুঁড় নামায় না, জল তোলে না, বৃষ্টি ছড়ায় না, কিছুই করে না — এ হাতী কেবল চাঁদ ধরিতে চায় একটু আগে বালক ছিল, ক্রমে ক্রমে হাতী হইয়াছে। ছুটিতেছে,—বাতাসের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিতেছে; তথাপি, সেই ছুটের গতিও মন্থর। মন্থরে মন্থরে চাঁদের উপর মেঘ আসিয়া পড়িল প্রথমে একটু, ক্রমে আধখানি, —দেখিতে দেখিতে সবখানি চাঁদ, কালো মেঘে ঢাকা পড়িয়া গেল। পলকমধ্যেই পৃথিবী অন্ধকার। শরৎশশী মেঘে ঢাকা। এ মেঘ যদি অচল হইত, তাহা হইলে, শারদীয়া পূর্ণিমা-যামিনীর প্রশংসাগায়ক কবিগণকে অনেক লোকে অরসিক বলিয়া উপহাস করিতেন মেঘ অচল নহে; শরতের মেঘ বেশী চঞ্চল শরৎচাঁদকে ঢাকিয়া ঢাকিয়াই চঞ্চল মেঘেরা ছুটিয়া চলিল যতটুকু আসিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সবটুকু সরিয়া গেল শেষের ভাগটুকু সকলের চেয়ে পাত্‌লা: অল্প অল্প শুভ্রমিশ্রিত তাহার ফাঁক দিয়া পূর্ণচন্দ্র দিব্য দেখা গেল —আঁধার মাণিক ফুটিল।—পূর্ণিমা রজনীতে আঁধার থাকে না;—শরতের পূর্ণিমা;—আদর্শ-কৌমুদীহার! এ রজনীতে আঁধার স্থান পায় না;—কালো কালো চঞ্চল দুরন্ত মেঘেরাই আঁধার আনিয়াছিল;—সেই আঁধার ভেদ

করিয়া আঁধার-মাণিক দেখা দিল এখানে চাঁদের নাম আঁধার-মাণিক —শরতের নীলাকাশে নীলচন্দ্রাতপে জ্যোতির্ম্ময় আঁধার মাণিক জ্বলিল চাঁদ যেন তখন সেই তরল জলদরাশির মধ্যে সুদর্শনচক্রের ন্যায় ঘন ঘন ঘুরিয়া ঘুরিয়া, গড়াইয়া গড়াইয়া, পশ্চিমাকাশে পলায়নের পন্থা দেখিতেছেন

একটু আগে ধারে ধারে সমস্ত কালো কালো মেঘেরাই নীল চন্দ্রাতপের কালো কালো ঝালর ছিল; এখন ক্রমে ক্রমে সেই সব ঝালরেরা সৃষ্টিধরের নানাপ্রকার সৃষ্ট-বস্তুর আকার-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক গগন রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল যাহার যে প্রকার ভাব,—যাহার যে প্রকার গতি,—যাহার যে প্রকার আয়তন, সে মেঘ সেই প্রকার আকার ধারণ করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল ও আকাশ দেখিয় কবিরা যখন প্রকৃতি বর্ণন করেন, তখনি সর্ব্বদাই বলেন, মনে কর, কোন দিকে অরণ্য, কোন দিকে সমুদ্র, কোন দিকে পর্ব্বত, কোন দিকে উচ্চ অট্টালিকা, কোথাও বা রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন এক দিকে হয় ত ভয়ানক ভয়ানক শ্বাপদ জন্তু, —এক ধারে একটা প্রকাণ্ড মহিষ প্রথমে বোধ হইল, —প্রায় শত হস্ত উচ্চ। দেখিতে দেখিতে তিল তিল করিয়া সে শরীর এত কমিয় গেল যে, পৃথিবীর লোকেরা মুক্তনয়নে দেখিয়া বিবেচনা করিল, পূর্ব্বকালের দরিদ্র বিধবা ব্রাহ্মণীর চরকা-সহচর পরম প্রিয়পাত্র কৃষ্ণমার্জ্জার একটু পরেই ছোট একটী নেংটী ইঁদুর। এই প্রকার কত যে কি, কবির নয়নে অথবা কবির হৃদয়ে সমুদিত হয়, কবিরাই তাহা বুঝিতে পারেন শরতের নিশাকালে কোন এক অনাবৃত উচ্চ স্থানে শয়ন করিয়া

অনন্য-মনে একদৃষ্টে, শরতের আকাশপানে চাহিয়া থাকিলে, ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন কৌতুকাবহ দৃশ্য দর্শনে চিত্ত পুলকিত হয়, মন বিমোহিত হয়, চক্ষু যেন আনন্দে নৃত্য করে। জলবিম্ব জলপ্রায,—সৃষ্টি-সংসারের বিচিত্র গতিও বিম্বপ্রায়। শারদাকাশের বিচিত্র শোভাও ঠিক বিম্বপ্রায কিছুই চিরস্থায়ী নহে,—তেজোগর্ব্বে এই বাক্য সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তই সর্ব্ববর্ণের মেঘেরা,—সমাগত, আহূত, অনাহূত, অস্থির মেঘেরা, চাঁদকে একাকী নির্ম্মল গগনে ছাড়িয়া দিয়া, অচির-কালমধ্যে কোন এক অদৃশ্য প্রান্তে লুকাইযা গেল। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদের এখন আর ততটা সুর নাই।

যুবা দেখিতেছেন, পূর্ণশশী!—চর্ম্মচক্ষে দেখিতেছেন, কি মনশ্চক্ষে দেখিতেছেন, তিনিই তাহা জানেন —দেখিতেছেন কিন্তু শরৎশশী সারি সারি মেঘমালার শত শত খেলা চক্ষের উপর বিরাজ করিতেছিল,—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। নব নব রঞ্জনের প্রতিও কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না দৃষ্টি ছিল, মন ছিল না মনের সংযোগ না থাকিলে, ইন্দ্রিযগণের ক্রীড়া অক্রীড়া উভয়ই সমান যুবা দেখিতেছিলেন,—শরৎ-শশী এখনও দেখিতেছেন শরৎ-শশী যে জন্য লোকে শরৎ-শশী দেখে,—যে জন্য লোকে শরৎ-শশী ভালবাসে, গিরিতলেস্থ যুবা সেই জন্য শরৎ-শশী দেখিতেছিলেন কি না, সেইটী লইযাই এখন কথা। ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল, নয়ন-রঞ্জন অথবা চিত্তরঞ্জনের জন্য তিনি তত তন্মনস্ক হইযা শরৎ-শশী দেখিতে-ছিলেন না,—সে রসে গলিযা, সে ভাবে ভোর হইয়া, সে প্রকার উল্লাসের নয়নে শরৎশশী দর্শন করিলে অবশ্যই তাঁহার নয়ন-

যুগল প্রফুল্ল হইত,—অবশ্যই তাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইত, অবশ্যই তাঁহার যৌবনসুলভ ওষ্ঠাধর আনন্দরঞ্জনে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিত কৈ? তাহা ত হইল না এ যুবা অত্যন্ত অপ্রসন্ন শরৎ শশী-দর্শনে অশ্রুবর্ষণ।—ভাব কি?

ভাব বড় চমৎকার —মানুষ একা থাকিলে কথা কয় না, এটী স্বভাবসিদ্ধ,—এ কথাটী যেন আমাদের একটু একটু ভুল মনে হয় কার্য্যগতিতে, মতির গতিতে, প্রেমের গতিতে, সংসারের গতিতে, অনেক লোক অনেক স্থলে একা একা কথা কয়। যিনি এতক্ষণ একমনে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে শরৎ-শশী দর্শন করিতে ছিলেন, তিনি অকস্মাৎ এক বিরাট দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সচকিতে চতুর্দ্দিকে চক্ষু ঘুরাইলেন। এতক্ষণের মৌন-ব্রতে নিষ্ঠাবান্ বিস্তম্ভিত নবীন যুবা অকস্মাৎ এখন নির্জ্জন রঙ্গভূমির অদ্বিতীয় নটের স্বগত-ক্রীড়ার অভিনয়ে প্রবৃত্ত

যুবা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, "হায়! আমি কোথায় আসিয়াছি! কোথায় আসিলাম।—কেন আসিলাম —এতক্ষণ হাসি পায় নাই, এখন যে হাসি পায়!—আমি পাগল! পদ্মমুখীর অনুসরণে আসিয়াছি! শুনিয়াছি, শরৎচন্দ্রের ভারি দয়া! শরৎকালে পদ্মমুখীর উপর চাঁদ নাকি হাসিমুখে প্রসন্ন! আমি ভাবিলাম, আমার পদ্মমুখী হয় ত শরৎ-শশী দেখিতে শরৎশশীর কাছে আসিয়াছে। মিলটী অতি চমৎকার! আমার হৃদয়পিঞ্জরের সেই পদ্মমুখী বিহঙ্গিনীর নামটীও শরৎ-শশী! আমার শরৎশশী আকাশের শরৎ-শশী দেখিয়া, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—আমার পদ্মমুখী শরৎশশী হয় ত পদ্মমুখে পদ্মফুল ফুটাইয়া, মধুর মধুর পদ্মহাসি হাসিবে!

কৈ ?—পদ্ম ত ফোটে নাই ?—আতঙ্ক আছে সূর্য্যের কামিনী বলিয়া জলের পদ্মিনীর উপর চন্দ্রদেবের কোপ আছে। চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে পদ্মমুখী পদ্মমুখ ঢাকেন আমার পদ্মমুখীও দেখি তাই। আমি পাগল শরৎশশী দেখিতে এখানে আসিয়াছি। কেন ? আমার ঘরে কি শরৎ-শশী নাই ? আমার কিসের অভাব ? ঘরের ভিতর,—ঘরের বাহিরে,—ঘরের মাথায়, মূর্ত্তিমান শরৎ-শশী তবে কেন এখানে শরৎ-শশী দেখিতে আসিলাম ? এ শশীর দয়া নাই, মায়া নাই, মমতা নাই, কিছুই নাই এ শশী কেবল আমার মতন অভাগাকে জ্বালাইতে পারে, পুড়াইতে পারে, কাঁদাইতে পারে, সুবিধা ঘটিলে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিতেও পারে ভাল, ঘরে যাই।—আমি পাগল বিধাতার আকাশের শরৎ শশী গরিবের শত্রু। আমার হৃদয়াকাশের শরৎশশী গরিবের জীবনদায়িনী পরম হিতৈষিণী আমার শরৎ-শশীর স্নিগ্ধ-কিরণ আকাশের শরৎশশীর তপ্ত কিরণকে নিন্দা করে আকাশের শরৎশশী কিছুই নয় —আমার শরৎ-শশীই সর্ব্বমঙ্গলা ওঃ—হোঃ। হোঃ। হাসি পায়। আমি তাহাকে বিবাহ করিব না তবে কেন তাহাকে এত ভালবাসি ?

আহা! পদ্মমুখী এ কথা জানে না। ভাবে বুঝিতেছি, এট কিন্তু পদ্মমুখীর পক্ষে নির্ঘাত কথা। জানিতে দিব না, সেই জন্যই বেশী ভালবাসা দেখাই। পদ্মমুখীর প্রতি আমার ভালবাসা কণামাত্রও কৃত্রিম নয়। শরৎ-শশীকে আমি প্রাণের তুল্য স্নেহ করি, পদ্মমুখীও আমাকে ভালবাসে। লোকে কাণাকাণি করে, আমার সহিত পদ্মমুখীর অবশ্যই বিবাহ।

হইবে। শরৎ-শশীও হয় ত মনে করে তাই।—জানিতে দিব না যাই,—ঘরের শশী দর্শন করিতে যাই —ও শশী আর দেখিব না শশীকে লোকে ভাল বলে,—মেয়েটীর মুখখানি ভাল হইলে শশিমুখী নাম দেয়,—শশীর আজিকার কাণ্ড দেখিয়া শশিমুখীরা আজ শশীর উপর বড়ই বিরক্ত। পৃথিবীর সুন্দরী মেয়েদের পদ্মমুখের সহিত শশীর উপমাটা আমিও ভালবাসি না যদি চাঁদকে ভালবাসিতে হয়, তবে ভাল তাহার শ্বেতবর্ণ, শ্বেত কিরণ ; অতএব,সিদ্ধান্ত হয়, আদরের মেয়েদের শশিমুখী নামের পরিবর্তে.. শাদামুখী নাম দিলে আইনে বোধ করি তাহা অসিদ্ধ না হইতে পারে বিশেষতঃ এখনকার কালে কালামুখী মেয়েরা শাদামুখীদের ঘেঁষাঘেঁষীটা খুব ভালবাসিতে শিখিতেছে ; কষ্ট করিয়া, সুর ভাঁজিয়া, গলা সাধিয়া, বিলাতী শাদামুখীদের মত মিহি মিহি সুর শিখিতেছে,—বিবিয়ানা ধরণের পোশাক পরিয়া, স্বহস্তে বগী হাঁকাইবার চেষ্টা পাইতেছে,—এ সময়, ঐ ধরণের বিবি মেয়েদের সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জন্য শশিমুখীর বদলে শাদামুখী নাম দেওয়াই প্রশস্ত বোধ হয়। শাদামুখীদের কাছে, শাদামুখী নামের গৌরব বাড়িবে পাউডারের দাম বাঁচিবে। নামের মুখোস্ মুখে দিলেই অনুমানেও কালামুখীরা শাদামুখী হইয়া পড়িবে মুখোসের গুণে অবিলম্বেই কালীর উপরে চূণ পড়িবে।—যাহারা কালামুখী নাম ঘুচাইয়া শাদামুখী হইতে চায়, তাহারা আবার ফিরিয়া আসিয়া, কালামুখীর দলে আপনাদের নূতন নূতন কালামুখ না দেখায়,—দেখাইবার ইচ্ছাপর্য্যন্ত না করে, ইহাই পবিত্র হিন্দুসমাজের বাঞ্ছনীয়

ও তর্কে প্রয়োজন নাই ঘরের শশী ঘরে আছে,—আমি

ঘরে যাই!—আমি পাগল। এত দূরে অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি, ঘরে যাই!—ঘরের রত্ন ঘরে গিয়া অন্বেষণ করি।"

এইরূপে বাক্যক্রীড়া সাঙ্গ করিয়া, সেই রূপবান্ যুবাপুরুষটী ঘরের দিকে দৌড়িলেন;—ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। সত্যসত্য ঘরের দিকেই দৌড়িলেন! কোথায় তাঁহার ঘর? দৌড়ের সময় সে পরিচয় পাওয়া গেল না;—উন্মাদের ন্যায় দৌড়িলেন; মুখে কেবল উন্মাদের ন্যায় বারম্বার এই বাক্য "—হায় হায়! হায়! কোথায় আসিলাম? কেন আসিলাম?—শরৎ-শশী! শরৎ শশী! শরৎ শশী!!"———দৌড়!

দ্বিতীয় উল্লাস।

সঙ্গিনীসঙ্গে শরৎশশী

"ভাল বাসিনে যারে, সে কেন আমারে,
সদত আসিয়া ভাল বাসা জানায়"

নিধুবাবু

শরৎশশী পিত্রালয়ে বাস করেন শরৎশশী মৌলিক কায়স্থের কন্যা শরৎশশীর পিতার অনেক টাকা আছে তদ্ব্যতীত প্রায় শতাবধি ধানের গোলা, পাঁচ জায়গায় পাঁচখানা আড়ত তাহা ছাড়া ভিতরে ভিতরে জিনিষবন্ধকী তেজারতী। সর্ব্বপ্রকারে শরৎশশীর পিতা সে গ্রামের মধ্যে বিশেষ মান্য।

গ্রামের মধ্যে ভদ্রলোকের বাস বিশপঁচাশ ঘর আছে; কিন্তু ধনীলোকের বাস বড়ই কম। বাছিয়া বাছিয়া তিনটীমাত্র গণনা করা যায় তাহারই মধ্যে প্রধান ধনী শরৎশশীর প্রাচীন পিতা অটলকৃষ্ণ শিং সুতরাং, গ্রামে ইহার মানসম্ভ্রম বেশী

পূর্ব্বে যাহাদিগকে সিংহ বলা হইত, ভাষার অপভ্রংশে তাহারাই এখন শিং হইয়াছে সিংহ বলিলে সিংহের প্রাণে পাছে সিংহ প্রবেশ করে, সেই ভয়েই শিং হওয়া।

পৌরাণিক কাব্যপ্রিয় এক ভূর্ভূষণ একদা রাজা নবকৃষ্ণের সভায় রহস্য প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বঙ্গদেশে আজ কাল অনেক পরিবারে "শিং" উপাধি প্রবেশ করিয়াছে জনস্রোত-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থানে অনেক শিং একসঙ্গে এক জায়গায় জড় হইয়াছে এ সকল শিং কিসের শিং?—এই সকল শিং লইয়া কারবার করিলে কারবারে লাভ হইবে কি না, কারবারী লোকেরা শীঘ্র শীঘ্র তাহার মীমাংসা করুন" এখন আমাদের পাঠকমহাশয়েরা হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, শরৎশশীর ধান্যবান্ পিতা অটলকৃষ্ণ শিং কি সেই প্রকারের কারবারী শিং, কিম্বা, আর কিছু?

আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি না,—অনুমান করিয়া বলিতে পারি,—ইহা ও না, উঁহাও না, কিছুই না অটলকৃষ্ণ শিং মানে অটলকৃষ্ণ শিং —কাজের বাহির —অপদার্থ.

কেন কাজের বাহির, টাকা থাকিতে কেন অপদার্থ, এ প্রশ্নের উত্তম উত্তর আছে শরৎশশী সুন্দরী,—শরৎশশীর যৌবন আসিয়াছে,—শরৎশশী পঞ্চদশবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, শরৎশশীর বিবাহ হয় নাই বীরভূমের ন্যায় বন্য জেলার

পল্লীগ্রাম সেখানেও মেয়ে-রাজার প্রতাপ বাড়িতেছে। শরৎশশী একটু একটু বিবিয়ানা মেজাজে চলেন ইচ্ছা হইলে বিবাহ করিবেন।—পছন্দ করিয়া পতি লইবেন —পছন্দ না হইলে বিবাহ করিবেন না;—চিরজীবন কুমারী অবস্থায় থাকিবেন জোর করিয়া বিবাহ দিবার প্রস্তাব হইলেই, শরৎশশী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবেন তাঁহার উপকারের জন্য পাঁচসাত জন বাবু প্রস্তুত আছেন। বাটী হইতে বাহির হইলেই তাঁহারা সোজা পথ দেখাইয়া দিবেন।

পিতা বিবাহের কথা না বলেন, সোজা কথায় সোজা হইয়া যান, এই মৎলবেই শরৎশশী লোকের সাক্ষাতে সর্ব্বদা ঐরূপ কথা বলেন। সবাসর পিতার সাক্ষাতে বলেন না। লোকেরা আসিয়া অটলকৃষ্ণের কাণে তুলে অটলকৃষ্ণ বাহিরে গণ্ডগোল বাধান, বাড়ীতে গিয়া মেয়ের ভয়ে চোর হন এই লোকটীকে কেহ কেহ অটলকৃষ্ণ বলিতে গিয়া অন্যমনস্কে, ভুলভ্রান্তে, 'শিংকৃষ্ণ' বলিয়া সম্ভাষণ করেন অটল যদি তাহাতে ঠোঁট ফুলান, আদরের নাম বলিয়া প্রবোধ দেওয়া হয়। শরৎশশী পছন্দ না করিয়া বিবাহ করিবেন না, পছন্দে মোজাহেম দিলেই শরৎশশী ঘরের বাহিরে পা উঠাইবেন। পিতার প্রাণে এটা বড় সামান্য আশঙ্কা নয়! কাজেই কন্যার বিবাহের কথা পড়িলেই, মেয়ের ভয়ে অটলকৃষ্ণ, ওরফে শিংকৃষ্ণ, কেবল যেন কাষ্ঠময় আড়ষ্ট অটলকৃষ্ণ হইয়া থাকেন! এই কারণেই পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত শরৎশশী কুমারী।

বলা হইয়াছে, শরৎশশীর ইংরাজী মেজাজ! ইংরেজী বিদ্যার প্রসাদে, আজকাল মফস্বলের মফস্বলবাড়ীতেও

কিছু কিছু বিলাতী সভ্যতা খেলা করিতেছে শরৎশশী পাড়ার পাঁচটী প্রতিবেশিনী সঙ্গিনী সঙ্গে করিয়া, অন্দরের দিকের বারাণ্ডায় এক কমিটি খুলিয়াছেন। মার্কিণ চেয়ারের মজ্‌লিস্ কমিটিতে শরৎশশী আর অপরাজিত নামিক আর একটী নবীনা সভ্যিকাই প্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছেন উভয়েরই বাক্‌পটুতা বিলক্ষণ আর আর সঙ্গিনীর কেবল তালে তালে হুঁ দিয়াই সারিতেছেন ! হাসির কথা পড়িলে করতালি দিয়া হো হো করিয়া হাসিতেছেন।

শরৎশশী একটী কথার শেষে একটু হাসিয়া শশীমুখ অবনত করিয়াছেন, সেই লজ্জার মুখে অপরাজিতা প্রশ্ন করিলেন, "সত্যই কি বিবাহ করিবে ?"

"কাহাকে বিবাহ করিব ?"

'যাহাকে ভালবাস !'

"কাহাকে ?"

"তাহাকে "

'কাহাকে ?'

"গুঞ্জনলাল বা—"

নাম সমাপ্ত হইবার অগ্রেই ঘৃণায় শরৎশশীর সুবর্ণবদন বিবর্ণ হইয়া গেল ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে তিনি কহিলেন, "সেই ঘৃণার উপহাসের কথাটা এখনও পর্য্যন্ত চলে ? ধিক্—ধিক্—ধিক্ ."

হাস্য করিয়া অপরাজিতা তাড়াতাড়ি কহিলেন, 'কাহাকে ? কাহাকে ?—কাহাকে ?—কাহাকে ধিক্ দিলে ?—তোমাকে, না আমাকে, না তাহাকে ?"

শ। যমকে !

অ ঠাট্টা ছাড়—রাগ ছাড়,—ছলা ছাড় কেন ভাই বল মিথ্যাকথা? গুঞ্জন তোমার জন্যে

শ গুঞ্জন আমার জন্যে পাগল হবে, এই কথাই তুমি বোল্‌তে চাও!—সেটাও নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা!—তোমাদের গুঞ্জনটা আগেকার বনিদী পাগল—আমার উপর লোভ করিবার অনেক আগেই গুঞ্জনলাল পাগল।

অ কেন, কেন? সকলের কাছেই গুঞ্জন বোলে বোলে বেড়ায়, "শরৎশশী আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে,—শরৎশশীর ইচ্ছা হলেই বিয়ে হয়" এতবড় প্রেমের কথাটা কি ভাই একে বারেই মিথ্যা?

শ মিথ্যা না, গুঞ্জন ঐ কথা বলে বটে, কিন্তু, আমি তাকে ঘৃণা করি পিতা নাকি গুঞ্জনকে ভালবসেন, অনেক দিন আছে, বাড়ীর ভিতর আসে, মেয়েরাও কথা কয়, আমরা সঙ্গেও কথা কইতে চায়, আমি ঔদাস্য করিয়া চলিয়া যাই। অপরদিকে মুখ ফিরাই

অ এত ঘৃণা তোমার? হায় হায় হায়!—ধন্নি মেয়ে তুমি! ভারী সুযোগটাই হারালে!

হাস্য করিয়া শরৎশশী জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের সুযোগ ভাইঝি?—কাহার সুযোগ হারাইয়া ফেলিলাম?"

অ নিজের,—আর কার?

শ কি প্রকার?

অ উপাধি লাভ।

শ পরিষ্কার কর

শরৎশশীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া, অপরাজিতা ব্যঙ্গচ্ছলে

কহিলেন, "তোমার প্রেমপিপাসী, প্রেমের পাখী গুঞ্জনলাল রায় আজবাদে কাল রায়বাহাদুর টাইটেল পাবে! ভেবে দেখ দেখি, কত বড় সুযোগটা হারালে তুমি!"

শ আমার সুযোগ কিসে গেল?

অ তোমার সুযোগ নয়?—ভেবে দেখ, আগে থাক্‌তে যদি তুমি গুঞ্জনলাল রায়ের বামদিক শোভা কোরে অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী হতে পারতে, তা হলে তোমার শরৎশশী নামের কতবড় একটা গৌরব হোতো নাম পড়িয়া পৃথিবীর কেহই তোমাকে ছোটখাট বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিত না তোমার নাম হইত "শ্রীমতী রায় শরৎশশী রায় বাহাদুর"

সখীগণ সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। শরৎশশীও মৃতমুখে হাসিলেন অপরাজিতা সকল বিষয়েই অ-পরাজিতা ততবড় হাসির কথায় হাসিকেও পরাজিত করিয়া দিলেন

সম্পর্কে শরৎশশী ঐ অপরাজিতার পিসী হন শরৎ তাহাকে ভাইঝি বলেন —অপরাজিতা কিন্তু মাঝে মাঝে শরৎকে "ভাই" বলিয়া সোহাগ করেন—সমবয়সী মেয়েরা সকলকেই ভাই জানে!—মাসীও ভাই! পিসীও ভাই! দিদিও ভাই।

তৃতীয় উল্লাস।

মেয়েদের কমিটির লিঙ্গ বিভ্রাট।

("এরা) কেতাব ছুঁয়ে, চুল খুলিয়ে, তুড়ি দিয়ে বাহির হবে।
(এরা) এ বি পড়ে, বিবি সেজে, বিলিতি বোল কবেই কবে॥"
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

পুরুষ-কমিটি অপেক্ষা মেয়ে-কমিটির ঘটা বড় শরৎশশী একটু হাস্য করিয়া ঘটার উপর আরও একটু বেশী ঘটা বাড়াইয়া তুলিলেন অপরাজিতাকে প্রশ্ন করিলেন, 'মেয়েদের খেতাব কত?—খেতাবের সৃষ্টিকর্ত্তা তোমরা,—তোমরা জান, কোন্ কোন্ বঙ্গনারীর কি কি কত প্রকার খেতাব হওয়া এখনকার আইন সঙ্গত?'

একটু বক্রভাবে হাস্য করিয়া অপরাজিতা কহিলেন, "এই গুমরে তুমি ব্যারিষ্টার পতির ঘরণী হবার ইচ্ছা কর? এই বিদ্যার জোরেই কি তুমি ব্যারিষ্টার্ণী হইতে চাও? ব্যাকরণে ভুল কর আমি অপরাজিতা,—আমি তোমার প্রত্যক্ষসিদ্ধ-স্ত্রীলিঙ্গ আমারে তুমি "খেতাবের কর্ত্তা" বলিলে।—কর্ত্তা হয় পুংলিঙ্গ।— তুমি—"

হাসিয়া বাধা দিয়া শরৎশশী কহিলেন, "যা হোক্, ব্যাকরণের মান রাখই তোমরা! তোমাদের খেতাবের দলে লিঙ্গে লিঙ্গে

ক্তই বিভ্রাট লিঙ্গের জোরে যে কলঙ্ক—জোরে যে প্রকার ঢলাঢলি সেটা একবার—"

ঈষৎ দর্পভরে অপরাজিতা উচ্চারণ করিলেন, "বুঝেছি তোমার মনের কথা!—তা, আচ্ছা ভাই, তোমার গর্ভেও ত সে কলঙ্ক ফুটে বেরুচ্চে; তুমিও ত নিজহস্তে দস্তখৎ কর শ্রীমতী শরৎশশী শিং—"

মুখ ভারি করিয়া শরৎশশী কহিলেন, "আমি তোমাকে নজীর দেখাইতে বলি না তুমি বলিতেছ, গুঞ্জনলাল "রায় বাহাদুর" হবে,—গুঞ্জনলাল যাহাকে বিবাহ করিবে, সেই বধূও শ্রীমতী মধ্যমা বধূমাতা রায়বাহাদুর ঠাকুরাণী প্রবল প্রতাপেষু" খেতাব প্রাপ্ত হবেন, এ সৃষ্টির সৃষ্টিকর্ত্তা কে?"

অপরাজিতা উত্তর করিলেন, "শ্রীযুক্ত বাবু অটলকৃষ্ণ শিং"

বিস্মিতা হইয়া শরৎশশী বলিয়া উঠিলেন, "কি —আমার পিতা।—আমার পিতাই কি ঐ ভিখারীপুত্রকে রায়বাহাদুর করিয়া দিবার জোগাড় করিবার কর্ত্তা।"

গম্ভীরবদনে মুখরা অপরাজিতা কহিলেন, "চুপ চুপ চুপ" ক্রমশই মৃদুস্বর —একটু উচ্চ ফুস্ ফুস্ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ গো শরৎশশী। তোমার পিতা অটলকৃষ্ণ শিংহই জোগাড়-যন্ত্রের কর্ত্তা তিনি তাঁর দরোয়ানকে হুকুম দিয়াছেন, দুই হপ্তার মধ্যে তোমাদের ভদ্রাসনের সংস্রব পরিত্যাগ না করিলে, গুঞ্জনলালকে গলায় হাত দিয়ে তাড়াইবে দরোয়ানের চোয়ারাও ফোঁ নাঁকামুখে তাড়াইবার বুলি হইবে গুঞ্জলাল রায়, রায়—বাহাঃ দুর"

শরৎশশী অবনত বদনে হাস্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ মুখ তুলিয়া

প্রশান্ত বদনে কহিলেন "এ উপাধির অংশিনী হইবে কোন্ পদ্মিনী? গুঞ্জনলাল অনেক দিন ছিল, আশিত ছিল, আমি তারে—সে কথা থাক্, গুঞ্জনলাল ঐ রকম রায়বাহাদুর। আচ্ছা ভাই, তোমার মত ফিট্ ফাট্ চালাক চতুর মেয়েটীকে "কর্ত্তা" বলিলে ব্যাকরণভুল হয়, আর শ্রীমতী রায় সৌদামিনী রায় বাহাদুর ঠাকুরাণী" বলিলে ব্যাকরণ দুরস্ত থাকে, এ মীমাংসার কোন নজীর দেখাইতে পার?"

অপরাজিতা কহিলেন, "তুমি কি নারীজাতির পতির উপাধি লাভের প্রতিবাদিনী?"

"না,—তা কেন? উপাধিতে যাহা আছে,..তাহার মধ্যে যে জাতিতে যেটী খাটে, সেই প্রথাই ত চলে। বিবেচনা কর, পতির নাম নীলকমল দাস, পত্নীর নাম হরিদাসী দাসী; এ কথা ত বেশ ছিল। এখন ত তোমাদের দলে তেমন নয়, তোমাদের যাঁরা গুরু, তাঁরা বলেন, নীলকমল দাসের পত্নীর নাম "হরিদাসী দাস" হইবে;—দাসী কোনমতেই হইতে পারিবে না কেন না, কেহ কাহাকে দাসী বলিয়া অনাদর করে, ইহা পরমেশ্বরের ইচ্ছা নয় অতএব, ঘোষের কন্যাকে ঘোষ বল; বিবাহের পর সেই কন্যাকেই মিত্র অথবা কর;—দাসের পত্নীকে দাস ইত্যাদি না বলিলে প্রতিমাপূজায় প্রশ্রয় দেওয়ার মত পাপ হয় আচ্ছা ভাই, সে সময় ব্যাকরণের আদর তোমাদের কোথায় থাকে?"

অপরাজিতা দেখিলেন, বিভ্রাট। আর একটু কথা বাড়াবাড়ি করিতে গেলেই, মুখের উপর স্পষ্ট হারিতে হয় দাসের নারী দাস।—দাসপতি মরিলে হয় ত আবার সেই দাস নারী

একজন গাঙ্গুলী অথবা ভট্টাচার্য্য হইয়া উঠিবে। সেই সকল গণ্ডগোলের দড়ী ছাড়িয়া দিলে, মুখের উপর আরও একটু বেশী করিয়া চূণকালী মাখিতে হয়; বুদ্ধিমতী অপরাজিতাসুন্দরী সেই পরাজয়টুকু ঢাকিবার কৌশলে,—কৌশলে কথা তুলিলেন, রাখ্ ভাই ব্যাকরণের কথা;—আমরা অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য নই, এখানে কোন শ্রাদ্ধসভাও উপস্থিত নাই, মুখামুখী হইতে হইতে হাতাহাতিরও প্রয়োজন পড়িবে না; অগ্রে বিদায় লইবার জন্য অনর্গল বচনমুক্ত ফেনপূর্ণ বদনে সভামধ্যে অগ্রবর্ত্তী হইবারও আকাঙ্ক্ষা রাখি না তবে কেন মিছে আপনা আপনি পুরাতন ব্যাকরণের গণ্ডগোলে গণ্ডগোল করা? —ও কথা ছেড়ে দাও গুঞ্জনলালের বিয়ের কথা ধর ”

শরৎশশী কহিলেন, “যাহাই ধর, সমস্তই এক বিয়ের কথাই ধর, কিম্বা একটু আগে যাহা বলিলে, সেইরূপ শ্রাদ্ধসভার কথাই ধর, দু দিকেই এক —গুঞ্জনলাল যাহাকে বিবাহ করিবে, তাহার ইহকাল পরকাল দুইকাল নষ্ট হইবে “দরোয়ানের দেওয়া রায়বাহাদুর তাহার উপাধি হইবে। গুঞ্জন—”

মুখের কথা ধরিয়া অপরাজিতা কহিলেন, “গুঞ্জন কিন্তু এদিকে মানুষ ভাল বেশ সাদাসিধে লোক; মনে কোন কোম্‌রূপ নাই।—দোষের মধ্যে একটু একটু বোকা। তা হোক্, বড়মানুষের ছেলে, একটু একটু বোকা হওয়া ভাল আর তাও ধর,—বোকা হলেও টাকার জোরে সেয়ান হয় যার বেশী টাকা, সে কখনো বোকা হয় না। বোকাতে টাকাতে বন্ধুত্ব ভাব নাই লোকটী কিন্তু খুব ভাল সত্যসত্যই যদি বিধাতার নির্ব্বন্ধ থাকে,—গুঞ্জন যে কথা বলে, সত্য সত্যই যদি

প্রজাপতি তাই ঘটান, ভবিতব্যের কথা কে বোল্‌তে পারে? বিশেষ,—বিবাহের কথাটা!—তা যদি—"

কিঞ্চিৎ চঞ্চলভাবে শরৎশশী কহিলেন, "সূতাটা ছোট কর। অতটা গৌরচন্দ্রিকা শুনিবার সময় নাই আসল কথা পাড়ো। ইচ্ছাটা কি তোমার?"

"আমার ইচ্ছা নয়, গুঞ্জনের ইচ্ছা।"

"কি ইচ্ছা?"

"গুঞ্জন যা বলে।"

"ফের্ ফার ছাড়ো। সময় নাই খোলসা কথা কও।"

অপরাজিতা খোলসা কথা কহিলেন —গৌরচন্দ্রিক সংক্ষিপ্ত করিয়াই, শরৎশশীর সুললিত ক্ষুদ্র চিবুকখানি ধরিয়া, খোলসা কথায় কহিলেন, "গুঞ্জনলাল এই সুন্দর শরৎশশীকেই ভালবাসে —প্রায় সকলের কাছেই বলে, শরৎশশীকে বিবাহ করিবে। শরৎশশী ছাড়া আর কাহাকেও সে বিবাহ করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে না।"

হাসিয়া শরৎশশী কহিলেন, "অপরাজিতা তুমি!—পদে পদেই কিন্তু আমার কাছে পরাজিতা। তুমি বলিতেছ ভবিষ্যতের কথা, আমি বলিব বর্ত্তমানের কথা।"

কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধভাবে অপরাজিতা কহিলেন, "ব্যাকরণ পড়িয়া জ্যোতিষের উপর আক্রমণ কেন? ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানের সঙ্গে গুঞ্জনলালের বিবাহের গণনা কেন?"

"কেন?—গুঞ্জনলালের গন্ধর্ব্ববিবাহ হইয়া গিয়াছে। গন্ধর্ব্বিণীর নাম পদী বাগ্‌দিনী। পদী রোজ রোজ দুবেলা আমাদের বাড়ীতে পাটঘাটের জল দেয় কিনা, বয়স কাঁচা, রংটুকু

বেশ কালো কুচ্‌কুচে, মুখের ছাঁচখানিও বেশ ... ফুট্‌ফুটে নজরটাও কিছু বাঁকা বাঁকা। কাজেই গুঞ্জনলাল তার মোহন ফাঁদে ঘুরে পড়ে। পদীও আগে আগে তাকে দাদাবাবু বোলে ভয়ে ভয়ে কথা কহিত, তাকেই আবার এখন গন্ধর্ব্ববিবাহে যৌবন দান করেছে। গুঞ্জন বলে, পদী এখন পদ্মিনী।”

অপরাজিতা অবাক্‌, কমিটীর অপরা মেয়েরা ত অনেক ক্ষণ পূর্ব্ব হইতে অবাক্‌। শরৎশশীর বাক্‌শক্তি আছে, সকলকে নির্ব্বাক দেখিয়া শরতের বাক্‌শক্তি ক্রমে ক্রমে আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। অপরাজিতাকে ভাল করিয়া পরাজিতা করিবার একান্ত অভিলাষে, শরৎশশী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, “রায়বাহাদুরের সতীন হবে—পদীদাসী গন্ধর্ব্বমতে রায় বাহাদুর। গন্ধর্ব্ব বর গুঞ্জনলাল দরোয়ানী ধাক্কায় রায়বাহাদুর, সতীন এখন কোন ধাক্কায় রায়বাহাদুর হইয়া, কোন্‌ ধাক্কায় পড়িবে, তুমি এখন গণকঠাকুর হইয়া সেই গণনার খড়ি পাতিতে আরম্ভ কর।”

অপরাজিতার মনের খড়ি মনে মনেই কালী হইতে আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্য সরিল না। শরৎশশী এই অবসরে পদীবাগ্‌দিনীর নাম খোদা একটী অঙ্গুরী বাহির করিয়া, জানিলেন, “খোদা আছে, পদ্মমুখীর পদ্মমুখে ভ্রমরের গুঞ্জন।”

অপরাজিতা সেই অঙ্গুরীটী দেখিলেন। অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, সন্দিগ্ধভাবে শরৎশশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এ আংটী কোথায় পেলে?”

শরৎশশী কহিলেন, “পাঁচদিন হইল, পদী আমার কাছে

বন্ধক রেখেছে আংটী বাঁধা দিয়ে কাপড় কিনেছে গুঞ্জনের কাপড় দিবার ক্ষমতা নাই সে এখন বায়—বাহা—দূব!"

কথাটী অপরাজিতার প্রাণে বাজিল "পদ্মমুখীর পদ্মমুখে ভ্রমরের গুঞ্জন" একথায় অপরাজিতার কর্ণে বেদনা হইল, মন পুড়িল। কি যে বিষাগ্নি আছে এই পদ্মমুখীর পদ্মমুখে, শরৎশশী অথবা অপরাজিতা, কে কিরূপে তাহা অনুভব করিতে-ছেন, আমরা তাহা জানি না।

তাহা আমরা জানিনা বটে, কিন্তু অঙ্গুরী যেন পদ্মীর ভাগ্যে শকুন্তলার অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীর তুল্য উপকারী হইয়া উঠিল। পদ্মীর পক্ষে উপকারী, শরৎশশীর পক্ষেও উপকারী, গুঞ্জনের পক্ষেও বোধ হয় একটু একটু উপকারী পূর্ণিমার রাত্রিতে গুঞ্জনলাল নদীর ধারে শরৎশশী দেখিতে গিয়াছিল, দেখিতে গিয়া দেখিতে পায় নাই দেখিয়াছে, গোলাকার জ্যোতির্ম্ময় চাঁদ শিবভক্ত যেমন সর্ব্বদাই বোম বোম উচ্চারণ করেন, ব্রজরাজ যেমন শ্রীরাধার মানে যোগীবেশ ধারণ করিয়া, জয় রাধা শ্রীরাধা বোলে নয়নজলে ভাসিয়াছিলেন, শরৎশশী দর্শনাভিলাষী গুঞ্জনলাল গিরিতলে দাঁড়াইয়া সেইরূপে পুনঃপুন পদ্মমুখী পদ্মমুখী বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। এতক্ষণে প্রকাশ পাইল, পদ্মমুখী তাহার গন্ধর্ব্ববিবাহের প্রেমনায়িকা। পদ্ম-মুখী আর শরৎশশী, এক জিনিষ নয় শরৎশশী পদ্মফুল, আর পদ্মমুখী পদ্মীবাগিনী।

গৃহ নিস্তব,—কমিটী স্তম্ভিত, ঘরের বাতাসটুকু পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ গৃহে একটী লোক আসিলেন সঙ্গে একটী পঞ্চমবর্ষীয় কৃষ্ণবর্ণ শিশু।

চতুর্থ উল্লাস।

কুটুম্বিতা।

বাপ্ পর্ পাঁউ মা লক্কা।

হো হো—সব ফক্কা! সব ফক্কা! সব ফক্কা!"

ঈশ্বর গুপ্ত।

যে লোকটী আসিয়া উপস্থিত হইল, সেটী অটলকৃষ্ণের ছোট ভাই বয়স অনুমান চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর বর্ণ কালো; নিবিড় অন্ধকার কালোনয় একটু একটু মেটেরংঙের উপর যেন একপোঁচ কালীর ছোপ দেওয়া। বুকে অনেক চুল, নাকে কানে লম্বা লম্বা রোঁয়া, কপালের বামদিকে একটা প্রকাণ্ড আব, নিচের ঠোঁটখানা একটু উল্টানো, সেই উল্টানতে নিচের পাটীর ৩টী পাঁচেক দাঁত ছোটবড় আকারে মুসলমানের ভগ্ন মসজিদের আধ ভাঙ্গা চূড়ার মত হাসিয়া হাসিয়া বাহির হইয়াছে। যখনি দেখ তখনি দেখিবে অটলকৃষ্ণের ভাইটী যেন দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে ভাইটীর নাম জহরকৃষ্ণ অটল অপেক্ষাও এইভাইটী টাকা চেনে বেশী;—জহরাৎ চিনিতেও বিলক্ষণ মজবুত, মণিমুক্তা পরীক্ষা করিতেও বিলক্ষণ পাকা দ্বাদশবর্ষ বয়স হইতেই ঐ সকল বিদ্যায় এইভাইটী পরম পণ্ডিত।

সেই কারণেই দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমে তাহারগণের পূর্ব্বের স্থানে নূতন নাম হইয়াছে জহরকৃষ্ণ, আগে ইহার নাম ছিল ফটীকৃষ্ণ। আজিপর্য্যন্ত অনেকেই সেনামটী ভুলিতে পারেন নাই। সেই নামের খাতিরেই ছোটবেলার ইয়ারেরা আজিও মাঝে মাঝে জহর কৃষ্ণকে ফুটেবলিয়া ডাকিয়া থাকে। সেই যাহৌক ওরফে জহর কৃষ্ণ শিশু সঙ্গে আজএই সেথে মজলিসে হাজির।

সঙ্গের শিশুটী জহর কৃষ্ণের সর্ব্বমাত্র বংশধর—সবেধন নীলমণি। নাম মণীকৃষ্ণ। বলাহইয়াছে, পঞ্চম বর্ষীয়

জহরকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছেন আজকাল এদেশে বিশুদ্ধ পরব্রহ্মের যেমন দুর্গতি, এদেশে এখন যেমন ব্রহ্মজ্ঞানের দুর্দ্দশা, এমন দুর্গতি ও এমন দুর্দ্দশা পূর্ব্বে ছিল না প্রায় সাধারণ লোকেই বলে ধর্ম্ম এখন টাকার গাদীর ভিতর লুকাইতেছেন। সংসারে যাহারা ভাল করিয়া টাকা চেনে তাহারা প্রায় একটু বেশীবয়সে ব্রহ্মজ্ঞানি হয় তা ছাড়া অল্প অবস্থাতেই বেশীর ভাগ বালকেরা সেই জ্ঞানসমুদ্রের অজ্ঞাত প্রেমে দাড়িধারি হইয়া,—চসমা ধারিহইয়া, ব্রহ্মজ্ঞানি হইয়া পড়ে। ফল কথা, টাকা চেনা ব্রহ্মজ্ঞানিই এখনকার বাজারে কাজের লোক সেই সকল কাজের লোকেরাই এখন ব্রহ্মজ্ঞানি

সাধারণে যাহাবলে, তাহা একেবারেই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কদাচ উচিত হয় না এখনকার ধর্ম্মের বাজারে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান সহকারে যাহারা অকপটে ব্রহ্মের উপাসক, তাঁহারা অবশ্যই সাধু মহাত্মা। সাধারণ উল্লেখে ঐ প্রকারের "অসাধারণ" সাধু মহাত্মারা কিছু মনে করিবেননা। আমার পক্ষে সাধারণ কথাই অনেক পরিমাণে সত্য। অটল কৃষ্ণের

ভ্রাতা জহর কৃষ্ণ সিং টাকা চেনা ব্রহ্মজ্ঞানি মেয়ে কমিটীর মধ্য স্থলে উপস্থিত হইয়াই জহর একখানা ত্রিপদীর উপর ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন শিশুটীকেও আদর করিয়া বামদিকে বসাইলেন শিশুর আপাদ মস্তক কৃষ্ণবর্ণ বিলাতি পোষাকে ঢাকা, বংশাজের কৃষ্ণ বং কিঞ্চিৎ কম থাকিলে, সে শিশুকে গোরার বাচ্ছা বলিলেও নিতান্ত ভুল হইত না

শরৎশশীর দিকে চাহিয়, ননীর পীঠে হাত চাপড়াইয়া, জহর কৃষ্ণ একটু হাসিলেন বিনা হাসিতেই হাসিয়াছে, হাসির সময় আরগুটী কতক মজলিসী দাঁত বাহিরের চুড়া-গুলির আশে পাশে উকি মারিয়া দেখাদিল চুড়া পূর্ণ বদনে একগাল সুধামৃত আনয়ন করিয়া অস্পষ্ট বাক্যে জহর কৃষ্ণ কহিলেন, তোমাদের ননী বাবু বেশ ধর্ম্মের সাতপাতা মুখস্থ করেছেন।

শরৎশশী মৃদুহাস্য করিয়া মাথা হেঁট করিলেন অপরা-জিতা কৌতুক বতী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ননী বাবুও কি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত

জহর কৃষ্ণ জবাবদিলেন জিজ্ঞাসা কর।

অপরাজিতা একটু সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া বসিলেন। ননী বাবুকে সম্বোধন করিয়া আদরের স্বরে ডাকিলেন, "ননী বাবু।"

ননী —আজ্ঞে

অপরা।—বাঃ—বাঃ—বেঁচে থাক।—এমন সোনার চাঁদ ছেলে পাঁচ বছরে ব্রহ্মজ্ঞানি হবেই তো —আচ্ছা ননী বাব তুমি ব্রহ্মজ্ঞানি?

ননী —হঁ্য

অপরা —তোমার নাম কি

ননী —থিণী ননী কিত্তো বাবু

হাস্য করিযা অপরাজিত কহিলেন তোমার পিতার নাম কি?

ননী —পিতার নাম ?—পিতার নাম ?—পিতার নাম ?—(জহরের প্রতি সজল নয়নে দৃষ্টিপাৎ)

"শিশুর সজল দৃষ্টিপাতের অর্থ বুঝিতে পারেন, জহর কৃষ্ণের ততদূর বিদ্যা বুদ্ধি নাই তিনি বুঝিলেন, ছেলে.হয় তো জেরা সওয়ালে ধরা পড়িবে, এই ভয়ে জহরকৃষ্ণ ননী বাবুর হাস্য মুখ পিত্তা ননীবাবুর অধর চুম্বন পূর্ব্বক নিজেই অপরাজিতাকে বলিলেন, আমার কাছে শোন আমিই জিজ্ঞাসা করি, কেমন চট্ পট্ উত্তর দেয় দেখ। অপরাজিতাকে এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে ননী বাবুকে কহিলেন, "বাবা ননী। বলতো তোমার পিতার নাম।

ননী ।—পিতা ওম্—বোম্—ধত্য—মতস্ত—ও বোম্।

মেয়েগুলী আনন্দে হাস্য করিযা উঠিলেন। জহর কৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন ননী বাবু অপ্রতিভ হইলেন আধো আধো কথায় আবো বলিতেলাগিলেন, "পিতা পমেট্টম।"—পাঁচ বৎসর বয়সেও ননীবাবুর কথা পরিষ্কার হয় নাই বিশেষতঃ, স্বভাবতঃ ননীবাবুর সমস্ত কথাই প্রায় ঐ রকম ভাবের স্যাকা স্যাকা। মেয়েরা আবার হাসিয়া উঠিলেন। জহর কৃষ্ণ কহিলেন, ননী বাবু আমার চেয়েও ভাল বেহ্মজ্ঞানি

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অপরাজিতা কহিলেন, "ঠাকুর দাদা তুমিও কি নতুন ব্রহ্মজ্ঞানি, দেখী গম্ভীর হইযা জহর কৃষ্ণ বলিয়া

উঠিলেন, নতুন নয় নতুন নয় সাতমাস সাতমাস পাক্কাসাতটী মাস —পাক্কা—"এতদীর্ঘ কালে দু তিন জোড়া নতুন কাপড় পুরাতন হইয়া পচিয়া গলিয়া ছিড়িয়া ধুলা হইয়া যায়!—নতুন নয় অনেক দিন।

গোপনে হাস্য করিয়া অপরাজিতা পুনর্ব্বার কহিলেন, ও ঠাকুর দাদা এত বিদ্যে তোমার, এতদিন ব্রহ্মজ্ঞানি হয়েছ আমরা ইহার কিছুই জানি না! তাবেশ। ঠান্দিদিতো ব্রাহ্মিকা হয়েছেন? আহ্লাদে গোফেচাড়া দিয়া, সদর্পে বুক ফুলাইয়া জহর কৃষ্ণ কহিলেন, "ঠান দিদি হোয়েছেন, তোমরা হয়েছ, ননী বাবু হোয়েছেন,—সব হোয়েছে!—গোড়া ধরে টেনেচি! বড় দাদও 'বিম্ভিক' হয়েছে;

হাস্যকরিয়া অপরাজিতা বলিলেন, "বলকি ঠাকুর দাদা?—" তোমার বড় দাদাটীও ব্রাহ্মিকা?—বাঃ—বাঃ—বাঃ।—মিলেছ ভাল —ছোট দাদা ব্রহ্মজ্ঞানি বড় দাদা ব্রাহ্মিকা। একাসনে হর গৌরী বিরাজিত।

পণ্ডিত জহরকৃষ্ণ সকল বিদ্যেতেই পরম পণ্ডিত. অপরাজিতার কথার অর্থ কিছুই বুঝিলেন না সদর্পে আসন হইতে উঠিয়া আহ্লাদে এক লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন "হর গৌরীর চেয়েও বেশী।—হর গৌরীর বাবার চেয়েও বেশী! হর গৌরী ছেলে বয়সে বিয়ে করেছে, হর গৌরী জেতের মেয়ে বিয়ে করেছে, হরগৌরী সে দিন স্বহস্তে পিণ্ড দিয়া গয়া বাপের আদ্য শ্রাদ্ধ করেছে, হর গৌরীর বাড়ীতে আজিও লক্ষ্মীপূজা হয়, হর, গৌরী কিসের আমাদের চেয়ে বেশী বেহ্মজ্ঞানি হয় এমন বিম্মিকা লোক জিলায় নাই!"

পিতা কথা কহিতেছেন, শিশুকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন। সকলেই কাণ পাতিয়া জহর কৃষ্ণের মধুর বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন, অকস্মাৎ স্বভাব সিদ্ধ ন্যাকা কথায় শিশুটি বলিয়া উঠিল "তেমন বোম্ব ডিলায নেই

হাস্য করিয়া কোল দিয়া জহর কৃষ্ণ একটু ছলা খেলা খেলিলেন ঐ কথাটী শিশুর মুখে আর একবার শুনিবার—আর একবার সকলকে শুনাইবার মতলবে এমনি ভাব ধারণ করিলেন যে, বালকের কথা গুলি যেন আদৌ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। কিম্বা শুনিয়াছেন হয়ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই,—আবার শুনিবার ইচ্ছা হইল, ঠিক এই ভাবটী জানাইয়া পণ্ডিত জহর কৃষ্ণ দিব্য একটু ইংরাজীতে বলিলেন, বেগ ইওর পার্ডন (Beg your pardon) ইংরাজে ইংরাজে কথা হইলে উভয়ের মধ্যে কেহ যদি কোন কথা ভাল শুনিতে না পান তাহা হইলে শিষ্টাচারের অনুরোধে "Beg your pardon" (বেগ ইওর পার্ডন) বলি। আবার শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবার রীতি আছে। এই জহর কৃষ্ণ অল্পদিন হইল, "ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছেন এই গেল এক কথা, দ্বিতীয় কথা আরও আছে ব্রহ্মজ্ঞানী বলিলেই আজ কাল ষোল আনার উপর বালক অথবা যুবা বুঝায়। বুড়ারা ব্রহ্মজ্ঞান পান না এমন কথাকে বলিবে, তাঁহাদের বয়স যতই হউক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। দাড়ি ধারি এবং চষমা ধারি যুবা হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল এইরূপ ভাব. টানিয়া আনিতে হইবে। অনু করণে রণে বুড়োরাও নকল ইয়ং বেঙ্গল সাজেন। জহর কৃষ্ণও ঐ রকমের নকল ইয়ং বেঙ্গল সাজিয়াছেন। এই মাত্র নিজ মুখেই বলিলেন সাফ

মাস ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেই একটু একটু ইংরাজ কেন না, অনেক ব্রহ্মজ্ঞানীর এইরূপ বিশ্বাস যে, ইংরেজ রাজা, পরমেশ্বরও এখন ইংরাজী ভিন্ন উপাসনা করিলে বুঝিতে পারেন না। পরমেশ্বরের দায়ে জহরকৃষ্ণ আজ প্রায় দুই তিন মাস ধরিয়া ইংরাজী শিখিতেছেন। ইংরাজীর প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় খানির সাঙ্গ হয় হয় হইয়াছে। যিনি গুরু, অর্থাৎ ম্যাষ্টার অর্থাৎ স্যার তিনি একজন প্রবেশিকা তাড়িত, স্কুলআউট সমাজ সংস্কারক। সমাজসংস্কারের বক্তৃতায় ইংরাজী ভিন্ন অন্য ভাষায় জোর পৌঁছে না। সেই অভ্যাসেই জহরকৃষ্ণের স্যার আর বাঙ্‌লা কথা মুখে কহিতে পারেন না। স্যারের সঙ্গে ইংরেজী আলাপে পণ্ডিত জহরকৃষ্ণের ইংরেজী কপ্‌চান একটু একটু অভ্যাস হইয়া আসিতেছে। তিনি শীঘ্রই সেকেন্ বুক ধরিবেন। কাজেই ইংরেজী সভ্যতা ইংরেজী নম্রতা, এবং ইংরেজী শিষ্টাচার তাঁহাকে পালন করিতে হয়ই হয়। তাহারই খাতিরে ছেলের কথা বুঝিবার শুনিবার অভিলাষে "বেগ্ পার্ডন" বলিয়া ছেলের কাছে ক্ষমা চাওয়া।

এই স্থলে উপরের একটা কথার সন্দেহভঞ্জন চাই। অপরাজিতা বলিলেন, "ছোট্‌দাদা ব্রহ্মজ্ঞানী,—বড়দাদা নাস্তিক। মিলেছে ভাল। যেন হরগৌরী।"

ছোটদাদা বুঝিলেন একে আর।—যে গ্রামে তাঁহাদের বাস, সেই গ্রামে হরগৌরী চক্রবর্ত্তী নামে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণের ছেলে আছে; সেই ছেলেটী বাহিরে বেশ ফিট্ ফাট্, বয়সও নবীন,—দিব্য কেশ,—দিব্য লম্বা গোচ্ছাপেতে কণ্ঠদেশে

সেই দলের লোক। ধর্ম্মের মুখোস পরা বর্ণচোরা ভাল মানুষ। ন্যাকা ছেলেটিকেও "ব্রাহ্ম' জাতি শিখাইয়া দিয়াছেন।

ছেলের কথায় সকলেই মুখ টিপিয়া হাসিলেন, শরৎশশী হাসিলেন না জহরকৃষ্ণের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া, আক্ষেপ উক্তিতে শরৎশশী কহিলেন, দেখুন কাকা "আপনি বড় বেজার করিয়া তুলিলেন। মালীর মেয়ে বিয়ে করা, সকল জেতের ভাত খাওয়া, ব্রাহ্মজাতিতে পরিচয় দেওয়া, এ সকল কিছু হিন্দুসমাজের বড় গৌরবের কথা নয়। দেখুন হিন্দু ."

পূর্ব্বেই জহরকৃষ্ণের একটু মান হইয়াছিল শরৎশশীর ভৎসনাবাক্যে সেই মানের আগুনে ঠিক যেন শুষ্ক তালপাতা ধরিয়া গেল জহরকৃষ্ণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া গর্ব্বিত বচনে বলিতে লাগিলেন, "হিন্দু —কে হিন্দু?—কোন্ হিন্দু? ড্যাম হিন্দু! আমাদের কেতাবে মিথ্যাকথা বলা বড় পাপ বিশেষতঃ বিবাহের কথা, আহারের কথা, জাতির কথা,—এই তিন কথায় ব্রহ্মজ্ঞানী যদি মিথ্যা কথা বলে, তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহার সমস্ত উপাসনাই মিথ্যা ভাবিয়া উড়াইয়া দেন ''

মেয়েরা সকলেই মাথা হেঁট করিয়া হাসিলেন।

শরৎশশী কহিলেন কাকা কেন বাছা কথা বাড়াও —ব্রহ্মজ্ঞানি হয়েছ সেই ভালই ভাল; ও সকল ছোট কথায় কেলেঙ্কার বাড়াও কেন? জহর কৃষ্ণ কহিলেন কেলেঙ্কার কারে বল? আমিতো কুটুম্বিতার কথা বলিতেছি আমিতো মালাকরের কন্যাকে তোমার কাকীমা করিয়া আনিয়াছি মালাকর আমার শ্বশুর মালাকরের ছেলে আমার শালা মালাকরের মেয়ে আমার ঠাকুর ঝি, মালাকর আমার কুটুম্ব

মালাকব আমাব সব আবো শোন তোমান তো মা নাই দাদাও শীঘ্র একটী দাস বিবাহ করিবেন তোমার মা ছিল হিন্দু, বিবাহের সময তাকে দাসীবলে উৎসর্গ করে, আমরা তাকে কিছুতেই দাসী ছাডিযে সিংকবিতে পাবিনাই এবাবে আব দাসী আনিবনা, দাস আনিব, দাস তোমাব মা হবে।

শরৎশশী ক্ষুন্ন হইয কহিলেন, কাকা এসকল তোমাব কিকথা? দাস আমাব মা হবে, একথাব মানে কি?—

মানে?—মানে বড়শক ব্রজকৃষ্ণ দাস যেমন তেমন দাস নয বেম্মদাস. সেইবংশ কৃষ্ণেব কন্যা গোলকমণি দাস তাকেই তোমাব বাপেব সঙ্গে বিযে দিযে একমাসেব মধ্যেই সিং কবা হবে ত্বনিযার লোকেব পোষাকের বোসনাই দাব ছিল, গোলক মণিব ঠাকুব দাদা, গোলকের বাপ ব্রজকৃষ্ণ এখন আব ধোবা গিবি কবেন না, তিনমাসেব বেশী হলো তিনি বেম্মমন্ত্রে বেম্মজ্ঞানি হযেছেন, আমাদেব আব একখব ভাল কুটুম্ব—

অত্যন্ত ব্যাথা পাইবা শরৎশশী কহিলেন, কাকা কুটুম্ব তোমাব অনেক, কিন্তু আপনাদেব কলঙ্ক আপনারা বাড়ায় এমন লোক অতিকম আছে দাসেবা সিং হয়, দাসীরা সিং হয়, এসব কথা তোমাব মুখে? —

আমার মুখে নযতো কাব মুখে শুনতে চাও? আপনি নিজে তুমি কি কব, নিজে দস্তখৎ কর শরৎশশী সিং

কখনই না, কিছু কিছু লেখা পড় করিবটে, কিন্তু ওরকম লেখা আমি কখনই লিখিনা, যদি দরকার হয় নাম লিখি কেবল শ্রীমতিশরৎশশী

কাকাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া ননীবাবুর দিকে চাহিয়া শরৎ-

শশী পুনর্ব্বার কহিলেন আচ্ছাকাকা আমাদের ননীবাবুতো হিন্দু, ননীবাবু যদি—

ননীবাবু হাঁ করিয়া কাঁদিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ব'—ব': আ'মা'কে হিঁদুবো'ল্লে ও এ ও

ছেলেকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে কোঁচার কাপড়ে চক্ষের জল মুছাইয়া পুত্রবৎসল জহর কৃষ্ণ সেই হাঁ করা বালকের মুখের ভিতর রুমাল ধরিয়া দিলেন মিষ্ট বাক্যে প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, না বাবা তুমি চুপকর, তুমি শান্ত হও কেবলে তুমি হিঁদু ?— তোমার ঠাকুরদাদা হিন্দুছিলেন আমি বরং হিঁদুর ছেলে তুমি খাস্ ব্রহ্মজ্ঞানিরছেলে।

এই প্রকারে আরো অন্যান্য নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ভূমিকা বাঁধিয়া পণ্ডিত জহর কৃষ্ণ সিং আরো কিছু বেশী বাহাদুরী দেখাইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—বালককে বুঝাইবার ছলে সকলকেই বুঝাইতে লাগিলেন। হিন্দু জাতির সব মিথ্যা। ননীবাবু সেটীসব বুঝেন। মাটী পূজা, কাট পূজা, গাছ পূজা, পাথর পূজা ঐ সকল পূজার উপর ননীবাবুর বিজাতীয় ঘৃণা। পিতা মাতার শ্রাদ্ধ শান্তির নামে সকল কালের নাস্তিকেরা যে দৃষ্টান্ত দেখান ননীবাবুও সেই দৃষ্টান্ত জানেন। পিতার উপদেশে ননীবাবু সেই সে কালের কথাই শিখিয়াছিল। "শ্রাদ্ধমাসে মরা গরুর ঘাস কাটা। ব্রাহ্ম একটী স্বতন্ত্র জাতি।" ইটীও ননীবাবুর পিতৃ উপদেশ। ব্রাহ্ম কখন হিন্দু হইতে পারেনা। পঞ্চম বর্ষীয় ননীবাবু সে সিদ্ধান্তটী খুব জল করিয়াই বুঝিয়াছেন। তাহা না বুঝিলে শরৎশশী তাহাকে যখন হিন্দু বলেন, অভিমানে ননী তখন হাঁ করিয়া কাঁদিলেন কেন ?

পিতার উপদেশেই এই বিদ্যালাভ। ব্রাহ্মণে যদি ব্রাহ্ম হয়, তাহাকে পৈতা পরিতে হয় না এইমাত্র বিশেষ ইহ ছাড়া সর্ব্ববর্ণ একাকার। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের আর কোন উৎপাৎ নাই কেবল পূর্ব্বের নিয়মগুলি অর্থাৎ মাটীপূজা ইত্যাদি বন্ধ করিলেই কিম্বা দেবদেবীতে ঘৃণা করিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়

পিতৃ-উপদেশে ননীবাবুর অজ্ঞান অবস্থায় ঐ প্রকার ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ। শান্তমতি শরৎশশীর রাগ হইল। এলোচুলে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে পিতৃব্যকে বলিতে লাগিলেন “কাকা আপনার বড়ই ভুল হইতেছে আপনাদের নামের কালী বংশের কালী আপনার মুখে মাথাইয়া দেওয়া আপনার মতে কি বড়ই লজ্জার কথা নয়?—আমি চলিলাম, —যদি এমন দিন-ঘটে,—শুধু আপনার মুখের দোষে আমাকে আপনাদের আশ্রয় পরিত্যাগ করে যেতে হবে ”

শরৎশশী যাইতে উদ্যত জহর কৃষ্ণ মহারাগত হইয়া কর্কশস্বরে কহিলেন বিবাহ হইলে যাইতে হইবে বিবাহ করিয়া যাইও

শরৎশশী উত্তর দিলেন না,—মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন না,—ক্রোধভরে আপনা আপনি বকিতে বকিতে অন্য দিক দিয়া চলিয়া গেলেন,শরৎশশী অদৃশ্য হইলেন শশীর অদর্শনে তারকা-মালা কোথায় থাকে? সুতরাং, অপরা কন্যারাও স্বস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন কাকা বাবুও অগত্যা ননীবাবুর হাত ধরিয়া বিষন্নবদনে গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন

পঞ্চম উল্লাস।

গুঞ্জনলাল রায়।

"ঝাড়েন বাঙালী দেখে বিলাতের বুলী।
নীচু যাও কেলে ম্যান, নেটিব বাঙালী।"

প্রভাকর

বাবু গুঞ্জনলাল রায় বঙ্গদেশের লোক পাঁচ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগী হইয়া, গুঞ্জনলাল রাঢ়দেশে আসিয়া রহিয়াছে শরৎশশীর পিতা অটলকৃষ্ণ শিং একজন সম্পন্ন গৃহস্থ লোক, একটু একটু দয়াও আছে, তিনিই তৎকালে সেই নিরাশ্রয় বালককে আশ্রয় দিয়া ছিলেন তদবধি গুঞ্জন লাল অটল কৃষ্ণের আশ্রয়েই রহিয়াছে। অটল কৃষ্ণ ততটা বুদ্ধিমান লোক না হউক, লেখা পড়ার একটু একটু গৌরব করিতে জানিতেন গুঞ্জনকে দিব্য ফুট্‌ফুটে্ সুন্দর ছেলেটী দেখিয়া তিনি প্রথম বৎসরেই শুভ দিনে পাঠশালায় দেন। গুঞ্জন লাল দেখিতে ফুট্‌ফুটে; ছিল বটে্ কিন্তু মুর্ত্তি খানা বড়ই নীরস নীরস,—চক্ষু যদি সে রূপ পান করিতে যায়, এক বিন্দুও রস না দেখিয়া ঘৃণায় অন্য দিকে আকৃষ্ট হয় মুর্ত্তি খানা এক প্রকাণ্ড ভুঁড়ির জোরেই মোটা,—বুদ্ধিখানা বেজায় মোটা। পাঠশালায় গুঞ্জনের নাম হইয়া ছিল গোঁয়ার বালক;—মোটা বুদ্ধির সঙ্গে দুষ্ট বুদ্ধি মিশিলে অনেক

অনর্থ বাধান গুঞ্জন লালের ভাগ্যে পাঠশালা হইতেই অনর্থ বাধাইবার বিদ্যালাভ হইয়াছে

লেখা পড়া হইল না,—গোঁয়ার বালক উপাধি লাভ হইল! গুরু মহাশয়ের আসনে ছোট ছোট বেতকাঁটা পুঁতিয়া রাখিবার বিদ্যা জন্মিল। একদিন তামাকের বদলে গুরু মহাশয়কে লঙ্কা-সাজিয়া দিয়া পঁচিশ বেত খাইল! ছোট ছোট ছেলেদের কাপড়ের জলপানী মুড়ীমুড়্কী কাড়িয়া খাইতে শিখিল;—চোর হইল,. ছেলেদের কাগজ, কলম, ছুরী, দপ্তর ইত্যাদি সুযোগ পাইলেই চুরি করিতে আরম্ভ করিল। ভাল তামাক সাজিত বলিয়া গুরুমহাশয় তাহাকে একটু বেশী ভাল বাসিতেন। তামাক সাজিবার অনুরোধে গুঞ্জনলাল সর্দার প ' এক এক দিন রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড পর্য্যন্ত গুরুর সেবায় নিযুক্ত থাকিত। একদিন সন্ধ্যার পর গুরু মহাশয় সেই প্রিয় শিষ্যকে আপনার ঘরে বসাইয়া অন্য এক বাড়ীতে সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়িতে গিয়াছিলেন প্রিয়শিষ্য সেই অবকাশে গুরু-মহাশয়ের একজোড়া থান এবং কপদস্তার হুঁকাটী চক্ষুদান দেয়! তিন দিন পরে এক ময়রার দোকানে হুঁকাটী ধরা পড়ে! গুঞ্জনলাল চোর সাব্যস্ত হয়। গুরুমহাশয় তাহাকে থানায় দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, পাড়ায় পাঁচ জন ভদ্র লোকের উপরোধে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন

তদবধি গুঞ্জন লালের পাঠশালা পরিত্যাগ —তদবধি বাড়ির ভিতর আর পাড়ার ভিতর দৌরাত্ম্য আরম্ভ। বাড়ীর দৌরাত্ম্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী

ছোট ছোট চুরিত গুঞ্জন লালের নিত্যকর্ম্মের সামীল হইয়া

উঠিল। বড় বড় চুরিও সুবিধা মতে এড়াইয়া যায় না। কৌশলের চুরি অনেক প্রকার। জটিল কৃষ্ণের স্ত্রী, শরৎশশী জননী তখন বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার একটী [illegible] বিড়াল ছিল। গুঞ্জনলাল এক দিন বৈকালে সেই বিড়ালের গলায় গৃহিণীর এক ছড়া চন্দ্রহার পরাইয়া দেয়। বিড়াল চন্দ্রহার পরিয়া ভয়ে অথবা আহ্লাদে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী এক প্রাচীরে উঠিল, এ প্রাচীর হইতে ও প্রাচীর, সে প্রাচীর হইতে এ প্রাচীর, এইরূপ লাফালাফি করিয়া, অবশেষে একটী আঁবগাছে লাফাইয়া পড়িল। গলার কণ্টক হারছড়াটী ছাড়াইবার জন্য ডালে ডালে গলা ঘসিতে লাগিল। বিপদের উপর বিপদ!—একটী ভগ্ন শাখায় বিড়ালটীর গলা শুদ্ধ হার ছড়াটী আটকাইয়া গেল;—বিড়ালের পরিত্রাহি চীৎকার। নড়িবার শক্তি নাই। বিষম বিভ্রাট। গুঞ্জনলাল এতক্ষণ তফাতে থাকিয়া ঐ তামাসা দেখিতেছিল; কিম্বা ঐ প্রকারে কাষ্ঠবন্ধনে বিড়ালটী শীঘ্র শীঘ্র বাঁধা পড়ে, দূরে দূরে ওৎ করিয়া সেইরূপ আশা করিতেছিল,—সেই আশায় আশ্বস্ত থাকিয়া মুহুর্মুহু শুভ অবসর আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল, সে কথা গুঞ্জনলাল জানিত। বিড়াল যখন বাঁধা পড়িল, সেয়ান গুঞ্জনলাল কোমরে এক গামছা বাঁধিয়া, হাসিতে হাসিতে গাছে উঠিয়া বিড়ালকে ধরিল, বিড়াল দুই তিন বার মেও মেও করিয়া আঁচড়াইতে আসিল। গুঞ্জনলাল সে ভয় রাখিল না, দুই তিন আঁচড় খাইয়াও তাড়াতাড়ি হারছড়াটী বিড়ালের গলা হইতে খুলিয়া ফেলিল। বিড়াল তখন এক লাফে ধরণী প্রাপ্ত হইয়া যেন মনস্তাপে মেও মেও করিতে করিতে গৃহিণীর কাছে

ছুটিল বন্ধন মুক্তির জন্য মেও মেও ববে গুঞ্জন লালকে আশীর্ব্বাদ করিল কি না, বিড়াল তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গেল না

বিড়াল পলাইল গুঞ্জনলাল মনোরথ সিদ্ধির উল্লাসে কাপড়ের ভিতর হার লুকাইয়া বৃক্ষ হইতে নামিল একটু পরেই হার অবশ্যই স্বর্ণকারের দোকানে গেল, ততদূর ফৌজদারি কথাটী বলা এস্থলে প্রয়োজন হইতেছে না গুঞ্জনলাল গৃহমধ্যে গৃহিণীর কাছে নাকে খৎ দিল,—কাণমলা খাইল,—অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল, "এমন কর্ম্ম আর হবে না —বিড়াল বেটী ভারি দুষ্ট . সোণার হার হারাবে, অমন বিড়াল আমি পাস পেড়ে কাটী "

গৃহিণীর চক্ষে জল আসিল। হারের শোক যেন ডুবিয়া গিয়া বিড়ালের শোক উথলিল বিড়ালের শোকে তিনি ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া কাঁদিলেন বিড়াল মরে নাই,—গুঞ্জন তাহাকে কাটে নাই —কাটিবে বলিতেছে,—কাটিতে পারে,—তবেই বিড়াল মরিবে, সেই শোকে আগে আগে অটল কৃষ্ণের পত্নী কাঁদিলেন সে কালের মেয়ে, মায়াটী কিছু বেশী ছিল এখনকার ব্রাহ্মিকারা ততদূর মায়াদয়ার বড় একটা ধার ধারেন না ; রাজা রামমোহন রায়ের "তুমি কার কে তোমার" গীত শুনিয়া তাঁহারা মুখে মুখে জগৎ সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন ! অটল কৃষ্ণ সিংহের স্ত্রীর বিড়াল তৎদল উচ্চ ব্যাপারের সঙ্গে তুলনায় অতি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ

অটল কৃষ্ণের স্ত্রী তখনও পর্য্যন্ত বিড়াল দেখিতে পান নাই। বিড়াল একদিন বৃক্ষ হইতে নামিয়া ঘরের দিকে আসিতেছিল,

পথে গুঞ্জনলাল তাহাকে ধরিয়া অনেক তক্তাতে বাঁধিয়া বাধিয়া আসিয়াছে গৃহিণীর শোক দেখিয়া হাস্য করিয়া, গুঞ্জনলাল কহিল, "তোমার বিড়াল মরে নাই।" এই টুকু বলিয়াই, করতালি দিয়া গুঞ্জন বাহাদুরের উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন।

ইহা ত গুঞ্জন লালের বাল্য কালের জীবনী -যৌবনপ্রান্তে গুঞ্জন লাল কত যে ভয়ানক ভয়ানক ঘৃণাকর নাট্য-অঙ্কের অভিনয় করিয়াছে, একে একে সংখ্যা ধরিয়া,—নাম ধরিয়া তাহার পরিচয় দিতে গেলে লোকটার কিছুমাত্র পদার্থ রাখা হয় না সেই কারণে যেমন গুঞ্জন লাল, যেমন..গুঞ্জন লালের উপস্থিত কার্য্য তাহাই ঠিক ঠিক বুঝাইয়া দেওয়া হইল

গুঞ্জন লাল একজন নিরাশ্রয় গরিব ভিকারী বালক বীর-ভূমে অটল কৃষ্ণ সিংহের আশ্রিত ও পালিত আঠারআনার মূর্খ! উপাধিতে গেঁয়ার! ব্যবসায়ে চোর! মহাজনীতে গুপ্ত ডাকাত! সতীর সতীত্ব নাশে বিলক্ষণ ধড়ীবাজ! জুয়াচুরী বুদ্ধিতে দশ ক্রোশের মধ্যে অদ্বিতীয়! প্রেমের পিপাসা রাখে,—শুষ্ক কণ্ঠ হইয়া প্রেমামৃত চায় না! প্রেম যেন বর্ষাকালের ছোট বড় নদীর ঘোলা কাদা জল,এইটী স্থির করিয়াই গুঞ্জন লাল প্রেম চায়!—এইটী স্থির জানিয়াই গুঞ্জন লাল প্রেমের পিপাসী

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অটলকৃষ্ণের বাটীতে এক চাকরাণী আছে, তাহার নাম পদী —সেই পদীর উপর গুঞ্জন লালের গাঢ়তর প্রেমানুরাগ!—জাতির পরিচয়ে বলা হইয়াছে, পদী একজন বাগ্দীর মেয়ে গুঞ্জন নিরাশ্রয় হইলেও,—অপরিচিত হইলেও—গণ্ডমূর্খ হইলেও জাতি ভাল আজিকার বাজারে জাত ভাল হক্ না হক্, সরবরাদির দফাটা বড় একটা আটকায়

স ! ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ধুয়া ধরিতে পারিলেই জাতির গৌরব কমিল। যথা জাতি কে কিরূপ, ছোট বড়, নব্য দলে এখন প্রায় কেহই সে কথা জিজ্ঞাসা করেন না। এক সঙ্গে একাসনে বসিলেই বুঝা হয়, জাতি নাই। গুঞ্জনলাল ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের জোগাড়ে আছে। সেই জ্ঞান লাভ হইলেই পদ্মী বাগ্দিনী তাহাকে বেশী ভাল বাসিবে। গুঞ্জনের গুঞ্জনে পদ্মীর নাম পদ্মমুখী।—শরতের পূর্ণিমা-রজনীতে গুঞ্জন যখন শরতের আকাশে শরৎশশী দর্শন করে, তখন আপনা আপনি দুই একবার বলিয়া ছিল, পদ্মমুখীর নাম শরৎশশী। মনের বাসনা, আশার ছলনা,—হৃদয়ের বেদনা, কাহার কেমন হয়, সকলে তাহা সমান সমান বুঝিতে পারে না। গুঞ্জনলালের মনের বাসনা, শরৎশশীকে বিবাহ করা।—আশার ছলনে কেবল সেই বাসনার পথেই ঘুরিয়া বেড়ায়।—হৃদয়ের বেদনা আছে কি নাই, অন্যে বলিতে পারে না। গুঞ্জনলাল মুখে বলে, শরৎশশীর সঙ্গে বিবাহ হইবে না,—কেন যে ঐ রকম আসর গরম করিতে চায়,—শরৎশশীর সঙ্গে যাহার এক প্রকার চাকর-মনিব সম্পর্ক, সে ব্যক্তি অত গর্ব্ব কেন দেখায় বুঝিতে পারা যায় না। শরৎশশীর মনের ভাব শরৎশশীর মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে। শরৎশশী গুঞ্জনলালকে ঘৃণা করেন। গুঞ্জন লাল শরৎশশীর জন্য বাহিরে আস্ফালন করে, মুখে বলে বিবাহ করিব না! লোকটা বদ্মাস! বামাল ধরিতে না পারিলে চোরকে বিচারে আনয়ন করা আইনসঙ্গত হইবে না। অতএব এই স্থলেই এই পর্য্যন্ত পরিচয়ে গুঞ্জনলালকে আপন চরিত্রের জামীনে খালাস রাখা গেল।

ষষ্ঠ উল্লাস।

আঁধার-মাণিক।

"ঢেউ দিওনা কেউ এ জলে,কালমাণিক জলে জ্বালে
যমুনায় কালো মাণিক ভেসে যায়।"

হরুঠাকুর

আঁধার মাণিক নূতন নাম নয়,—নূতন জিনিষ নয়, নূতন কাণ্ড কারখানা নয়,—কিছুই গোলমাল নাই। বঙ্গদেশের এক একটী জেলায় অনুসন্ধান লইলে দুই এক খানি তালুকের নামে অথবা গ্রামের নামে আঁধার মাণিক পাওয়া যায়। জহরীদের জবানবন্দী লইলে কালো মাণিক অথবা আঁধার মাণিক বুঝিয়া লওয়া যায়। মণিমাণিকের নামের ভিতর নীলকান্তমণি, চন্দ্রকান্তমণি, সূর্য্যকান্তমণি পদ্মকান্ত অথবা পদ্মরাগমণি, অয়স্কান্তমণি এবং কৃষ্ণকান্তমণি, ইত্যাদির রেজিষ্টারী আছে, কালো মাণিক পাওয়া যায় কি না যায়, জহরীরা তাহা খুঁজিবেন।

আমরা গুটীকতক কালোমাণিকের গল্প জানি। রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা শ্রীমতী যশোদার নীলমণিকে কালো মাণিক বলিয়া আদর করিতেন;—এই অনুমানেই আমরা স্থির করিলাম, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার আঁধার হৃদয়ের আঁধার মাণিক ছিলেন। বেশ কথা। এ দেশের ললনাকুলের মধ্যে যাঁহাদের

কিছু বেশী বয়সে সন্তান হন, তাঁহাদের গর্ভে কালো ছেলে জন্মিলে কালো মাণিক বলিয়া আদর করিবার পদ্ধতি আছে। সেই সকল কালো মাণিকের প্রমোদিনী জননীদের আঁধার ঘরের আঁধার মাণিক। নবীন বয়সে কালো ছেলে প্রসব করিলেও ছেলেটী হয় আঁধার ঘরের আঁধার মাণিক। এই রকম কালো মাণিকগুলির আরো একটী আদুরে নাম ভুতো। ভুতোরা আঁধার মাণিকের দলের ফর্দ্দ ছাড়া নয়।

রাজেশ্বরী রাইকিশোরী গোকুলের কালাচাঁদের কালো-মাণিক নাম দিয়া, মাঝে মাঝে কালো সোনা বলিয়া আমোদ করিতেন। সোনা যদি কালো হইতে পারে, তবে মাণিক কেন কালো হইতে পারিবে না? রাধিকাকে সে প্রশ্ন কাহারো জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে রাধিকার প্রেমময় হৃদয়রাজ্য অন্ধকার হইয়া থাকিত, কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়ে সেই অন্ধকার ঘুচিয়া দশ দিশ আলো হইত ;—এ নজীরে কৃষ্ণ অবশ্যই রাধিকার পক্ষে আঁধার হৃদয়ের আঁধার মাণিক। প্রেমেশ্বরী রাধা শুধু কেবল সেই প্রেমরাজকে মাণিক বলিয়াই তুষ্ট ছিলেন না, সোণা বলিয়াও তুষ্ট ছিলেন না, হাসিয়া হাসিয়া মাঝে মাঝে চাঁদ বলিয়া ডাকিতেন; কাঁদিবার সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া চাঁদ বলিয়া কাঁদিতেন। রাধার কাছে রাধানাথের অনেক নাম। "চাঁদ" নামের দুটী পরিচয়—ননীচোরা কালাচাঁদ আর কালো শশী।—অতএব ভাবে অনুমান হয় রাধিকার কাছে শশীর চেয়ে মাণিকের আদর কিছু বেশী ছিল। নন্দরাণী যশোদাও সেই কালো মাণিকের অত্যন্ত আদর করিতেন। যশোদা ছিলেন

গোয়ালারাজ্যের গোয়ালারাজার রাজমহিষী, তাহাতে আবার রাজকুমার বলরাজ তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেন, এত মান যাঁহার, তিনি কখনো চলিত কথায় যাদুমণিকে আদর করিতে পারেন না,—সাধুভাষা দরকার করে এই কারণে যশোদা তাঁহার যাদুমণিকে নীলমণি বলিতেন, নীলকান্ত মণি বলিতেন,—নীলরতন বলিতেন, রাধিকার মত কালো মাণিক বলিতেন না। আমরা সব কথাই বলিতে জানি, কিন্তু সব কথা এখন বলিব না এখন কেবল আঁধার মাণিক বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আঁধার মাণিক বলিব পূর্ণিমার চাঁদকে আঁধার মাণিক বলিয়াছি রাধিকার কৃষ্ণচন্দ্রকে আঁধার মাণিক বলিয়াছি,—জননীদের কালো কালো ছেলে গুলিকে আঁধার মাণিক বলিয়াছি, এখন আর বলিতে বাকি আছে কি? বাকি আছে একটুখানি প্রেমের কথা,—একটু একটু লজ্জার কথা।—রসিকবর পাঠকঠাকুরেরা আর সুরসিকা পাঠিকা-ঠাকুরাণীরা এই অংশটী একটু চুপি চুপি পাঠ করিবেন, এই আমার অনুরোধ

অনেকের ঘরেই এক আবটী আঁধার মাণিক আছে যাঁহার আছে ঘুটঘুটে আঁধার তিনি মনে মনে ধ্যান করুন, তাঁহার ঘরে কালো পাথরের মতন মূর্ত্তিমতী প্রাণের প্রণয়িনী বিরাজ করিতেছেন: কোমলাঙ্গী যুবতী যাঁহার কালো মাণিক আছে, যিনি প্রাণের সঙ্গে কালো মাণিককে ভালবাসা দান করিয়াছেন, ঈষৎ হাসিয়া তিনি অবশ্যই বুঝিবেন, তাঁহার প্রাণবঁধুও তাঁহার আঁধার ঘরের আঁধার মাণিক এসকল মাণিক অন্ধকারে জ্বলে, সাপের মাথায় মাণিক জ্বলিবার যে গল্প আছে, সে মাণিকও অন্ধকারে জ্বলে রাত্রিকালে পর্ব্বতের গায়ে

যে মাণিক জ্বলে, তাহাও অন্ধকারে জ্বলে যাহার যাহারা অন্ধকারে জ্বলে, তাহারা সকলেই আঁধার দেশের আঁধার মাণিক।

এ সকল কথা হয় ত কেহই বুঝিলেন না আর কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এখানে আঁধার-মাণিক, ওখানে আঁধার মাণিক, সেখানে আঁধার-মাণিক, ত্রস্থে আঁধার মাণিক,—এসকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার হেতু কি? হেতু আছে বিলক্ষণ —বীরভূমে একজন প্রায় পাগল হইয়া আঁধার মাণিক অন্বেষণ করিতেছে লোকটীর পরিচয় দিবার প্রয়োজন অল্প একটু আগেই সে লোকের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে,—একটু পরেই কতক কতক ভাঙ্গিয়া পড়িবে লোকটী বড় অভাগা জন্মিয়াছে পৃথিবীতে, ছোট হইতে বড় হইয়াছে পৃথিবীতে, আহারবিহারে সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়াছে পৃথিবীতে, জন্মাবধি সমস্ত জীবের উপকারের মূলাধার এই পৃথিবীর যে পৃথিবীর নিকটে পৃথিবীর লোকেরা সর্ব্ব-প্রকার উপকার লাভ করে,—যে পৃথিবীর এত গুণ সে পৃথিবীতে অসুখী হওয়া ভাল কি মন্দ, পৃথিবীর লোকেই তাহার বিবেচনা করিতেছেন আপনাদের অভিনয়ের বিচার কর্ত্তা আপনারা;—ইহা ভিন্ন পৃথিবীতে আর অন্য পরীক্ষক অথবা অন্য বিচারক নাই বীরভূমের যে লোকটী আঁধার মাণিক অন্বেষণ করিতে করিতে পাগল হইয়া যাইতেছে, এত বড় গুণবতী দয়াবতী পৃথিবী সেই অভাগা লোকটীর চক্ষে সমস্তই অন্ধকার,—ঘোর নীবিড় নীবিড়—ভীষণ অন্ধকার! বেলা দুই প্রহরের সূর্য্যের সম্মুখও এত বড় সমুজ্জ্বলা

পৃথিবী তাহার চক্ষে সমস্তই অন্ধকার। সে একটী আঁধার মাণিক চায়!—চায়, কিন্তু পায় কোথা?

এটী বড় বিষম সমস্যা—পৃথিবীমধ্য খুঁজিয়া, একজনের আঁধার মাণিক কোথায় পাওয়া যাইবে? যাইতে পারে;—কিন্তু যেখানে জ্বলিবে, সেস্থানটীকে মার্জ্জনা করিবার লোক চাই আঁধার মাণিক অন্বেষণে যে লোকটী পাগল, সে লোকটীর জ্ঞান কম! লোকটী কিন্তু একপ্রকার সুরসিক সুপণ্ডিত সেব্যক্তি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে বহু অনুসন্ধান করিয়া রাঢ় দেশের বীরভূম জেলার মধ্যে একটী আঁধার মাণিক বাছিয়া বাহির করিয়াছে!—লক্ষ্য মাণিক;—অটলকৃষ্ণ সিংহের কন্যা শরৎশশী

পাঠক মহাশয় হয় ত এখন বুঝিতে পারিলেন, এপুস্তকে আঁধার মাণিকের আড়ম্বর এত কেন?—একটী আঁধার মাণিক বিহনে কোন অভাগার হৃদয় অন্ধকার, ঘর সংসার অন্ধকার, কোন অভাগার পক্ষে জগতের দশদিক অন্ধকার;—কেবল এইটুকুমাত্র প্রকাশ হইতে বাকি অভাগার ছবি আপনারা দর্শন করিয়াছেন, আবার শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন যে লোকটী আঁধার মাণিক অন্বেষণ করে, সে লোকটী নিজেও একরকম চমৎকার আঁধার মাণিক

সপ্তম উল্লাস।

এ কামিনী কোথাকার ?

"ময়ূর, চকোর, শুক, চাতকে না পায়।
হায় বিধি। পাকা আঁব দাঁড় কাকে খায়।"

ভারত চন্দ্র

ময়ূরাক্ষী নদীর পশ্চিমতীর দিয়া একটী কামিনী আলুথালু বেশে ছুটিয়া যাইতেছে, সন্ধ্যাও হয় নাই, বেলাও বড় বেশী নাই; কামিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে না,—থাকিয়া থাকিয়া, থামিয়া থামিয়া, আস্তে আস্তে ছুটিতেছে অষ্টাদশ পা যাইতেছে, অমনি যেন চমকিয়া চমকিয়া,—থমকিয়া থমকিয়া, পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে! প্রাণে যেন ভয় আছে এ কামিনী কোথাকার?—এ কামিনী যায় কোথায়? এলোকেশী, অশ্রুমুখী,—যেন উন্মাদিনী, আঁচল খানি পশ্চাদ্দিকে ধূলায় লুটাইতেছে,—মুখখানি রাঙ্গা হইয়াছে। এ কামিনী কোথাকার?

কামিনী কোথাকার, কামিনীই তাহা বুঝিবে —কামিনী ছুটিতেছে ছুটিতে ছুটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন খানিক দূরে দুটী প্রাচীন শিবমন্দির ছিল, তাহার একটী মন্দিরের ছায়াতে কামিনী বসিলেন

একাকিনী বসিলেই স্ত্রীজাতির নানা ভাবনা আসিয়া

উপস্থিত হয় —পুরুষেরও হয়, কিন্তু নারীর ভাগেই বেশী ভাবনার সময় কেহ নিকটে না থাকিলেও একা একা কথা কহা প্রসিদ্ধ আছে মন্দিরতলবাসিনী কামিনী বহুক্ষণের বিশ্রাম করিতে বসিয়াছে —কথা কহিয়াছে, আপনার মনে কথা কহা, কিম্বা আর কেহ নিকটে ছিল, তাহার সঙ্গে গল্পকরা সে বিষয়ের এজেহার লওয়া নিরর্থক কেননা, এটা একপ্রকার আম্রচুরির মামলা হারানন্দ স্বর্ণকার গাছে উঠিয়া আম্ চুরি করিয়াছে কিম্বা তলা হইতে ঢিল মারিয়া পাড়িয়াছে, চুরি মামলায় ঐ রূপ সওয়ালে কোন উপকার হয় না, এখানেও তাহাই কামিনী কথা কহিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট কথার ভাবে একটু একটু আভাস পাওয়া যাইতেছে, এ কামিনীও আশাকরে এক আঁধার মাণিক

চমৎকার তামাসা ।—কালে কালে প্রণয়ে এমন দুর্গতি হইল, যে যাহাকে ভালবাসে, সেই ভালবাসা বস্তু তাহাকে ভালবাসেনা! একপ্রাণে প্রণয়শৃঙ্খলা —দুই প্রাণ মিলাইয়া, এক করিতে হয় প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া প্রেমহার গলায় পরিতে হয় প্রণয় বস্তু তামাসার বস্তু নহে এখানে আবার একি দেখি? কামিনী এ কলঙ্ক ভাল বাসিয়াছে কামিনীর ভালবাসাবস্তু কামিনীকে ভাল বাসে না —কামিনীর আরাধনার বস্তু কামিনীকে ঘৃণা করে —কামিনী মনস্তাপে পুড়িতেছে। প্রণয়ের একি ভাব বিপরীত প্রণয়-বিচ্ছেদ এক হৃদয়ে বাস করে এই তর্ক মনে আনিয়া, একজন তর্কবাগীশ কবি একটী গীত বাঁধিয়াছিলেন। সেই গীতের দুটী চরণ এইস্থলে অনেকের কর্ণেই ভাল লাগিবে —

"পিরিতি বিচ্ছেদ যদি বিরোধী হয় পরস্পরে
কেমনে উভয়ে তবে, একাধারে বাসকরে?"

কথা বড় ভয়ানক। একাধারে একসময়ে বাস করে এমন দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নয়, যেখানে একের অনুরাগ অপরের বিরাগ সেখানে বিশুদ্ধপ্রেমের ঐ রূপ দুর্গতি হয়।—

"আমি যারে ভাল বাসি সে আমায় ভাল বাসে না।—"

এই গীত গাইয়া ঐ রূপ কাঁচা প্রেমের নায়ক অথবা নায়িকাকে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে হয়।—এ কামিনীও হয় তো সেইরূপ কাহারো উপর অনুরাগিণী হইয়া অপবিত্র প্রাণ দিয়াছে সেই দুঃখেই বিষাদিনী, সেই খেদেই বিরহিণী,—সেই শোকেই উন্মাদিনী। উন্মাদিনী বাঞ্ছা করে একটী আঁধার মাণিক! ইহার বাঞ্ছাকরা আঁধার মাণিকটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার হইয়া যেন রাহুর আকারে কামিনীর মুখচন্দ্র ঢাকিয়া ফেলে, ভাল বাসা একটু একটু ভাসে, কিন্তু তলায় না। অপাত্রে প্রাণ দিয়াই কামিনীর এদুর্গতি

কিন্তু কেন?—কামিনী যাহাকে প্রাণ দিয়াছে, সে কেন কামিনীকে প্রাণ দিতে পারে না?—তাহার প্রাণ কি আর কোথাও কারু কাছে বাঁধা আছে? এ প্রশ্নকে করিবে?

এ প্রশ্নের উত্তরই বা কে দিবে? কামিনী দিতে পারে, মন্দির তলায় বসিয়া কামিনী তাহা দিয়াছিল—কামিনী বলিয়াছে, কামিনী শুনিয়াছে,—সে যাহাকে আঁধার মাণিক করিতে প্রাণপণ যত্নে আকিঞ্চন পায়,—প্রভাতে সূর্য্যদর্শনের মত নিত্য দর্শনের আশা করে, সেই আঁধার মাণিকের না কি বিয়ে হবে,, উড়ে ভাষায় সেই বিয়ের সংবাদ আনই

কামিনী ছুটাছুটি পাকা খপর লইতে যাইতেছে কামিনীর এক সতীন আছে যাহার বিবাহ হয় নাই সেই তাহার সতীন্। কামিনী ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিয়াছে মনের মানুষের সঙ্গেই তাহার মনের মত বিবাহ হইবে সতীন আছে, এ কথা কামিনী জানে না সতীন আছে পদ্মী বাগ্দিনী।

কামিনী কোথাকার, তাহা এখন স্থির হইল। যে ব্যক্তি কামিনীকে পাগলিনী করিয়াছে, সে ব্যক্তির পরিচয়টী স্থির হইল দশ জনের চক্ষে, লোকটীই কামিনীর ক্ষতিপূরণের আসামী এটীও স্থির হইল।

এই পদ্মিনীর নাম শ্রবণ করিবাই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, উন্মাদিনী কামিনীর কল্পনা করা আঁধার মাণিক কোনটী। কামিনীর অন্ধকার বুকের ভিতর ঐ ব্যক্তি আঁধার মাণিক হইতে পারিত কিম্বা পারিত না, তাহার মীমাংসা করিবার ভার কামিনীর উপরেই থাকিল কিন্তু লোকটী ধরা পড়িয়া গিয়াছে।—অটল কৃষ্ণের অন্দর মহলে যে দিন শরৎশশীর সভা হয়, এ সভায় অপরাজিতা সুন্দরী—একটু একটু পরাজিতা হন, সেই সভার দিন হইতে গণনা করিলে পাঁচদিন কম তিন মাস হয় কামিনী যে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে যমুনাক্ষীর তীর দিয়া পাগলিনী বেশে চলিয়া যাইতেছে পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাস্তার ধারে মন্দির তলায় বসিয়াছে, সে দিনটী সেই ঘটনার দিনটী ঐ রমণীসভার দিন হইতে পাঁচ দিন কম তিন মাস পরে এখন আর তাহাকে হুজুরে হাজির করিয়া কাজ নাই এপ্রকার সুন্দর সুন্দর মোকদ্দমাগুলি কিছুদিন কিম্বা কিছু বেশীদিন মুলতুবি রাখাই ভাল হাজতের মজা আছে.

কামিনী যে লোকটীকে আঁধার মাণিক ভাবে, সে লোকটী এখন হাজতেই থাকুক, কামিনীর নিজের কথা এই সময় একটু খুলিয়া রাখা ভাল।

কামিনী সুন্দরী, কামিনী লেখা পড়া জানে,—কামিনী ঘরসংসারের কাজকর্ম্ম সব জানে,—কামিনী শান্ত; কামিনীর আঁধার মাণিক কামিনীকে চঞ্চলা করিয়া তুলিয়াছে; কামিনীর বুদ্ধিবিবেচনা বেশ আছে, কামিনীর বয়স্ অল্প; পঞ্চদশের সীমার ভিতর, কামিনী ধর্ম্মশীলা, কামিনীর হৃদয়ে দয়াদেবী বাস করেন, কামিনীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সুপারিস, কামিনী প্রেম জানে। প্রেমের চক্ষে আঁধার মাণিক দেখিয়া কামিনীর প্রাণ ভুলিয়াছে, প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছে বলিয়াই কামিনীর বুকের ভিতর আঁধার মাণিক প্রবেশ করিয়াছে। আঁধার মাণিক এদিনে আঁটাআঁটি কামিনীর বুক ছিঁড়িয়া বাহির হইবার জন্য ছটাপাটী করিতেছে।

আঁধার মাণিক কালো।—কামিনীর আঁধার মাণিকটীও কালো। কালো দেখিয়াই কামিনীর প্রাণ উড়িয়া গেল। কামিনী গৌরাঙ্গী। কামিনী বিদ্যাবতী। কামিনী কেন কালো মাণিক ভাল বাসিল? কালো মাণিক কেন কামিনীকে ভাল বাসিল না? এ দুই কথার উত্তর তাহারাই দুজনে দিবে। বোধ হয় কামিনী কিছু কিছু দিবে।

কামিনীর নাম কামিনী নয়। স্ত্রীজাতি যৌবন প্রাপ্ত হইলে সাধারণতঃ সকলকেই কামিনী বলা যায়,তীরভূমের মধুরাক্ষী নদী। তীরে অচেনা নূতন যুবতী দর্শনকরিয়াই কামিনী বলা হইয়াছে। কামিনীর নাম কামিনী নয়,—কামিনীর নাম সৌদামিনী।

মিলিলে মিলিত ভাল —কামিনী সৌদামিনী,—কামিনীর আঁধার মাণিক কালোমেঘর এ মিলনটী বড় চমৎকার হইত লোকের কথায় বলে মেঘের কোলে বিদ্যুল্লতা বীরভূমের সৌদামিনী আঁধার মেঘকে আঁধার মাণিক বলিয়া ভাল বাসিয়াছে,—আঁধার মাণিক তাহাকে ভাল বাসে না যদি বাসিত তাহা হইলে এক প্রকারে রাধা কৃষ্ণের যুগল-মিলন হইয়া যাইত। মাণিকের দোষে তাহা হইল না আরো এক বাধা আছে কালোমেঘ সৌদামিনীকে ভাল বাসে না সত্য কথা, ভাল না বাসিবার আর একটী প্রবল কারণ আছে, আগে আগে একটু একটু ভালবাসা ছিল, নূতন বেলাই চটিয়া গিয়াছে সৌদামিনী একদিন আঁধার মাণিককে একখানি প্রেমপূর্ণ পত্রিকা প্রেরণ করে, সেই প্রেম পত্রিকায় দস্তখৎ ছিল শ্রীমতি সৌদামিনী দাসী তদবধিই সৌদামিনীর উপর কালোমেঘের বিজাতীয় ঘৃণা!—অপরাধটীও বড় কিছু সামান্য নয়! কামিনীর কালোমাণিক দেবেশর ভাবগতিক দেখিয়া দিন কতক হইল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবছে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে বর্ণ বিচার করিতে হয় না শূদ্রের কন্যা অথবা শূদ্রের পত্নীকে দাসী বলিতে হয় না। সৌদামিনী এই আইন অমান্য করিয়াছে;—আপনাকে দাসী বলিয়া পত্রে সহি দিয়াছে; এত অপরাধ, সৌদামিনীর সভাতার ছায়ায় এত অসভ্যতা সাধে কি তাহার আঁধার মাণিকের এত রাগ? কামিনী কিছুতেই আঁধার মাণিকের রাগ ভঞ্জন করিতে পারিতেছে না কাজেই পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে

অষ্টম উল্লাস।

পিতা ও পুত্রী

“জয়াখিলজ্ঞানময় জয় স্থূলময়াব্যয়
জয়ানন্ত জয়াব্যক্ত জয় ব্যক্তময় প্রভো
পরাপরাত্মন্ বিশ্বাত্মন্ জয় যজ্ঞপতেঽনঘ
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বমোঙ্কারস্ত্বমগ্নয়ঃ
ত্বং বেদাস্ত্বং তদঙ্গানি ত্বং যজ্ঞপুরুষো হরে
সূর্য্যাদয়ো গ্রহাস্তারা নক্ষত্রাণ্যখিলং জগৎ
মূর্ত্তামূর্ত্তমদৃশ্যঞ্চ কঠিনং পুরুষোত্তম
যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বর
তৎসর্ব্বং ত্বং নমস্তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ।

বিষ্ণুপুরাণ

অটলকৃষ্ণ শিং শরৎশশীর পিতা। জন্মদাতা পিতা কিনা বংশাবলীর পরিচয় না লইলে তাহা বাহির হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অটলকৃষ্ণ খুব টাকার মানুষ টাকাও চেনে ভাল। জহরকৃষ্ণ তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া তুলিয়াছে। দুটীভাই ইদানি একপ্রাণ একজীউ, ঠিক যেন মাণিকযোড়। যখন নিত্য জ্ঞানের আবির্ভাব হয় নাই, তখন ছিল দায়ে কাটা কুমড়া, যেমন জহরকৃষ্ণ দা হইয়া অটলকৃষ্ণকে কুমড়া বানাইয়াছিল। এখনকার ভাবে কিসে কিসে মিলন, ইহারা দুইভাই যদি

হিন্দুরা তেত্রিশকোটি দেবতার হিংসা না করিত, তাহা হইলে এই নবীন ভাবকে বশ করিত হরিহরাত্মা। কিন্তু এখন তাহা বলা হইবে না। হরিহরের উপর অজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীদের ভারি কোপ, ভারি ঘৃণা। এখন তবে বলিতে হইবে কি? অটলে আর জহরে আগে আগে জীবদৃষ্টান্তে ইন্দুর বিড়ালের ভাব ছিল এখন হইয়াছে দুটী শিং ভাঙ্গা এঁড়ে গরু, পরস্পরে গা চাটা-চাটী করে। বলা বাহুল্য, দুজনেই নূতন ব্রহ্মজ্ঞানী। উল্লাসের শিরোভাগে বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ের যে শ্লোকটী চরণ উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইল, অটলকৃষ্ণ সে সবকথার ধার ধারেন না জহরকৃষ্ণও না। এখনকার অদ্বৈতবাদিদলে শতকরা একটী সাধু সে ধার ধারে, একথাটী বলিবার পূর্ব্বেও বিগুণ সতর্কতা ও বিস্তর বিবেচনা আবশ্যক করে।

অটলকৃষ্ণ মূর্খ? নিতান্ত মূর্খ নয়। অল্প অল্প মোটামুটী কতক কতক কাণ্ডজ্ঞান আছে। জহরকৃষ্ণ যেমন গোঁভরে চলেন, অটলকৃষ্ণ তত নয়। তত নয়, কিন্তু আছে। ভ্রাতৃমুখে পরিচয় হইয়াছে, বৃদ্ধ বয়সে, টাকার খাতিরে, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মমতে, বড়দাদা এখন নবীন ধরণের নবীন ব্রাহ্ম। সুতরাং ইঁহার কাছে নবীন মতের বিপরীত একটী কথা তুলিলেই ফোঁস করিয়া উঠেন। আপনার মতের, আপনার বিশ্বাসের তিলমাত্র স্থিরতা নাই। পরের মতের, অপরের বিশ্বাসের খণ্ডন করিতে কোমর বাঁধেন, সামিয়ানার নিচে অথবা আটচালার কাটগড়ার ভিতর অর্দ্ধক্রোশী গলাবাজিতে বাহবা লইবার চেষ্টা পান। পূর্ব্বে অভ্যাস ছিল তেজারতী মহাজনী, তাহা ছাড়া চাষবাস,—তাহাছাড়া খাতালেখা,—এসকল কাজে

অনেক রকমের অনেক লোকের সঙ্গে কারকারবার চালাইতে হয়, মুখখানা খুব ফে টে—হাত খানাও মাঝে মাঝে খুব চলে, অস্থির হইয়া মানুষ কাঁদায়, যখন চলে তখন,—একান্ত জরুরী দরকার পড়িলে মানুষ বিশেষের দিকে পাদুখানা চালানও আবশ্যক হইয়া উঠে অটলাক্ষের সমস্তই আবশ্যক হইয়াছিল, এখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী বহুকষ্টে ঐসকল সাবেক অভ্যাস একটু একটু করিয়া চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতেছে পারেন—পারেন—পারেন না—আজি পর্য্যন্ত একএক সময় মুখ ছুটাইয়া ফেলেন,—হাত ছুটাইয়া ফেলেন,—পাও ছুটাইয় ফেলেন,—শেষে আবার রাগ চণ্ডাল থামিয়া গেলে লজ্জাসহে অনুতাপ করা হয় রাগের জন্য ব্রাহ্মনামে ঘাড় নাড়িয়া তিনবার প্রার্থনা পাঠ করিয়া শুদ্ধ হন

এমন প্রকৃতির অটলকৃষ্ণ,—এই অটলকৃষ্ণই সুকুমারি শরৎশশীর পিতা এমন পিতার সম্মুখে আজ বেলা এক প্রহর থাকিতে কি জানি কি মনে করিয়, শরৎশশী উপস্থিত পিতার ব্রহ্মজ্ঞানে মতি হইয়া অবধি কন্যার সহিত দেখা সাক্ষাৎটা কিছু কম হইয়া পড়িয়াছে অকস্মাৎ কেন শরৎশশী পিতৃসমীপে উপস্থিত,—কথোপকথন শ্রবণ করিলেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

অটলকৃষ্ণ সিংহ একখানী খাটের উপর বসিয়া আছেন নিচে একখানী জল চৌকির উপর পা ঝুলাইয়া শরৎশশী পদ্মমুখখানি উচু করিয়া সুশীলা শরৎশশী পিতার সহিত কথা কহিতেছেন, পিতার মূর্ত্তি তখন কিছু ঠাণ্ডা। ধর্ম্মের কথা কহিতে কহিতে শরৎশশীর বিবাহের কথা আসিয়া পড়িয়াছে পিতা

এক জনকে গোপনে গোপনে মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন শরৎশশী তাহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন বঙ্গ গৃহের কুলকন্যা, হিন্দু অন্তঃপুরের লজ্জাপালিতা কুলকন্যা, পিতার সম্মুখে বিবাহের কথায় অবশ্যই লজ্জা পান শরৎশশী বারবার লজ্জায় মাথা হেট করিলেন বারবার শশীমুখখানি আরক্ত রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল —নতবদনে পদ্মনয়নে দুই তিনবার বিন্দু বিন্দু অশ্রুপাত হইল, কেন যে অশ্রুপাত, শরৎশশীই তাহা বুঝিলেন আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বিরসবদনে সলজ্জ নয়নে শরৎশশী আর একবার পিতার মুখপানে চাহিলেন অটলকৃষ্ণ কন্যার মনোভাবটী বুঝিতে না পারিয়া অবশেষে আপনার মনের কথাটি খুলিয়া ফেলিলেন শরৎশশী এইবার আর নেত্রজল গোপন করিতে পারিলেন না। পিতার চক্ষের উপরেই কাঁদিয়া ফেলিলেন দুটী চক্ষু দিয়া টস টস্ করিয়া জল পড়িল; মুখে একটীও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না অনবরত অশ্রুবর্ষণ ও অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে লজ্জাশীলা পুনর্ব্বার বিধুমুখখানি অবনত করিলেন দুঃখ আসিয়াছে—বিষাদ আসিয়াছে, মনস্তাপ জাগিয়াছে,—অধিকক্ষণ আর পিতার নিকটে বসিতে পারিলেন না,—উঠিয়া দাঁড়াইলেন; গৃহ হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন দুইচারি পদ অগ্রসর হইয়াছেন অটলকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি খট্টা হইতে অবরোহণ করিয়া দ্রুত গিয়া শরৎশশীর হাত ধরিলেন, ফিরাইয়া আনিয়া নিকটে বসাইয়া কত কথা বুঝাইলেন, অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কারণ পাইলেন শরৎশশী সত্য কথা কহিলেন, অটলকৃষ্ণ তাহা বুঝিলেন না শরৎশশী মুখে

কথা কহিলেন না চক্ষু কথা কহিল, চক্ষু দেখিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে পিতার মনোনীত করে আত্মসমর্পণ করিতে শরৎশশী নিতান্তই নারাজ

শরৎশশী কাহাকে বিবাহ করিবেন মুখ ফুটিয়া কাহারো কাছে বলেন না; অথচ বালিকাহৃদয়ে অচলা প্রতিজ্ঞা মনে মনে যাহাকে প্রাণের সঙ্গে ভাল বাসিয়াছেন, যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও পতি বলিয়া গ্রহণ করিবেন না যদি তাঁহার সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে বিবাহ হইবে, নতুবা এজন্মে আর শরৎশশীর বিবাহ হইবেনা এই প্রতিজ্ঞা শরৎশশীর

অটলকৃষ্ণ এ প্রতিজ্ঞা জানিতেন না, তিনি নিজের মনোনীত পাত্রের কথা উত্থাপন করিয়া শরৎশশীর সম্মতি লইতে পারিলেন না অটলকৃষ্ণ যদি আগেকার মতন হিন্দু সমাজে বাঁধা থাকিতেন, তাহা হইলে কন্যার সম্মতি লইতে হইত না হিন্দুশাস্ত্রমতে পুত্রকন্যার বিবাহে পিতামাতার পূর্ণ প্রভুত্ব হিন্দু থাকিলে অটলকৃষ্ণের হয় ত অতটা উচ্চ ভাব আসিত না নূতন ব্রহ্মজ্ঞানি হইয়া, তিন মাসের মধ্যে, অটলকৃষ্ণবাহাদুর স্বগ্রামের মধ্যে এতদূর বাহাদুরী লইয়াছেন যে, গ্রামস্থ ভদ্র লোকের সকলে মিলিয়া তাঁহাকে একঘরে করিয়াছেন একঘরে করিবার পর অটলকৃষ্ণের জাত পাইবার অনুকূলে এক পঞ্চাইত বসে তাহাতে মীমাংসা হয় যে, রীতিমত ব্যবস্থা লইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাঁহাকে সমাজভুক্ত করা যাইতে পারে অটলকৃষ্ণ এ মীমাংসায় রাজি হইলেন না, গরম হইয়া উঠিলেন ভট্টাচার্য্যের উপর ভয়ানক চটিয়া গেলেন, প্রায়শ্চিত্ত করিলেন

না ভয়ানক তেজ যাহার এত তেজ তিনি যে এখনকার ব্রহ্মজ্ঞানীর ষোল আনা সভ্যতার পরীক্ষা দিতে তাল ঠুকিয়া অগ্রসর হইবেন না, এমনটী অনুমান করা বাতুলের কর্ম্ম। বাবু অটলকৃষ্ণ সিং কন্যার বিবাহে কন্যার সম্মতি লইতেছেন।

কন্যা সম্মতি দিতেছেন না, পিত পুত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনেক প্রকার তর্কযুদ্ধ হইল কেহই হারিলেন না; অবশেষে শরৎশশী নিরুপায় হইয়া বলিয়া ফেলিলেন সেই নাম

অটলকৃষ্ণ শুনিলেন সেই নাম,—ঘৃণার একটু মুখ সেঁকাইয়া কহিলেন, "তার কথা ছেড়ে দাও তার বুক অতি ছোট; তার ছাতি নাই; তোমার মতন পদ্মিনিকে আমি যেনে শুনে জলে ফেলে দিতে পারিব না, ছিঁড়ে নিয়ে জলে ফেলিলেই পদ্মিনি নষ্ট হয় আমার কোলে আছ, আমার কোল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে অপর লোকে তোমার দুরবস্থা করিবে তাহা আমি কি প্রকারে দেখিব। কাণে শুনিয়াই বা কি প্রকারে সহিব? তুমি রাজি হও, বাপের কথা শোন, জগদীশ্বর মঙ্গল করিবেন,— রাজি হও"

শরৎশশী একটু গম্ভীর হইয় কহিলেন, "ওকথা এখন থাক্, কাকা বলিলেন আপনি নাকি ধোপার মেয়েকে আমার মা করিয়া দিবেন

কিছুমাত্র লজ্জা না পাইয়া অটলকৃষ্ণ বেশ সমান জোরে জোরে কহিলেন, "এটা আর আশ্চর্য্য কথা কি? সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিতে সব জাতিই মানব জাতি। আমি এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়াছি,—বুঝিতে পারিয়াছি পৃথিবীর সর্ব্ববর্ণ একাকার; ধোপা আবার নূতন সৃষ্টি কি? সে দিন তর্কবাগীশ এণ্ড কোং নাম দিয়া

কলিকাতার সহরগুলি বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা ধোপার কল আনাইয়া মস্ত একখানা ধোপার কারখানার বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। এখন বল দেখি শরৎশশী, যখন এত কোং লেখা ছিল, তখন অবশ্যই তাহার সঙ্গে আরো জন কতক রকম রকম বড় বড় বাগীশ ভট্টাচার্য্যও লিপ্ত ছিলেন, তোমার বিচারে তাদৃশ বড় বড় ভট্টাচার্য্যরা পর্য্যন্তও কি ধোপা হইয়া জাত হারাইবেন

শরৎশশী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, "আপনি পিতা, আপনার সঙ্গে তর্ক করা আমার অনুচিত আমি যাই, আপনি যদি—' এইটুকু বলিতে বলিতে অত্যন্ত ম্লানমুখী সজল-লোচনা শরৎশশী অন্য ঘরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছেন বাধা দিয়া অটলকৃষ্ণ পশ্চাতে ডাকিয়া কহিলেন "কোথা যাও? দাঁড়াও, শুনে যাও? তোমার নিজের কথাটাও শুনে যাও? আমি যেটিকে তোমার জন্য মনোনীত পাত্ররূপে মনোনীত করিয়াছি সেটি একটী নবীন ব্রাহ্মধর্ম্ম দীক্ষিত, স্বাস্থ্যরক্ষার সুমনোযোগী, এক প্রাচীন বন্দোপাধ্যায় বংশের ইংরাজি পড়া সুসন্তান"

সে কথায় শরৎশশী ফিরিতেন না, অটলকৃষ্ণ যেন একটু জোর করিয়া হাত ধরিয়া ফেরাইলেন আরক্তবদনে শরৎশশী কহিলেন, "আপনি পিতা, বার বার বলিতেছি ও-সকল কথায় আমার মনে ব্যথা দিবেন না; একটু একটু লেখা পড়া শিখতেছি বটে, কিন্তু ও সকল—"শরৎশশী আর বলিতে পারিলেন না, বলিবার জন্য দাঁড়াইতে পারিলেন না তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিতে লাগিলেন, "আমি যাই, আপনি

ছেড়ে দিন, বরং আমাকে কে-"এইরূপ বলিতে বলিতে পিতার হাত ছাড়াইয়া, অবমানিনী শরৎশশী মাথা গুঁজিয়া দ্রুতগতিতে অন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া পড়িলেন সে দরজা বন্ধ হইয়া গেল

শরৎশশীর শোকের কথা গুলি শোনা গেল না "আমাকে কে" এই অর্দ্ধ উক্তির পর শরৎশশী কি বলিয়া শেষ করিয়া গেলেন, সে সময়ে স্বর অত্যন্ত মৃদু হওয়াতে, বা শ্বাসের গতিতে শেষ কথা গুলি কিছুই শোনা গেল না; একটু একটু আওয়াজ আসিয়াছিল তাহা বুঝা যায় না, কথাটা কিছু শক্ত ছিল বোধ হয়; শেষ কথা উচ্চারণ সময় শরৎশশীর হৃদয় হইতে ওষ্ঠাধর পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল, তাহাতেই অনুমান হয়, সেটা কিছু শক্ত কথা বিবাহের কথাতেই বেশি গোল, সকল দেশেই চিরকাল এই গোলের কথা লইয়া গোলমাল চলিয়া আসিতেছে শরৎশশীর পিতা অজাতি অযোগ্য পাত্রে ব্রাহ্মমতে কন্যা দানে উদ্যত, কন্যা সে বিবাহে কিছুতেই অঙ্গীকার করিতে চাহে না, এইরূপ ব্যাপারের উপর যদি জোরাজুরী চলে, তাহা হইলে,"আমাকে কে" কথার বাকি টুকু ভয়ানক দাঁড়াইতে পারে কৃষ্ণকুমারি নাটকে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহে বিভ্রাট ঘটে; নাট্যকার কাটাকুটিতে সেই ঘটনার উপসংহার করিয়াছেন এখানেও বিবাহ লইয়া কথা এখানেও "আমাকে কেটে ফেল" এইরূপ নিরাশ করুণোক্তি,—এখানেও শরৎশশীর মুখে "আমাকে কেটে ফেল" নিরাশ করুণোক্তি প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব বোধ হয় শরৎশশী পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কোথায় গেল, কোন ঘরে প্রবেশ করিলেন;—

দ্রুতক্ষণ কোথায় রহিলেন, বাটীতে রহিলেন কি বাটী পরিত্যাগ করিলেন, তাহা এখন বলিতে পারিলাম না।

নবম উল্লাস।

জহরের কবিত্ব

"কবিত কমল বনে পাকা কলার কাঁদি।
ইচ্ছা করে স্বাদ পুরে পেটভরে খাই।"

প্রভাকরের বিদ্রূপ।

অটলকৃষ্ণের ছোট ভাই জহর কৃষ্ণ শিং নূতন ব্রহ্মজ্ঞানী, নূতন নূতন ব্রহ্মজ্ঞানী বন্ধুও কতগুলি জুটিয়াছেন যেদিন শরৎশশীর সহিত অটলকৃষ্ণের নির্জ্জন কথোপকথন হয় সেই দিন অপরাহ্নে জহরকৃষ্ণ তাহাদের বাগানের এক আটচালা ঘরে একাকী বসিয়া আছেন প্রায় চারিদণ্ড হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। জহরকৃষ্ণ খাসা কারপেটের উপর বসিয়া ক্ষুদ্র একটি স্ফটীক পাত্রে কি এক প্রকার দ্রব পদার্থ পান করিতেছেন। একজন চাকর মাঝে মাঝে আসিয়া ফাই-ফরমাস খাটীতেছে। চাকরের নাম গোবিন্দ

একটী বাবু আসিয়া আটচালা ঘরে প্রবেশ করিলেন। দিব্য রং, দিব্য দাড়ী, দিব্য পোষাক, মাথায় পঞ্চবর্ণের কেয়ারী

করা, গলা থেকে পা পর্য্যন্ত কাবুলে মৌলবিদের ভালবাগ আলখাল্লার ন্যায় প্রকাণ্ড এক চোখা কাবুলেদের মতন মোটা মোটা, খস্‌খসে, লোম-ছারপোকা-যুক্ত চোকা নহে,—শরৎকালে বাঙ্গালীর গায়ে সে প্রকার গোধড়ে পোষাক সহ্যও হয়না,—জহরকৃষ্ণের বন্ধুর গায়ে ফাইন মলমলের তোফা, সিহি, দোপদাস্ত, ফুলকাটা ব্রাহ্ম পোষাক;—জামার উপর ফুলের গার্ড চেন; যুগল হস্তের যুগল অঙ্গুলিতে যুগল হীরক অঙ্গুরী; দিব্য সোণা বাঁধা চস্‌মা, দিব্য বাবু; দিব্যসাজ, দিব্য চেহারা। বয়স কিন্তু বেশি নয়,—বড় জোর উনিশ কুড়ীর উপর এক লম্ফ আর আর পরিচয় একটু পরেই দুই বন্ধুর কথোপকথনে সবাসর প্রকাশ হইয়া পড়িবে

জহরকৃষ্ণের নবীন বন্ধুর নাম নিকুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়।—উঃ!—ব্রাহ্মের বন্ধু ব্রাহ্মণ—গলায় কিন্তু পৈতা-নাই।—যদি কেহ এই বে-আইনি কার্য্যের কৈফিয়ৎ চাহেন; সে কইফিয়তের বয়ান হইবে, "দস্তরল আমল"—এই দুটী আরবী কথা—ইংরাজিতে যাহাকে "বাইল" (By Law) বলে, তাহাই দস্তরল আমল—বাঙ্গলা করিয়া বলিতে হইলে উপবিধি বলিতে হয় কোন বিষয়ের পাকা আইন বিদ্যমান রাজকীয় কার্য্যের কোন কোন বিভাগের মাথার মণিরা কোন কোন বাবের সুবিধা আনিবার জন্য বড় আইনের উপর যে ক্ষুদ্র আইন খাড়া করিয়া চালাইয়া দেন, তাহাই উপবিধি,—তাহাই দস্তরল আমল

এখনকার ইয়ংবেঙ্গল-দলে এমন কতকগুলি সংস্কারক সমুত্থিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা আপনাদের দলে শাস্ত্র ছাড়া,

কোরাণ ছাড়া বাইবেল ছাড়া, সৃষ্টিধরের সৃষ্টি ছাড়া, নূতন প্রকার দস্তুর আমল জারী করা নিতান্তই আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন যে,—"নিতান্ত" আবশ্যক বলিয়াই কএক বৎসর হইতে উহাই জারী করা হইয়াছে, যদিও সমস্ত ভারতবর্ষে না হয়, অন্ততঃ বাঙ্গলা দেশের লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণরের অধীনস্থ বঙ্গ বেহার উড়িষ্যা প্রদেশের সীমা মধ্যে সেই আইন খাটীবেই খাটীবে, ইহাই আইন-কর্ত্তাদের ইচ্ছা, আইনের একটী ধারায় জোর বিধি আছে, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞানী ছেলে এখন পৈতা রাখিতে পারিবে না। নিকুঞ্জবিহারী এই দলের ছেলে, নিকুঞ্জবিহারির পৈতা নাই। কেন নাই, কেন না, নিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মজ্ঞানী।

কারপেটের উপর জহরকৃষ্ণ উপবিষ্ট ছিলেন, বন্ধুকে দেখিয়া উঠিলেন। দস্তুর মত করমর্দ্দন পূর্ব্বক বিলাতি ধরণে বৈদ্যনাথের চক্রবর মতন মাথা নাড়ানাড়ি করিয়া উভয় বন্ধুতে হাসিতে হাসিতে একাসনে উপবেশন করিলেন। অনেক কাল বাক্যালাপের পর নূতন বন্ধু চাও চুমুকে চুমুকে চুকু চুকু করিয়া জহরের স্ফটিক পাত্রের আস্বাদন লইতে সুরু করিলেন। জহরকৃষ্ণ মদ খাইতে ছিলেন। এখন তারা উভয় বন্ধুতে মিলিয়া মদ খাইতে লাগিলেন — ব্রহ্মজ্ঞানীরা তামাক খান না—মজলিসে হুকাকলিকার প্রবেশ নিষেধ —বেহারারা, খানসামারা, উমেদারের তাহাদের অভাবে ঘরের ছোট ছোট ছেলেরা ঐ ভয়ঙ্কর তামাক সাজার ভয়ের বাঁচাটা। হাত এড়াইয়া নিশ্চিন্ত আছে —নূতন বন্ধু কিন্তু তামাক খান।—সর্ব্বদা খান না, মদ খেলেই চাবুক দিবার ইচ্ছা হয়। জহরকৃষ্ণ আগে আগে চাবুক দিতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। মদের উপর

দুই তিন চাবুক মারিতেন ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া অবধি সে অভ্যাসটী ছাড়িয়া দিয়াছেন তবে লুকাইয়া চুরাইয়া, ইয়ার বন্ধুর নিকটে, মদের মজলিষে, দুই এক ছিলেম টানা বন্ধ হয় নাই মদ বন্ধ হয় নাই, এটীতো হাতে হাতে সপ্রমাণ যাঁহারা তামাক খান না, তাঁহারা মদ্ খ ন, এ বিধি কোথাকার? কেহ বলিবেন, আধুনিক ব্রাহ্মমতে এ মতে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে সকলের স্বাধীন ইচ্ছা খাটে, পান ও জলের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে, যাহাতে মন ভাল হয়—যাহাতে শরীরে বল হয়, যাহাতে দেল খোস্ থাকে, তাহাই খাও—ইহাই ধর্ম্মের উপদেশ —সব সত্য —সব সত্য —সব সত্য —অজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীর খৃষ্টানের অনুকরণ ভালবাসেন। খৃষ্টান সাহেবেরা, সাহেব মূর্ত্তিমান ফিরিঙ্গিরাও অনেক ইয়ং বেঙ্গলের অনুকরণীয় তাহারা যাহা করে, তাহাই পুণ্য কর্ম্ম এই বিবেচনায় অনুকরণ করা ইয়ং বেঙ্গলের দলে যাঁহার মদ খান, তাঁহাদের ঐ নজীর জহরকৃষ্ণ এই নজীরেই মদ খান —জহরের বন্ধু নিকুঞ্জবিহারীও ঐ নজীরে মদ খাইতেছেন

আসল কথা ভুলিয়া য ইতেছি নিকুঞ্জবিহারীর তামাক খাওয়া হইতেছে না হুকা নাই —কেবল আটচালায় নয় জহরের ভদ্রাসনের চিসীমানার মধ্যেও নাই;—এখন উপায় কি? নিকুঞ্জ তো মারা যান নিকুঞ্জের ঘন ঘন হাই উঠিতেছে।—পেট ফুলিবার আর বড দেরী নাই চাবুক বিনা প্রাণ যায়

হুঁকার জন্য বিস্তর অন্বেষণ করা হইল, রাত্রিকালে

পল্লিগ্রামে সন্ধ্যার পরেই, চারি দণ্ড না হইতেই, রাত্রি দুই প্রহর —সুতরাং হুকা পাওয়া গেল না —হতাশে কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিয়া জহরকৃষ্ণের যেন চমক্ ভাঙ্গিল মদের ঝোঁকে তিনি বুক ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ডেম দি ব্রুট হুক্কা। তুমি বাওয়া চুরুট সেবা কর — আমি চুরট সেবা করি নিত্য করি বাসকেল তামাককে আমি অন্তঃকরণের সঙ্গে হেট করি —তুমি চুরট সেবা কর" বাসকেল তামাককে ঐ রূপে ঘৃণা করিয়া পণ্ডিত জহরকৃষ্ণ সিং আপনার জামার পকেট হইতে এক তাড়া তামাকের পাতা বাহির করিয়া বিছানার উপরে ফেলিলেন তৎক্ষণাৎ জহরের বুদ্ধির চমৎকারিত্বে সমাগত দোকতা পাতার ক্ষণকালের মধ্যে যেন ভোজবাজীর ন্যায় জহরের হস্ত পেষণ দিব্য দিব্য নলের আকার ধারণ করিল জহরকৃষ্ণের আটচালার সাদর মজলিষে সেই সকল তামাকের নলেরা সভ্যতম চুরুট নামে আহুত, গৃহীত চুম্বিত, পরিচিত এবং সুবিখ্যাত

জহরকৃষ্ণ তামাক ছাড়িয়াছেন নিকুঞ্জবেহারী ছাড়েন নাই। হুঁকার অভাবে মদের মজলিশে তামাকের বদলে নিকুঞ্জবেহারী পুঞ্জে পুঞ্জে তামাকের নলের ধূম পুঞ্জ দন্তে দন্তে পান করিলেন। জহরকৃষ্ণ তামাক খান না সুতরাং তিনিও বন্ধুর দেখাদেখি তামাকের পাতার নলে আগুন লাগাইয়া দম মারিলেন; ধূম খাইলেন বেশী, ফুৎকারে ফুৎকারে বাহির করিলেন কম ধূমের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের বক্তৃতা শক্তিটা খুব বাড়িয়া যায় দুই বন্ধুতে বক্তৃতা জুড়িয়া দিলেন। মাঝে মাঝে মদ চলিতেছে —মদের সঙ্গে ধোঁয়া —ধোঁয়ার

সঙ্গে বক্তৃতা বক্তৃতার সঙ্গে মাতলামী —মাপ করিতে হইল —সুপারিস আছে —প্রধান সুপারিস,—ইহারা ব্রহ্ম—জ্ঞানী —এই রকম ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন মদের সঙ্গে ধর্ম্মের কিছুমাত্র সংস্রব নাই —কথটা কিছু পরিপাটি ও কথার বাঙ্গলা অর্থ এই হইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞানীতে মদ খাইলে দোষ হয় না, পাপ হয় না মাতাল হন না, কিছুই হয় না

বক্তৃতা চলিতেছে এক জনের বক্তৃতার উপসংহার হইয়া গেল। দুই জনেই এক সঙ্গে বক্তৃতা করিতেছেন, শেষাশেষি একজন একটু থামিয়াছিলেন, সেই অবকাশে দ্বিতীয় জনের কথা ফুরাইয়া গেল বুঝা গেল বক্তৃতার উপ-ক্রমণিকা হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত আগাগোড়া শুধুই কেবল টাকার কথা।

টাকার কথাটা বড় আমোদের জিনিস —আমোদও আছে, বিষাদও আছে যাহার ঘরে বেশী টাকা, টাকার কথায় তাহার আনোদ হয় যাহার টাকা নাই, টাকার কথায় তাহার কান্না পায় এ দুইটা ব্রহ্মজ্ঞানী বন্ধুর মধ্যে কেহই কাঁদিলেন না জয়কৃষ্ণের টাকা আছে, কেনই বা তিনি কাঁদিবেন? নিকুঞ্জ বেহারী। পুঁজি পাটা কিছু আছে না অথচ এ প্রসঙ্গে তাহার কিছুই প্রকাশ নাই নিকুঞ্জবেহারীও টাকার কথায় বিমর্ষ হইলেন না; উভয়েই না —এ আবার কি? বিমর্ষও নয়, আমোদও যে হইল না, এমন লক্ষণটাও কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না পশ্চাতের কথোপকথনে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল, ইহা-দের উভয়েরই কিছু বেশী টাকা দরকার একটা কিছু বিকাইন গোছের জুয়াচুরী না করিলে ততটা ভারি টাকা এককালে

সংগ্রহ হওয়া অত্যন্ত সুকঠিন এই মৎলবে উভয়ে মিলিয়া গুপ্তভাবে নানা প্রকার পরামর্শ হইল, একটা কাহার নামে দস্তখৎ জাল করিয়া চেক ভাঙ্গাইবে, চেকের টাকা লইয়া পশ্চিম অঞ্চলে নূতন নূতন জুয়াচুরী করিতে যাত্রা করিবে উভয়ের সম্মতি ক্রমে এ প্রস্তাব অবধারিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইল

মাঝে মাঝে মদ চলিতেছে —ঘৃণিত তামাকের পাছের পাতা কুণ্ডলী আকারে বন্ধু যুগলের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সদানন্দে ধূম বিতরণ করিতেছে বাবু জহরকৃষ্ণ শিং দ্বিতীয় প্রস্তাব উথাপন করিলেন নিকুঞ্জের গা চাপিয়া আপনার চক্ষু টিপিয়া তৎক্ষণাৎ উৎসাহানন্দে করতালি দিয়া,—স্তূপাকার তামাকের ধূম পুঞ্জের সহিত, বাবু জহরকৃষ্ণ একটু খনখনে খাদের আওয়াজে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এক কাজ করো।—সাহেব-দের ডাইরেকুটরী পড়ে, যেখানে যেখানে বেশ্য সভা আছে সেখানকার বড় বড় মেম্বরকে পত্রিকাদ্বারা জানাও তোমরা এখানে (তোমরা অর্থাৎ আমরা) তোমরা এখানে একটী বেশ্য সভা বসাইয়াছ, সাহায্য চাও রিপোর্টে নাম তুলিবার সাহায্য নয়,—নগদ নগদ টাকা চাও —বড় বড় হিন্দুর কাছেও চাও — টাকাত হিন্দু নয়, তাহাতে কি? টাকা চাও যাহারা হরিসভা বসায়, জলছত্র দেয়, অতিথিশালা করে, কাঙ্গালী-দের খাওয়ায়, দুর্গা পূজা করে, দানসাগর ছড়ায়, খুব খোস-মোদ করিয়া তুমি তাহাদের লেজ ঝুলাইয়া দেয় তোমার ও তোমাদের বেশ্য সভায় ঐ সব কাজ করিবে, তাহাও লিখিয়া দিও শাস্ত্রেই লেখা আছে অর্থ লাভের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ লঘুতা স্বীকার করিলে কিছুমাত্র পাপ হয় না তুমি তাই

আজিকার বাজারে এই পন্থাটায় ভারি লাভ টাকা চাও, টাকার জন্য সব করা যায়: টাকাই সংসারের গতি মহেশ বাবুর লেকচারে পড়িয়াছি টাকাই পরম গতি তুমি টাকা চাও

বাবু নিকুঞ্জবেহারী এই সৎ প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ করিলেন তৎক্ষণাৎ ডাইরেক্টরী কিনিবার জন্য, কলিকাতায় আসিবার রাহাখরচ এবং পুস্তকের দাম চাহিলেন জহরকৃষ্ণ কহিলেন, টাকা আমি দিব না, তুমি ধার করিয়া যাও, ধার করিয়া আন ঐ রকম হ্যাণ্ডবিল পাঠাইলে, রোজ রোজ অতি কম ৫ ৭ শত টাকার মনিঅর্ডার আসিবে বেধড়ক লাভ —সেই টাকা হইতে শোধ দিও

নিকুঞ্জ ক্ষণকাল গম্ভীর হইয়া রহিলেন শেষকালে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "মালীর মেয়ের পতি হইয়া অবধি বড়ই কৃপণ হইয়াছ একটী ৫ কটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলে সরু সরু সুতা চালাইতে শিখিতেছ শীবার নাকি এক ধোপার মেয়ের তোমার দাদাবাবুর—" বাবু জহরকৃষ্ণ একেবারে খুব মস্ত এক গেলাস মদ খাইয়া, কোঁচার কাপড়ে মুখ মুছিয়া, চাকা মুখখানা রাঙা করিয়া লইলেন বড় গেলাসের উপর আর এক গেলাস —যেন একটি ছোট গেলাসে পূর্ণমাত্রা।— মদিরারাগে সুরঞ্জিত হইয়া, মদিরার বলে, বাহুবলে, ঠোঁটের বলে মহাবলীয়ান্ হইয়া বাবু জহরকৃষ্ণ আর একবার চুরুটের এঞ্জিনে দম লাগাইলেন হুহু করিয়া ধূমরাশি বিনির্গত হইল। ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মদ খাওয়া হইতেছিল। ধোঁয়াদের ভরি বিনদ —উড়ু উড়ু যেরা ঘরের ভিতর মদের

মজ্‌লিসে অকষ্ট বন্ধে আবদ্ধ —অবশেষে জাতীয় ওঁড়ের আকার ধরিয়া,—আসে পাশে জানালা দরজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া, মহাকষ্টে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল

ধোঁয়া ও পালায় —সেই সঙ্গে জহরের মুখে মহাবক্তৃতার মহা স্রোত বহিল। রোষে দর্পে বক্তৃতা।—বজ্রসম চীৎকার

বক্তৃতার গোড়াতেই যেন ভূমিকম্প।—বাবু জহরকৃষ্ণ বজ্রস্বরে কহিলেন, "ধোপা? তুই ধোপা।—তোর মা ধোপা ধোপা কে?—পৃথিবীতে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমি একজন মহাকবি —কবি গাইয়া ছিষ্টিবর্ত্তান ছিষ্টিসংসার বুঝাইব "

জহরকৃষ্ণ হয় ত শুনিয়া থাকিবেন, মানুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেই কবি হয়।—ইচ্ছায় হইতে পারুক না পারুন, ব্রহ্মের দায়ে পড়িয়া কবি হইতে হয়ই হয়। মনে মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়াই, মনে মনেই জহরকৃষ্ণ মহাকবি হইয়াছেন — শুধু তাই নয়, সবে মাত্র তিনি বৃদ্ধ বয়সে ১৮ মাসের ব্রহ্মজ্ঞানী,—ইতিমধ্যেই বৃদ্ধ বয়সে এখনকার নূতন ধরণে তিনি আবার অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের হঠাৎ-কবি। ইয়ারের সঙ্গে লড়াই করিবার উপক্রমে হঠাৎ-কবি জহরকৃষ্ণ শিং অমিত্রাক্ষরে কবির চিতান ধরিলেন

সুর আনিবার অগ্রে, অন্তমনস্ক নিকুঞ্জের অগোচরে আর এক পাত্র শুভ্র মদির কবিবর জহরকৃষ্ণের হৃদয় উদরে চুপি চুপি চোঁ করিয়া প্রবেশ করিল। সুরাপাত্র গর্ভে দিয়া,— সুদীর্ঘ একটী ঢোক্ গিলিয়া, অমিত্রাক্ষরের নূতন কবি পণ্ডিতবর জহরকৃষ্ণ শিং দিব্য এক নবীন কবির আসর লইলেন। ঠিক

সাকুবেদী কবির চিতানের সুরে সুর ধরিলেন কবিগাহিলেন—

ধোপিছে সোণার ধোপা, মালেনীর কোলে
কারে তুমি ধোপা বল, ধোপা তোর বাপ
ত্রাহ্মনিছে, গর্জ্জনিছে, কম্পনিছে বুক.
লম্ফনিছে, দম্ফনিছে, চোক্ গেল বাবা।
টেলিছে ইলিস মাছ, মাছিছে টঙ্কারি।
বিধাতার সৃষ্টি ইহা কে করে খণ্ডন?

গায়ক একটু থামিলেন, শ্রোতা একটু হাস্য করিলেন শ্রোতাটীও পূর্ব্বের নজীরে একজন কবির দলে গণ্য, তিনি ছাড়িবেন কেন?—তিনিও অমিত্রাক্ষরে উতরকাঁটা জুড়িয়া দিলেন তাঁহার গীতের প্রথম পালা এই রকম ঃ—

ধিনা ধিত ধিনা ধিতা, নিধানিছে ধান।
ধানিছে সোণার ভানু, ঝঙ্কারিছে ছটা.
ভানিছে সোণার ধান, শাণিছে কোদাল।
চঙ্কিতে চঙ্কিতে ছোঁড়া হারালে জিলিপি।
কাপোড়িছে কালু ধোপা পাটিছে সুন্দরী।
বিপ্তিকীছে * (১) নিত্যকীছে (২) ধোপাদের মেযে।

এই ধিনা ধিনার গীত জহরকৃষ্ণকে ভাল লাগিল না নিকুঞ্জ কবির টিটকারী দিযা আপনি আবার পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী

(১) বিপ্তিকীছে—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া ব্রাহ্মিকা হইতেছে।

(২) নিত্যকীছে—অর্থাৎ কারস্তসিংহ জহরকৃষ্ণের দাদাকে বরমালা দিবার উল্লাসে একটা ধোপার মেযে ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছে।

কবিত্বের দর্পের পরিচয় দিবার জন্য, বগল বাজাইয়া লাফাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"চক্রবর্ত্তী পণ্ডিতের বীরত্ব বিলক্ষণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন, দ্রৌপদী হরণ"

কবিবর আরও কিছু কবিত্ব দেখাইবার অহঙ্কারে লম্ফঝম্ফ ছাড়িয়া,—উদর হইতে আরও কিছু বাহির করিতে যাইতেছিলেন, হাসিয়া,—করতালি দিয়া,—বাধা দিয়া—তারিফ দিয়া,—বাহবা দিয়া সহর্ষে তিনবার বলিয়া উঠিলেন, "এন্‌কোর। এন্‌কোর। এন্‌কোর।"

দশম উল্লাস।

জহরকৃষ্ণের পরামর্শ।

"মন আমার কুপথে গিয়েছে!
আমি হরিনাম করি না বোলে,
তাইতে গুরু মেরেছে।"

বাসুদেব।

কবির কবিত্বের উপর শ্রোতার মুখে বাহবা পড়িলে, সকল কবিরাই আহ্লাদে আটুবে ছেলেদের মতন হাসিয়া হাসিয়া,

কুঁদিয়া, লম্ফপ্রদান করেন কি না, কবিরাই তাহা জানেন,—এখানে কিন্তু কবিবর ব্রহ্মজ্ঞানী জহরকৃষ্ণ শিং আপনার ইয়ারের মুখে দশ রকম বাহবা পাইয়া, বসিয়া বসিয়াই হেলিয়া দুলিয়া খুব নাচিয়া কুঁদিয়া, লাফাইয়া লইলেন। আহ্লাদে যেন এককালে পচা কুমড়ার শাঁসের মতন গলিয়া পড়িলেন। সেই উল্লাসে আরও গোটাকতক লঙ্কাকাণ্ডের কবিত্ব হুহু শব্দে উড়াইয়া অথবা ছড়াইয়া দিলেন সেবারেও খুব বাহবা পড়িল, কিন্তু এনকোর পড়িল না। জহরকৃষ্ণ যেন কবিত্বের অহঙ্কারে—ছোটখাট হইয়াও প্রকাণ্ড আকারে ফুলিয়া উঠিলেন।

জহর হয় ত কৃত্তিবাসের রামায়ণে শুনিয়া থাকিবেন, ঃ—

"উবু লেজ করিয়া সারিয়া দুই কাণ।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান"

বীর হনুমানের বীরত্বের পরিচয়ে অতবড় জোরের কথা শুনিয়া, বাবু ব্রহ্মজ্ঞানী জহরকৃষ্ণ শিং আপনার বীরত্ব অথবা কবিত্বের গরিমা জানাইবার জন্য, পরমোৎসাহে কবিত্বের লেজ উবু করিয়া,—কবিত্বের কাণদুটী সারিয়া অর্থাৎ খাড়া করিয়া, আকাশে লাফ দিবার মত করে আকাশপানে চাহিলেন সাধ্য হইল না, লাফ দিতে পারিলেন না আর একটু ভাল করিয়া বলি:—

কবিবর জহরকৃষ্ণ 'উবু লেজ করিয়া, সারিয়া দুই কাণ এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান" জ্ঞান করিয়া, তৎক্ষণাৎ

মাথা হেট করিলেন। আকাশে আরোহণ করা হইল না। কবিত্ব, বীরত্ব এবং কপিত্ব, একাধারে থাকে না ছিল কেবল হনুমানের হনুমান মহাবীর —বাবু জহরকৃষ্ণ সিং বীরভূম-নিবাসী বটেন, তথাপি কিন্তু বীরত্বের কোন বীরচিহ্ন তাঁহার গায়ে নাই বীর হনুমানের পৌরুষিক শক্তির কণামাত্র শক্তিও তিনি ধরেন না এই হিসাবে তিনি যে কবিত্ব অথবা কপিত্ব লাভ করিয়াছি বলেন, সেটা মিথ্যা কথা —সে শক্তি ছাড়া, নূতন নূতন আর এক শক্তি জন্মিয়াছে, এটা সত্য কথা সে শক্তির নাম ব্রহ্মজ্ঞানীমতে ছোট ছোট বক্তৃতা দিবার শক্তি। পাঠক মহাশয় জানিয়াছেন, জহরকৃষ্ণ সিং নূতন ব্রহ্মজ্ঞানী। ইহাঁর বক্তৃতাশক্তিও নূতন বক্তৃতাগুলিও নূতন এ ক্ষেত্রের শেষ বক্তৃতায় জহরকৃষ্ণের আত্মশ্লাঘার ভূমিকাটাই বেশী। তাহাতে আবার জলন্ত আগুনে ধূনা ও ঘৃত, উভয় আহুতি। ধোপার কথায় নিকুঞ্জবেহারির একটু একটু আপত্তি হইতেছিল। জহরের কবিত্ব খড়্গে সে আপত্তিটাকে দুইখানা করিয়া কাটিল এটা হইল কবিত্বের জলন্ত আগুনে ধূনাবৃষ্টি। নিকুঞ্জবিহারীর বদনে কবিত্বের তারিফ বারবার বাহবা এবং একমাত্রা এনকোর দিয়া, বারবার সেই মধুবৃষ্টির আস্বাদ পাইবার প্রার্থনা।

জহরের উরু ক্ষেত্র আরও ফুলিয়া উঠিল,—মুখখানা রক্তবর্ণ করিয়া নিকুঞ্জের মুখের কাছে হাত ঘুরাইয়া, খুব জোরে খুব খুব করিয়া, নিকুঞ্জকে কহিলেন, "আমি তোমারে পুরস্কার দিব! ভাল করিয়া খুসি করিব"

নিকুঞ্জের তখন টাকার অভাব অত্যন্ত। পুরস্কারের কথায়

যেন নাচিয়া উঠিল, জহরের বুকের কাছে হস্তবিস্তারপূর্ব্বক লোভলালায়িত গদগদস্বরে তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা করিলেন, 'কৈ দাও।'

জহরকৃষ্ণ যেন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দিব?"

"পুরস্কার!"

বিস্ময় সরাইয়া, একটুখানি ব্রহ্মজ্ঞানী ধরণের হাসি হাসিয়া জহরকৃষ্ণ উচ্চারণ করিলেন, "পুরস্কার —আরে পাগল।—পুরস্কার কি নগদ দেয়?"

"কৌশলে দিব।—পরামর্শ আছে, স্থির হও। নগদ টাকা আমি বাহির করিব না।—বেশী টাকা খরচ করিব না। বেশী খরচ কমাইবার তপস্যা করিয়াই আমার ব্রহ্মজ্ঞানের পদাশ্রয় পাওয়া। বেশী খরচ করিলে, ব্রহ্মঠাকুর রাগ করেন। সেই ভয়ে আমি এখন খুব খরচ কমাইয়া দিয়াছি রোজ রোজ আরও কমাইবার পন্থায় পন্থায় ঘুরিতেছি ডাকের হিন্দুরা রাধাকৃষ্ণের নামে ভিখারী নেড়ানেড়ীর দলকে মুষ্টিভিক্ষা দেয়। আমিও আগে আগে দিতাম এখন ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া ভুল ঘুচিয়াছে আমি এখন সেই প্রকার ব্যভিচারী অলস বেস্তকোপানলে দগ্ধ মহা মহা পাপী লোকগুলোকে পুলিসে দিবার চেষ্টা পাই। ইহাতেই, এই দৃষ্টান্তেই বিবেচনা কর, আমি কত বড় ধার্ম্মিক লোক হইয়াছি যতদূর পারিয়াছি, খরচ কমাইয়া দিয়াছি বেশী খরচ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র-নিষিদ্ধ। কিছুতেই আমি বেশী খরচ করিব না। নগদ টাকা বাহির করিব না পুরস্কার দিব,—ভেবো না তুমি,—আজিই

পাবে,—উত্তম পুরস্কার,—উত্তম পরামর্শ, বাক্যের মধ্যেই কিস্তি-মাৎ। ঘরে একটী লোহার সিন্দুক রাখিও। অনেক টাকা, আমার পুরস্কার ছোটখাট হইবে না। সব পুরস্কার লোহার সিন্দুকে রাখিও। কোম্পানীর কাগজ করিও না। টাকা বাড়াইবার পন্থা বলিয়া দিব। খবরদার বেশী খরচ করিও না। বেশী খরচ করিলে, বেত্ত তোমার উপর রাগ করিবেন; ভারি রাগ করিয়া, আমার দেওয়া পুরস্কারের টাকাগুলি কাড়িয়া লইবেন। খবরদার বেশী খরচ করিও না। শোন পরামর্শ।"

হৃষ্টচিত্ত নিকুঞ্জবিহারী লোহার সিন্দুকে পুরস্কার রাখিবার আহ্লাদে শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জবিহারীর ন্যায় ত্রিভঙ্গিমঠামে পরামর্শ শুনিবার আগ্রহে কতই উৎকট ভঙ্গী দেখাইতে লাগিলেন। জহরকৃষ্ণ চারিদিকে চাহিয়া চুপি চুপি পরামর্শ বলিতে আরম্ভ করিলেন। পরামর্শের গোড়ার কথাটী ঠিক ঠিক সুস্পষ্ট শুনা গেল। জহর বলিলেন, "আমার এক ছড়া হার আছে।" এইটুকু বলিয়াই, আবার চুপি চুপি কথা ধরিলেন। শেষে প্রকাশ পাইল, তাঁহার পরামর্শ পরম অদ্ভুত। পরামর্শে যাহা যাহা তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা এই রকম,—

"আমার একছড় হার আছে। তুমি সেই ছড়াটী লইয়া যাও। বাবুকে দাওগে। তিনি সেই রকম হার বড়ই পছন্দ করেন। দাম বলিও, এক হাজারের কম না, তাহার উপর যত তোমার ইচ্ছা। আমি দিয়াছি, তুমি লইয়া যাইবে, তিনি লইবেন, কিছুমাত্র গোলমাল নাই, পরিষ্কার সোজা রাস্তা। আমি বেত্তজ্ঞানী, তুমি বেত্তজ্ঞানী, তিনি বেত্তজ্ঞানী। তিন

জনেই এক পথের বিশ্বাসী থাকিব ইহার ভিতর অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই ”

একটু চমকিত হইয়া নিকুঞ্জবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন ?—অবিশ্বাসের সম্ভাবনা ভাবেন কেন ? আপনি জিনিস বেচিবেন, আমি সেই জিনিসটী খদ্দেরের বাড়ীতে লইয়া যাইব তিনি তাহা দস্তুর মত যাচাই করিয়া দাম দিবেন ইহার ভিতর অবিশ্বাসের কথা তুলিলেন কি জন্য ?’

হাসিতে হাসিতে নিকুঞ্জের পাশে একটু সরিয়া বসিয়া,—নিকুঞ্জের মুখের কাছে মুখ ঝুঁকাইয়া, বাবু জহরকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, “কি জান ভাই —হাঃ হাঃ—হাঃ।—অবিশ্বাসটা আজকাল সকল লোকেই আগে ভাবে তা যাক্—ও কথা যাক্, আসল কথা শোনো —জহরকৃষ্ণ এইরূপ গোড়াপত্তন করিয়াই, কথার আওয়াজটা একটু খাটো করিলেন। খুব খাটো নয়,—একটু নিকটে থাকিতে পারিলেই সেই খাটো সুর অবশ্যই কাণের কাছে বেশ বাগে বাগে বাজে সুরে বাজিতেছে, “হাঃ হাঃ হাঃ তোমার কাছে অপ্রকাশ রাখিবই বা কি অপ্রকাশ আছেই বা কি।—সবংকাল পর্য্যন্ত থাকবেই বা কি।—ভাই তুমি, প্রাণের ভাই। একে ত এই—তাতে আবার একটী ধর্ম্মের একটী সূত্রে দুজনেই আমরা বুকে বুকে গাঁথা তোমার কাছে কিই বা আমার অপ্রকাশ, আমার কাছেই বা তোমার কি কি কীর্ত্তি অপ্রকাশ ?—কিছুই না তবে কি জানো ভাই ছায়ার সঙ্গেও বাপ থাকে যদি কোন অন্য কাণে আমার এ পরামর্শ যায়, তাহা হইলে ফুরুবে না। সেই জন্য বার বার নিষেধ,—বারবার সাবধান

কথা বুঝ্‌লেন কিনা, আজকাল কাল খারাপ,—সব খারাপ। আরো একটা কথা কি জান—"

জহর কৃষ্ণের কথায় বাধা দিয়া নিকুঞ্জবিহারী বলিয়া উঠি-লেন, "আপনি কি বলচেন, আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না। জিনিষ আপনার, আপনি বেচবেন, তাতে আবার দেশ কাল কি? লোকের ভাল মন্দতে কি এসে যায়? আপনিত আর জুয়াচুরি কর্ত্তে বসেন নাই, আর কখন কিছু জুয়াচুরি করবেনও নাই তবে আর আপনার ভয় কি? ছায়ার বাপ থাক্‌লো না থাক্‌লো তাতে আপনার ক্ষতি কি? এতেই বা এত গোপন পরামর্শ কেন? চুপি চুপি কথা কেন? লুকোচুরির দরকার কি? আসল জিনিষ, আসল দাম; নিজের জিনিষ নিজে বেচবেন, জানলেই বা লোক;—শুনলেই বা লোক, আপনার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি?

"ক্ষতি নাই?—বিলক্ষণ ক্ষতি আছে" অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে উচ্চ এবং রুক্ষ কণ্ঠে জহরকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন, "ক্ষতি নাই? বিলক্ষণ ক্ষতি আছে তুমি ছেলেমানুষ,—অতি ছেলেমানুষ—কিছু বোঝ না কিছু জান না, জগতের ভাবগতিক কিছু জাননা—লোক চেন না"

বাবু নিকুঞ্জবিহারী নিতান্ত অধীর হইয়া কহিলেন, "আপনার উদ্দেশ্য আমি কিছুই বুঝাতে পারচিনা অত ঘোরফের ছেড়ে দিন, সাদা কথায় বলুন কি কর্ত্তে হবে?—হার বেচতে হবে বাবুকে তাঁর ইচ্ছে হয়, পছন্দ হয়, নেবেন, প্রপার (Proper) দাম দেবেন পছন্দ না হয় না নেবেন, আপনার জিনিষ আপনি ফেরত পাবেন;—তাতে আর এত কথা,

এত আড়ম্বর, এত ভূমিব কেন?—এতে আর গোলমালই বা কি?"

"গোলমাল? অনেক গোলমাল আছে তাই বলছি, একটু স্থির হও,—একটু চুপ করে শোন, অনেক কথা, অনেক কাজ,—কেবল হার বেচা নয়। অনেক বেচা কেনা কর্ত্তে হবে, অনেক ফন্দি খাটাতে হবে অনেক মতলব ভাঁজতে হবে। এস দেখি উঠে, এখানে বসে সে সব কথা হতে পারে না — হবারও নয় এখানে অনেক লোক আসতে পারে অনেকের সামনে এসব কথা বলবার নয় —কি জান, কথা তিন কাণ হলে ফেরে না এস, আমার সঙ্গে এস—ঐ পাশের ঘরে এস সেই খানে সব শুনবে—সব জানবে, তখন বুঝতে পারবে কাণ্ডটা কি? কাণ্ডটা কি? করিতে হবে কি?"

এই বলিয়া বাবু জহরকৃষ্ণ নিকুঞ্জ বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া সেই আটচালার ভিতর দিয়া আর একটী ছোট কুটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন গৃহে একটী সেজ জ্বলিতেছিল গৃহে প্রবেশ করিয়াই জহরকৃষ্ণ দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিলেন।

প্রায় একঘণ্টা অতীত হইলে, বাবু জহরকৃষ্ণ নিকুঞ্জ বাবুর হস্ত ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে পুনর্ব্বার আটচালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন জহরকৃষ্ণ বলিলেন, "কেমন ভায়া এখন বুঝতে পারলে আর ত কোন গোল নাই এখন যাও যেমন যেমন বলে দিলাম, ঠিক সেই রকম করিবে, সেই রকম বলিবে, -সেই রকম চলিবে সকল দিক বজায় থাকিবে। দেখিতে দেখিতে টাকার গাদীর উপর চড়িয়া উঠিবে বুঝলে ত।"

"আর বলতে হবে না। সব বুঝতে পেরেছি সব ঠিক হবে কোন ভাবনা নাই এখন তবে চল্লেম রাত্রিও হয়েছে কাল ঠিক এই সময়ে, রাত্রি আটার পর অর্দ্ধ বাবুর ওখানে দেখা হবে কেমন?—তবে এখন যেতে পারি"

সেই বলিয়া নিকুঞ্জবাবু বাবু জহরকৃষ্ণের হস্তে হস্ত প্রদান করিয়া সে রাত্রের মতন বিদায় গ্রহণ করিলেন

জহরকৃষ্ণ বাবুও সে রাত্রের মত বাগানবাটীর অভিনয় সমাপন করিয়া হেলিতে দুলিতে টলিতে টলিতে বাস বাটীর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন

একাদশ উল্লাস।

গোমেষ বাবু নাম রহস্য

ছিল চূড়া ধড়া, পাঁচনবাড়ী, এখন রাজবেশ.
আমরি আমরি হরি, বেশ বেশ বেশ"

বুড কবি

গোমেষ বাবু নামটা কিছু নূতন নূতন —কিছু রহস্যপূর্ণ পাঠকপাঠিকারা বলিবেন এ আবার কি রকম নাম? গোমেষ! এমন নাম ত কখন শুনি নাই —বৈয়াকরিণক ভাবিবেন গো আর মেষের একসঙ্গে দ্বন্দ্ব সমাসেই বুঝি গোমেষের উৎপত্তি

আবার যাহারা আজকাল নিছক ইংরাজীতে চলে ফেরে বেড়ান তাঁহারা বলিবেন, লোকটা বুঝি আধা ইংরাজ আধা বাঙ্গালী —আধা খৃষ্টান আধা ব্রাহ্ম —আধা হরি আধা হর কতক কৃষ্ণ কতক কালী কিন্তু আমরা ঠিক জানি, তাঁহার আধা আধি ভাগাভাগি কিছুই নাই —তাঁহার প্রকৃত নামই গোমেষ বাবু —তিনি দেশের নামজাদা একজন হিন্দুর সন্তান খুব ধনী, —খুব বড়দরের লোক *

জেলা বীরভূমের গৌরহরি বাঁড়ুজ্যে একজন সম্ভ্রান্ত জমীদার গৌরহরি বাবু গোঁড়া হিন্দু—বৈষ্ণব চূড়ামণি। আমাদিগের গোমেষ বাবু সেই গৌরহরি বাবুর একমাত্র বংশধর কিন্তু অত বড় ধনী লোকের একমাত্র বংশধরের ওরূপ কিম্ভূত-কিমাকার নামকরণের কারণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে,বাল্যকাল হইতে গোমেষ বাবুর পিতা তাঁহাকে 'গমি গমি" বলিয়া ডাকিতেন। গৌরহরি বাবু যেমন সেকালের লোক ছিলেন, তেমনি সেকালের মতন রাজভাষাটায়ও যথাকথঞ্চিৎ আয়ত্ত লাভ করিয়াছিলেন জেলার সকল লোকেই জানিত, জানিত কেন, সর্ব্বদা সকলে বলাবলিও করিত যে,ইংরাজী ভাষাটা গৌরহরি বাবুর এক চেটে, —তিনি ইংরাজি ভাষা কেটে জোড়া দিতে পারেন তাঁর মতন ইংলিসম্যান আজিকার বাজারে

* কিন্তু কুষ্ঠি দর্শনে পরে প্রকাশ যে, তাঁহার প্রকৃত নাম নরহরি,—কার্য্যক্ষেত্র সংসারক্ষেত্রের কার্য্যগতিকে দোলায় দুইয়াই তিনি নরহরিত্ব-পরিত্যক্ত হইয়া গোমেষত্ব ধারণ করিয়াছেন

খুঁজিয়া পাওয়া যায় না জমিদার গৌরহরি বাবুরও সে অহঙ্কারটা বিলক্ষণ ছিল তিনি ভাবিতেন সংসারে থাকিতে হইলে দুইএকটা ইংরাজি চালে চলা বড় আবশ্যক তা না হলে সাহেব সুবার কাছে মান পাওয়া যায় নাই। বিশেষ তাঁর মতন বড় লোকের পক্ষে এ নিয়মটা অগ্রে রক্ষা করা চাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গৌরহরি বাবু একজন ধনাঢ্য জমীদার। সুতরাং সময়ে সময়ে অনেক বড় বড় সাহেব সুবো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন —অনেক ভাল ভাল সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্বও ছিল। সময়ে সময়ে কলিকাতার দুই একটা সাহেবি মজলিসে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত:—তিনিও আসিতেন এইরূপ সাহেবি মজলিসে আসা যাওয়া থাকায়, গোঁড়া হিন্দু হইয়াও তাঁহার বাহ্যিক চালচলন একটু আধটু সাহেবী ধরণের হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সেই সাহেবী নিক্‌নামের অনুকরণে নিজ প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রকে আদর করিয়া 'গমি' বলিয়া ডাকিতেন —বাড়ুয্যে মহাশয়ের পরিচিত অপরিচিত গৌরাঙ্গ প্রভুরাও বীরভূমের বাটীতে শুভ পদার্পণ করিলে জমীদার বাবুর প্রিয়পুত্রকে মিষ্টায় গমি সম্বোধনে সম্ভাষণ করিয়া গমির গমি নামের গৌরব বাড়াইয়া দিতেন —আর গমিচন্দ্রকেও অন্য কেহ গমি বাবু না বলিলে ক্রোধ ও অভিমানে চতুর্দ্দশ ভুবন একেবারে রসাতলে পাঠাইতে বসিতেন

বাল্যকালের সেই আদরের গমি নাম হইতেই গোমেষ নামের উৎপত্তি এখন গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র গোমেষ চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে গোমেষ বন্দ্যো

এই ত গেল নামের ব্যুৎপত্তি এক্ষণে বন্দ্যো মহাশয়ের এ দিগের ব্যুৎপত্তির বিষয়ে বিশেষ কিছু না বলিয়া রাখিলে পাঠকপাঠিকাগণের উৎকণ্ঠা দূর হইবে না। সেই জন্য শ্রীমান গোমেষ বাবুজীর বাল্যজীবন হইতে যৌবনের প্রবেশ দ্বার পর্য্যন্ত জীবনীর ইতিবৃত্ত অঙ্কিত করিতে অগ্রেই অগ্রসর হইতে হইল

পুত্রবৎ শুভ পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে গৌরহরি বাবু বালকের বিদ্যাশিক্ষার্থ বাটীতে একজন সুপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দিলেন শুভ দিনে শুভ লগ্নে গোমেশ বাবুর হাতে খড়ি হইল। গুরু মহাশয়ের আত্যন্তিক যত্নে জমিদারপুত্র বসু বর্ষের শেষদিনে ষোড়শস্বরের আদ্যবর্ণত্রয়ের অধিবোধে অধিকার লাভ করিলেন অনন্তর আরো বর্ষত্রয় ধরিয়া স্বরবর্ণ সাধনা করিয়া আপনাকে কৃতবিদ্য বোধে সুবোধ গোমেশ বাবু গুরুদেবের সহিত ফারখৎ-নামা লেখাপড়া করিয়া দিলেন গৌর-হরি বাবু তাঁহার পরম বন্ধু উড সাহেবের পরামর্শে ইংরাজী শিক্ষার জন্য পুত্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া মহাত্মা মিশনরীগণ প্রতিষ্ঠিত কলিকাতাস্থ সুপ্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন গোমেশ বাবুর ইংরাজী লেখাপড়া আরম্ভ হইল গোমেশ বাবু কলিকাতাবাসী হইলেন

কলিকাতার জল বায়ুর গুণে জমিদারপুত্র ক্রমে ক্রমে বিবিধ গুণরাশি পরিভূষিত হইয়া উঠিলেন নব্য-সভ্য-ইয়ার-সমাজে, বেশবিলাসিনী বারনারী মহলে, গোমেশ বাবুর নাম ডাক বাড়িয়া উঠিল পিতৃবন্ধু উড সাহেবের রিকমেণ্ডেসনে (Recommendation.) দু-দশটা শ্বেতকায়-সম্প্রদায়েও তাঁহার বিশেষ

প্রতিপত্তি দাঁড়াইবা গেল —ইংলিস একিকেটের গুণে সামাজিক আচারব্যবহার লোকলৌকিকতায় গোমেষ বাবু অতি অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে গোমেষচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গিষ্টার গোমেষ-বন্দ্যো হইয়া পড়িলেন

অর্থেন সর্ব্বে বশা যার অর্থ আছে সামান্য পশুপক্ষী হইতে ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু বরুণ পর্য্যন্ত তাহার বশীভূত হয় —যাহার অর্থআছে সে ব্যক্তি অর্থবলে মূর্খ হইয়াও বিদ্বান, অসাধু হইয়াও সাধু ঘোর কপটাচারী নৃশংস নিষ্ঠুর হইয়াও পরম দয়াময় গোমেষচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতুল ধনের অধিপতি —প্রসিদ্ধ জমিদারের একমাত্র পুত্র, দশজন সাহেব সুবোর সঙ্গে খুব আলাপ—খুব মাখা মাখি।—কাজেই, ফলতঃ কিছুই হউক আর নাই হউক দেশের দশজনে জানিল যে গোমেশ বাবু ইংরাজী বাঙ্গালা পাত্রিতে একজন পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন কেহ কেহ বলিল, "হবে না বত বড বাপের বেটা —কত বড লোকের বংশ। কত বড় বিদ্বানের পুত্র —হবে না?—ওঁর হবে না ত হবে কার?' —বৃদ্ধ গৌরহরিও আহ্লাদে আটখানা —পুত্রের সুযশ—সুখ্যাতি শুনিলে কোন পুত্রবৎসল পিতামাতার হৃদয় ন অতুল আনন্দসাগরে ভাসমান হয়? বিশেষ আবার, বিশিষ্ট বিভবশালীর পুত্র যদি বিদ্যারত্নে পরিভূষিত হইয়া উঠেন তাহা হইলে তৎ পুত্রের পিতামাতা আত্মীয় পরিজনের কি আর আনন্দ রাখিবার স্থান থাকে? জমীদার গৌরহরি আজকালকেকাজেই আহ্লাদে আটখানা —পুত্রের গুণ গৌরবে গৌরবান্বিত।

তিনি পুত্রকে কলিকাতা হইতে স্বদেশে আনাইলেন। গোমেষ বাবুর গর্ভধারিণী জীবিতা ছিলেন না। সুতরাং হৃদয়ানন্দ নন্দনের আনন্দবর্দ্ধনে একমাত্র পিতাই আজ অভিমুখী, একা গৌরহরি বাবুই আজ যত আনন্দ এক চেটিয়া করিয়া লইলেন।

দেশের লোকের, গৌরহরিবাবুর নিকটস্থ দূরস্থ আত্মীয়-কুটুম্বেরা গোমেষ বাবুকে দেখিতে আসিলেন,—সকলেই দেখিলেন। কিন্তু অনেকেই আজ গোমেষ বাবুকে দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না,—চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না?

শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে থাকিয়া গরু চরাইতেন, ননী চুরী করিতেন, পীতধড়া পরিতেন, মাথায় চুড় বাঁধিতেন। কিন্তু কংশালয়ে গিয়া মাতুলের পদ অধিকার করিয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া গরুচরাণ কাজটা আর তাঁহার ভাল লাগিল না। পাচন বাড়ির পরিবর্ত্তে হাতে এখন রাজদণ্ড, গোপালের পরিবর্ত্তে এখন ভূপাল, গোপাঙ্গনাগণের করগ্রহণের পরিবর্ত্তে এখন রাজকরের অধিকারী। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে বেশেরও পরিবর্ত্তন হইল।—পীতধড়া পরিত্যাগ করিয়া রাজবেশ পরিধান করিলেন, শিখিপুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া রাজমুকুট শিরে ধারণ করিলেন; বনমালা বনফুল পরিত্যাগ করিয়া মণিমুক্তায় দেহের শোভা বৃদ্ধি করিলেন,—কাজেই দুঃখিনী ব্রজবাসিনীগণ মথুরায় আসিয়া সহসা আর তাহাদের ব্রজের সেই সাধের আঁধার মাণিক কালো মাণিক বলিয়া চিনিতে পারিল না অথবা চিনিয়া চিনিল না।

আমাদিগের গোমেষ বাবুরও আজ সেই অবস্থা। এখন আঁ

তাঁহার সেই ধড়া চূড়াও নাই সে ব্রজের ভাবও নাই এখন হ্যাট-কোট বুট দস্তানায় তাঁহারা পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে শিরস্থ কেশ পর্য্যন্ত আবরিত,—সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজীতে কপোলদেশ পরিভূষিত—নীল নীরদ সুবিশাল চশ্মু বক্ষরে চন্দ্রচক্ষু আচ্ছাদিত জমীদার গৌর-হরির গোমেষ বর্ণী কৃষ্ণচন্দ্র আজ আপাদমস্তক কৃষ্ণপরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন—আর তাঁহার সে ব্রজবুলি নাই—ন্যাষ্টি বাঙ্গালা ভাষার বিপর্য্যয় বর্ণমালা আর তাঁহার দন্তোষ্ঠকে ক্লিষ্ট করে না সাফাই বিলিতি বুলির খরস্রোতে তিনি আজ সমাগত সম্বর্দ্ধনা কারীগণের অভ্যর্থনা করিতেছেন থেকে থেকে চাকর নফর দাসদাসী গণের উপর অবিশ্রান্ত ড্যাম বৃষ্টি করিতেছেন, আর সম্পর্কীয় গুরুজন গণকে সন্দর্শন করিয়া নাসাগ্র সমীপে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী সঞ্চালন দ্বারা তাঁহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করিতেছেন কাজেই অনেকেই আজ গোমেষ বাবুকে প্রকৃতপক্ষে চিনিয়াও চিনিতে পারিলেন না—বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না অনেকেই নির্ব্বাক, নির্নিমেষ, নিস্পন্দ, নিশ্চল। ক্রমে জেলাময় গোল হইয়া পড়িল, বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের পুত্র সাহেব হইয়া গিয়াছে, আর তাহার জাতিও নাই, কিছুই নাই। গোল হইল বটে, সকলে কাণাঘুষো করিল বটে কিন্তু মুখ ফুটিয়া কেহ সুস্পষ্ট কোন কথা বলিতে পারিল না কি করিয়া পারিবে? জমিদারের ছেলে, তাহার উপর গোমেষ বাবু সম্প্রতি রাহমপুরের ডেপুটী বাবু হইবেন কাহার এমন মাথার উপর মাথা যে এক কথা কয়? তাহা হইলে গৌর-হরি বাঁড়ুয্যে নিস্তার রাখিবে না দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের বৃত্তিবার্ষিকের দফা একবারে রফা হইয়া যাইবে সামান্য

গৃহস্থ লোক কি পরিবেশে পরের কথায় থাকিবা ? বেন দেশে একঘরে হইয়া পড়িবে ?—বাপ্, কে ও কথায় থাকিতে যাইবে গরিবের বিপদ পদে পদে পয়সার জোর বড় জোর। নির্ধনের বাপ আঁটকুড়।

একবার একটা গোলমাল, হাউচাউ হইল বটে, কিন্তু গৌরহরির মুখের তোড়ে অর্থের জোরে সে ঢেউ অমনি থামিয়া গেল কলঙ্কের আগুন নেবো নেবো ছাই চাকা হইয়া রহিল গৌরহরি বাবু বলিলেন, "ইংরেজ বাহাদুরের রাজত্ব —যে রাজার রাজ্যে বাস করিতে হয়, বশম্বদ রাজভক্ত প্রজাগণের কি উচিত নয় যে, সাধ্যমত্নে রাজভক্তি প্রদর্শন করা? এ কোন্ কথা, রাজভাষার রাজপ্রথার গৌরব রক্ষা, করিব না ?—আমার গোমেব সর্ব্বাংশেই আমার পুত্রনামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে! মহারাণী ভারতেশ্বরীর স্বর্ণ-মালাভূষিত বর্ণশ্রেষ্ঠ সুবর্ণপতি সবর্ণগণের নিকটে আমার যতদূর মানসম্ভ্রম ছিল, বাবাজী আমারসর্ব্বাংশে সেই মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছে। আজ শ্রীমান গোমেশ চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে নন্দীঘাটী কুল উজ্জ্বল,—আমাদের বংশ উজ্জ্বল —আমার মুখ উজ্জ্বল এমন কার হবে? কে বলে আমার পুত্র খৃষ্টান? সে কখনখৃষ্টান হয় নাই, হইতেও পারে না আমার পুত্র খৃষ্টান? এ কথাই নয় তাহা হইলে সে গুরুঠাকুরকে দেখিয়া কখন হাতেকপালে করিত না আমার সহিত সেকেণ্ড করিয়া অসাধারণ পিতৃভক্তির প্রমাণ দেখাইত না —তবে কোট, হ্যাট, বুট, মোজা এ সকল না হলে আজিকার বাজারে সভ্য হওয়া যায় না —বড় মজলিসে যা

যায় না, সাহেব সুবোর সঙ্গে দেখা করা যেতে পারে না।—অসভ্যের মত—মূর্খের মত কাচাকোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া সর্ব্বাঙ্গ বাহির করিয়া সর্ব্বসমক্ষে, বাহির হওয়া অতি পাষণ্ডের অতি নাস্তিকের, অতিবেল্লিকের কাজ পেণ্টুলন পরিয়া কি হিন্দুয়ানিযায় বুট পায়ে দিয়ে হ্যাট মাথায় দিয়া কি হরিনাম হয় না অবশ্য হইবে কে বলে হইবে না। সাহেবে যদি সাধ করিয়া কাপড় পরিধান করে তাহা হইলে কি সাহেবের সাহেবত্ব যায়, না তাহার খৃষ্টিয়ানী লোপ পায়? কখনই না তবে যে আমার গোমেয় বাবাজী একটু আদটু সুরা পান করে সেটা কেবল উচ্চ সমাজ রক্ষার জন্য,—আপন ডিপুটী পদের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য তাহাতে কি এসে যায়? আর তাহার কলিকাতা থাকা অভ্যাস কাজেই এখানে থাকিলে শরীরটা নষ্ট হইবার ভয়ে ডাক্তার উড সাহেবের পরামর্শে একটু আদটু মাংস, তাও মোল মেয় ভেড়া ছাগল নয় দুটো একটা পাখী আর শাস্ত্রতেও যবে লিখছে বন্য কুক্কুট বন্য বরাহ অতি পবিত্র অতি উপাদেয় ও হিন্দুর অবশ্য খাওয়া তাতে কখন হিঁদুয়ানী লোপ হতে পারে না বিশেষতঃ ঔষধার্থে বিষং পিবেৎ ঔষধের জন্য বিষও খাওয়া যায় তবে যে সব মুসলমানেরা রন্ধন করে দেয়? কি করবে? এ দেশের হতভাগা ব্রাহ্মণ গুলো যে অন্ন ব্যঞ্জন কিছু জানে না, রাঁধতে জানে না মুসলমানের হস্তে ভক্ষণ করিলে যদি জাতই যায় টিকের আগুনে তামাক খেলেও তবে জাত যায়, হিঁদুয়ানী লোপ হয়। তবে আর জাত রইলো কার? আমাদের দেশটা একবারে উৎসন্ন একবারে অধঃপাতে গিয়াছে। এই যে গোলমালা

এই যে এত কথা এ সকল কেবল হিংসা—হিংসা হিংসা, আমার ছেলেটী ভাল হয়েছে, ভাল লেখা পড় শিখেছে, ভাল পদ পাইয়াছে তাই সকলে হিংসায় জ্বলিতেছে, পুড়িতেছে, মরিতেছে, এমন দেশে বাস করিতে নাই এমন সকল লোকের মুখ দর্শন করিলেও পাপ

এইরূপ নানাবিধ আত্মাশোধক যৌক্তিক বও তায় জমিদার গৌরহরি নিজপুত্রের হিঁদুয়ানী বজায় রাখিয়া ক্রমে দেশ মাথায় করিয়া তুলিলেন দেশের লোক সব চুপচাপ, সব নিরস্ত কাহারও মুখে আর টুঁ শব্দটী নাই।

এতক্ষণে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিলেন যে, আমাদের গোমেষ বাবু বড় একটু ছোট খাট লোক নহেন জমিদার গৌরহরি বাবুর পুত্র, রহিমপুরের ডিপুটী সাহেব —তবে নামের গোলমাল সেটা কেবল বাবুজীর নবাতের ঘোরফেরে গোমেষের সামিল হইয়া গিয়াছে সে বিষয়ে আর আপনাদিগের বা আমাদিগের কোন হাত নাই—দোষ নাই কিছুই নাই

দ্বাদশ উল্লাস।

ডিপুটী কমিটী, জহবেব জহুরো

"বিপদি ধৈর্য্য মথাভ্যুদয়ে ক্ষমা,
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ
যশশি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতি সিদ্ধ মিদং হি মহাত্মনাং"

হিতোপদেশ

বহিমপুবেব একটী প্রকাণ্ড বাঙ্গলায ডেপুটী বাবুব বাসা, কাছাবি মজলিস্ সবই হইত সবই চলিত বেলা ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কাছাবি হইযা গিযাছে, তাহাব পবে এজলাস্ উঠিয়া মজলিস্ বসিযাছে এজলাসেব কাষ্ঠাসনগুলি স্থানান্তবিত হইয়া কাবপেট আব তাকিযা তাহাদেব পদ অধিকাব কবিযাছে আব-আবদালী পিযাদাব ভীম হুঙ্কার-ববেব পবিবর্ত্তে কোকিল-কণ্ঠী কামিনীকণ্ঠেব সুবলযগঠিত সুললিত মধুব কণ্ঠে উৎকণ্ঠাকুল সমাগত সভ্য মণ্ডলীব মনোহবণ কবিতেছে,

আসব সবগবম ক্রমে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। একজন পবিচারক আসিযা গৃহস্থিত তিনটী সেজ জ্বালিযা দিযা গেল —বাতিব আলোকে ঘব আলোকিত হইযা উঠিল। এস পাঠক আমবা একবার মজলিস্ গৃহে প্রবেশ কবি ভয় নাই,—অনিমন্ত্রিত হইলেও অনধিকাব প্রবেশের

জন্য ডিপুটী বাবু বোধ হয় কিছু বলিবেন না আমরা শুনিয়াছি, ডেপুটী বাবু যেমন একজন ইয়ার, তেমনি সৌখিন, মজলিসবাজ অমায়িক লোক —তাঁর কাছে সকলেরই অবারিত দ্বার —সকলেরই সমান আদর।

ঐ দেখ—মজলিসের ঠিক মাঝখানে দেহের স্থূলতা-প্রমাণ একটী প্রকাণ্ড তাকিয়ায় পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া অর্দ্ধ শয়ান ভাবে স্বয়ং ডেপুটী অবতার মূর্ত্তিমান অবতীর্ণ ওঁরই নাম শ্রীল শ্রীযুক্ত গোমেষ চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি আবার এক বোড়া উপাধির বোঝা কাঁধে পিঠে, মাথায় বাঁধিয়া শ্রীলশ্রীযুক্ত রায় গোমেষ চরণ বানরজি বাহাদুর কাণী অ্যা সই— ইত্যাদি ইত্যাদী ইত্যাদি—হইয়া দাঁড়াইয়াছেন কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, তিনি স্বীয় নামশ্রী দস্তখৎ করিবার সময় কেবল মাত্র মিষ্টার গোমেষ বন্দ্যো—(Ms Gomosh B nda)—ই "লিখিতেন,—বাহাদুর হইয়া তিনি কখন নামের বাহাদুরী দেখাইতে চেষ্টা বা বঞ্চনাও করিতেন না সুতরাং তাহাকে একজন পাকা সরল অমায়িক লোক —অহঙ্কার, আত্মশ্লাঘা, অহিমা, গরিমার কোন ধারই ধারিতেন না,—তবে ধারিতেন, একটু নামের উপর, চালের উপর, কৈফিয়তের উপর, আরদালীর উপর, আসামী ফরিয়াদীর উপর স্বজাতির স্বদেশীর উপর কতক ড্যাম কতকটা বিলাতী চাল, বিলাতী ধরণ, বিলাতী চাল বিলাতি বলন —তাই লিখিতেন জি বন্দ্যো বলিতেন ড্যাম করিতেন সেকহ্যাণ্ড আর আহার করিতেন চপ্ কোপ্ত ফ্রাই;—তা পঁইশাকেরই হউক আর ড্যাঙ্গো পালমেরই হউক, কাদা চিঙ্গড়ীর হউক আর ফাউল মটন হউক। আহারীয় দ্রব্যের

নাম গুলো কিন্তু ইংরাজীতে বলা চাই। ঠিক তাও বলি আমাদিগের ডেপুটী বাবুর এ অভ্যাসটি তাঁহার হেরিডিটারি অর্থাৎ পৈতৃক। তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেব সুবিজ্ঞ গোঁড়া বৈষ্ণব চূড়ামণি হইয়াও অর্থের ও কালের মহাত্ম্য সম্যক বজায় রাখিবার জন্যই পুত্ররত্নে চিরকালই ইংরাজী চালে তরিবৎ করিয়া আনিয়াছিলেন। নিজেও অনেক সময়ে বিলাতী চালের সীমা অতিক্রম করিতে সাহসী হইতে পারিতেন না। সুতরাং পিতৃভক্ত উপযুক্ত পুত্র পৈতৃক মন্ত্রে মন্ত্রবান হইয়া প্রাণপণে পৈতৃক চাল প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর।

ধান ভাঙতে শিবের গীত। মজলিস দেখিতে আসিয়া,—গান শুনিতে আসিয়া, নাচ—তামাসা দেখিতে আসিয়া কেবল কতকগুলা বাজে কথায় সময় কাটাই কেন? আসুন, পাঠক আমরা ঐ আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত নবব্রাহ্ম বাবু জহরলাল সিং মহাশয়ের এক পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করি। আবার এইযে, নিকুঞ্জ বাবুও আসিয়াছেন।—উনি কে? অটল বাবু না? তাই ত! তবে গ্রামের, জেলার দেশবিদেশের সমস্ত মান্য গণ্য সভ্য মহাশয়গণই আসিয়াছেন। কাহারও আসিতে বাকি নাই। মজলিস্ পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু আজ এ ডিপুটী কমিটীর উদ্দেশ্যটা কি? কেবল নাচ—তামাসা, গান, বাজনা? না, ভিতরে আরো কিছু আছে?

আছে আছে বৈ কি। আছে সব। ঘি আছে, চিনি আছে, সুজি আছে, মসলা আছে তবে নাই কেবল জল।—যা আছে সকলই কাজের কথা, মজার কথা, সার কথা। নাচ—তামাসা কেবল একটী উপলক্ষ মাত্র। ভিতরের মর্ম্ম অনেক কাণ্ড

অনেক গূঢ় রহস্য অনেক,— অনেক অথচ হৃদয়গ্রাহী অপেক্ষা করুন, ক্রমে সব জানিতে পারিবেন

মজলিস্ নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে টুঁ শব্দটী নাই। ডিপুটী বাবু নিস্তব্ধ- সমাগত সভাসদগুলী নিস্তব্ধ,—গৃহের বায়ুটী পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে ডিপুটী বাবু ডাকিলেন,—"আব্‌ডালি"

শ্রীমুখের বাক্য সম্পূর্ণ নিঃসরণ হইতে না হইতে দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী, সাড়ে পাঁচ হাত দৈর্ঘ্যের পাজামা চাপকান পরিহিত কৃষ্ণকায় একজন মুসলমান লম্ব পদে ক্ষিপ্রগতিতে ডেপুটী বাবুর সম্মুখে বিংশতি হস্তদূরে করশিরসংলগ্নে অর্দ্ধাবনত গ্রীবায় "হুজুর" বলিয়া আসিয়া দণ্ডায়মান হইল

ডেপুটী বাবু তাঁহার চশমাসুশোভিত সুগোল অক্ষিদ্বয়ে ভ্রূকুটী সংযোগ করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর এক সপ্তক চড়াইয়া কহিলেন, "ইউ ড্যাম। উড সাহেবকো চিঠি কোন লে গিয়া"

কম্পিতকলেবরে, কম্পিতকণ্ঠে কম্পিতান্তঃকরণে আবদালি বেচারা করযোড়ে কহিল, খোদাবন্দ। হাম আপসে দে দিয়া

ডিপুটি টোম কাব ডিয়া নেই

আব্‌দালি নেই হুজুর হাম ডাক্তার সাহেব কো নিজ হাতমে দে দিয়—

বিষম সঙ্কটাপন্ন নিরপরাধী আব্‌দালীর বাক্য শেষ না হইতে হইতে গরিব বেচারার শুভগ্রহবশতই ডাক্তার উড়-সাহেব সস্ত্রীক ডেপুটী মজলিসে আসিয় উপস্থিত ডেপুটী গোমেষ বাবু অমনি এক লম্ফে আসন পরিত্যাগ করিয়া

বিভীষণ বদনে এক গাল হাঁসিয়া সানন্দে গিব সঞ্চুন্দরী সাহেব মহোদয়ের দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিলক্ষণ রূপ আলোড়ন করিয়া "দেন গুডইভনিং, কাম্ টেক সিট বাইমি টেক সিট প্লিজ; ভেরি হ্যাপি,—ভেরি হ্যাপি আই অ্যাম (Then good evening come take seat by me take seat please, very happy very very happy I am তবে নমস্কার, আসিতে আজ্ঞা হয় বসিতে আজ্ঞা হয় বড় খুসী হইলাম)" বলিয়া সোমের বাবু সস্ত্রীক উড সাহেবকে নিজের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দুই খানি বেত্রাসনের উপরে আনিয়া বসাইলেন

আমরা বলিতে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি যে ডেপুটী বাবুর বসিবার স্থানের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে তিন খানি চেয়ার ও কারপেটী-আচ্ছাদিত একটী বিস্তৃত টেবিল সংস্থাপিত ছিল ডেপুটী বাবু তাহারি একখানিতে উড সাহেবকে এবং অপর খানিতে মিষ্ট্রেস উড্কে পরম সমাদরে বসাইয়া নিজে সর্ব্বোত্তরের তৃতীয় চেয়ার-খানিতে উপবেশন করিলেন।

উডসাহেব মজলিসের চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া সমাগত লোকজনকে একবার ভাল করিয়া বাছিয়া বাছিয়া দেখিলেন,—কলিকাতা হইতে তিন দিনের জন্য ইনগেজমেণ্ট করা মজলিস নর্ত্তকী বাঙ্গালিকী বাইজি চতুষ্টয়ের প্রতি সতৃষ্ণকটাক্ষপাত করিয়া ডেপুটী বাবুর দিগে ফিরিয়া মৃদু-হাস্যে কহিলেন, " গুডপার্টি,— ফাইন লেডিস্,—গো অন্—গো অন—(good party, fine ladies, go on go on) চালাও — চালাও—"

গৌরাঙ্গ অবতারের শ্রীমুখের শ্রীবাণী শ্রবণ করিয়াই প্রসন্ন গোমেষ বাবু অমনি দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া হুকুম জারি করিলেন, "চালাও,—সুর লাগাও, জল্‌দি সুর লাগাও—

হুকুম জারি হইতে না হইতে পঞ্চমের সুরে তবলা বলিয়া উঠিল, "তাক্‌ তেলাং তাক্‌ তেরেকেটে তেলাং—তাক্‌ তেরেকেটে ধেরে কেটে তাক্‌ তাক্‌ তেলাং"—সারেঙ্গ অমনি সঙ্গে সঙ্গে ইমনকল্যানের আলাপে মজলিস্‌ কাঁপাইয়া দিল বাইজীর পা চলিল মুখ চলিল সুর চলিল হাতনাড়া চলিল চারিদিক্‌ হইতে বাহবাবৃষ্টিতে বাংলা ভরিয়া গেল বাহবার উপর বাহবা,—করতালির উপর করতালি হুররার উপর হুররা এঙ্কোরের উপর এঙ্কোর—স্বরে যেন আগুন ছুটিল সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে শ্বেত পীত লোহিত বর্ণের রুমালে বাঁধা সুবর্ণ-রৌপ্যের গোলাবৃষ্টিতে আসরের মধ্যস্থলে একটী তিনহস্ত উচ্চ পর্ব্বতের সৃষ্টি হইল এক মহড়া শেষ হইল, বাইজিরা যথাস্থানে আসিয়া উপবিষ্ট হইল—সুর থামিল—মজলিস্‌ আবার নিস্তব্ধ, আবার গম্ভীর ভাব ধারণ করিল—ডেপুটী বাবু ডাকিলেন, "অরডালি বরফ পানি বোলাও।"

অমনি দুইহস্তে দুইটী সুন্দর কাচপাত্রে দুইগেলাস সবরফ বেঙ্কিফায়েড ওয়াটার লইয়া অরদালি সাহেব ও ডেপুটী বাবুর সম্মুখে হাজির

ডেপুটীবাবু শাদাজল দেখিয়াই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সবলে টেবিলের উপরে এক বজ্রমুষ্ট্যাঘাত করিয়া, সবুট সঞ্চালনে কহিলেন,—"ড্যাম দি ডেভেল—বিলাতী পানি কাহা?"

অমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন সহযোগী আর দুই গেলাসে আরক্তিম তরল পদার্থ পূর্ণ করিয়া দুই পূর্ণাবতারের সম্মুখে উপস্থিত। সুদক্ষ শোষকদ্বয় নিমেষ মধ্যে পূর্বোক্ত পানীয় শোষণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ডেপুটী বাবু বরফ-পানি মস্তকে দিয়া চেয়ারে বসিয়া বসিয়াই যতদূর হস্ত-প্রসারিত হয় মজলিসের ততদূর পর্য্যন্ত দুই হস্তে এক শিশি সুগন্ধি দর্শকমণ্ডলির আপাদ মস্তকে ছিটাইয়া দিয়া শিশিটি শূন্য করিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ফিন লাগাও।"

অমনি আবার সুর, আবার সঙ্গীত, আবার সঙ্গত, আবার নাচ। বাইজিরা গাইল—

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালি।

"দরশন বিনা আঁখিয়া তেরে সেরেছি।"

ইত্যাদি

গান সমাপ্ত হইতে না হইতে বিষমে বাধা দিয়া ডেপুটি বাবু মস্তক দুলাইয়া কহিলেন, "এন্‌কোর, বাইজি, বাঙ্গালা লাগাও।"

বেতালা বেলয় ডেপুটি বাবুর হুকুম জারিতে সুবেশা ভেড়ুয়া মহাশয়েরা মনে মনে চটিয়াও, হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়াও, হাকিমের হুকুম তামিল করিবার জন্য হুঁ হুঁ করিয়া অমনি ধরিল—

"যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী।"

বাইজিরাও অমনি স্বরের সুরস মিশাইয়া, আদিরসের অবতারণা করিয়া, কোরস দিয়া গাহিয়া উঠিল—

"বিনে সেই বাঁকা শশী রাকা শ্যাম গুণমণি।"

তার পর অন্তরা।

"শুকালো কমল মালা, বাড়িল বিরহ জ্বালা,
কাঁদে যত ব্রজবালা, বিনে কালা গুণমণি।"

চারিদিক হইতে দুই হাজার এনকোর! অমনি ডেপুটি বাবু তারা গ্রামের গান্ধারে বলিয়া উঠিলেন, "খিন্ লাগাও;— ফিন্ পানি বোলাও। বিলাটি পানি বোলাও।"

অমনি আবার বরফ, আবার পানি, আবার ব্রাণ্ডি, আবার গান।

এইরূপে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল অতীত হইল,—মজলিস ভাঙ্গিল। যাঁহারা দর্শনী দিয়া দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে একে একে অদৃশ্য হইলেন। ডেপুটি বাবু উঠিলেন, সাহেব উঠিলেন, বিবি উঠিলেন, বাইজিরা উঠিল;— ডেপুটি বাবুর পশ্চাৎস্থিত একখানা যবনিকা উন্মুক্ত হইল, বাইজি-সস্ত্রীক সাহেব প্রমুখ রায় গোমেষ চরণ বাহাদুর উন্মুক্ত পর্দা-গৃহে প্রবেশ করিলেন,— আবার পর্দা পড়িয়া গেল।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল অন্তরাল-বিহারের পর রায় ববোধ বাসনী বাবু বিলাসিনীগণের সহিত খনিতানবোধ-বিরোধি ব্রিটন-নিবাসী বীরপুরুষের বাম কর ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে, হেলিতে দুলিতে, আপনা আপনি বকিতে বকিতে রায় বাহাদুর ডিপুটী মহাশয় আবার আসিয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। বাইজী মহল ক্রমে ক্রমে আসর খালি করিয়া দিয়া

অনুচরগণের সহিত বিশ্রাম গৃহে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালার মধ্যে রহিলেন কে? মান্যবর গৌরাঙ্গ অবতার সস্ত্রীক পি, পি, উড্, রায় মিষ্টার জি বন্দ্যো বাহাদুর, প্রবংশধর পিতা বুদ্ধিমান অটল কৃষ্ণ সিং, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুচতুর বঙ্কৃষ্ণ আর কুটির কৃষ্ণের গ্রাস ও সমাজ কে ও সেই নিকুঞ্জবিহারি

পাঁচ মিনিটের জন্য মজ্‌লিস একবারে নিস্তব্ধ, গৃহের বায়ুটি পর্য্যন্ত নিশ্চল, শামাদানের বাতীর শিখাটী পর্য্যন্ত নিশ্চেষ্ট,—সকল

পাঁচ মিনিট পরে পাকা জহরি জহরকৃষ্ণ মুখের পূর্ণচ্ছেদের আচ্ছাদন উত্তোলন করিয়া, কোটর চক্ষু দুইটী আনন্দে একটু বিস্ফারিত করিয়া, স্তম্ভ-বিনিন্দিত কটিদেশ কিঞ্চিৎ দক্ষিণে হেলাইয়া, বিলোম ভ্রূকুটি বিস্তার পূর্ব্বক সাহেবপুঙ্গব ডিপুটি সাহেবকে শ্রুকর্ণ সম্ভাষণে কহিলেন,—"তবে আর কি, এইবার আমাদের কাজের কথা আরম্ভ হউক, ওর নাম কি দাদাও এখানে উপস্থিত, আমি ত নিজেই আছি,—ওর নাম কি—আমাদের নিকুঞ্জ বাবু আর ডাক্তার সাহেব তো আছেনই, ত' র আর কেন? আপনি কি বলেন হুজুর? ওর নাম কি—কেমন দাদা?"

দাদা অটলকৃষ্ণ তিনবার ঢোঁক গিলিয়া,"তা বই কি—শুভস্য শীঘ্র—তবে এখন হুজুরের মর্জ্জি"—এই কথা বলিতে বলিতে, আসন হইতে একদম্ সছেলামে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিলেন

রায় ডিপুটি বাহাদুর বক্র-গ্রীবায় একটু গম্ভীর চালে, গম্ভীর স্বরে, গম্ভীর দৃষ্টিতে পদমর্য্যাদার গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া একটু নাকি সুরে কহিলেন—"নোঁ, নোঁ (No No), আমার

আঁমট নই, টবে বুজটে পাবেনট, আমানা একটা বড় পদ হোল্ড (Hold) কবি, আব ইংলিস এটিকেট্টা অনেকটা বজায় রাখি … চর্মের মতটাও কটক কটক মানি, টাবলে হিঁদু য়ানি যে একেবাবে গিভ আপ (Give up) কবিছি টা নব; কেন না ডেখনা জলেব ভিটবও মুক্তা থাকে, জল সিঞ্চন কবিলে মুক্তা প ঃ হয় যাহাটে সাব আছে টাহাই ডোহন কবিয় লইবে; কিন্টু বিবাহ বিষয়ে ইংবেজদেব মট খুব ভাল ব্রাহ্মডেবও মত নয়, আর হিন্দুডেবও ছিল একডিন। টা আমি এখন সেই ইংব জি প্রণালীমটে, বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম প্রণালী-মটে, আব আমাডেব পবিট্ ওল্ড (Old) হিন্দু প্রণালীমটে বিবাহ বিষযে পড বিক্ষেপ কবিটে চাই, অর্থাৎ কোর্টসিপ (Courtship) কবিতে চাই, স্বচক্ষে পাত্রী দেখিতে চাই, স্বচক্ষে পাট্রি র রূপ গুণ জানিটে চাই, ম্যাচ (Match) ইকোয়াল (Equal) কি না একবার পবীক্ষা কবিটে চাই, কেন না অনইকোয়াল ম্যাচ (Unequal match) বড় ব্যাড (Bad) মিস্টেব ভাইকাবে ধবে লেখা আছে হোয়াট ডুই উ থিঙ্ক, প্লিজ মাই লর্ড (What do you think, please my lord হুজুর কিরূপ বিবেচনা করেন)? আব আপনাদেবই বা ওপিনিয়ান (Opinion) কি? আর সেই সঙ্গে ভট্চাজ মশায়েবও আগ্রহটা জানটে চাই।

দূরকব। নাচ দেখিতে, গান শুনিতে আসিয়া সব ভুলিয়া গেলাম. আব পাঠক মহাশয়, আপনারও কি ঠিকে ভুল? আসোরের মাঝখানে ঠিক গৌরহবি বাবুব দক্ষিণে গ্রামেব তর্কলঙ্কাব খুড়ো গদাদেব জোড়ে পরিভূষিত হইযা, সুদীর্ঘ

শিক উচ্চ করিয়, গণেশবৎ উপবেশন করিয়া আছেন, আপনিও তাহা এতক্ষণ দেখেন নাই? তা যাহা হউক, ডেপুটী বাবুর সতেজ বক্তৃতায় তর্কলঙ্কার মহাশয় গোঁফে ত গোঁফ ফুলাইয়া, তিনবার মস্তিষ্ক ঘুরাইয়া, বিজয়-পতাকার প্রান্তরূপী শিরস্থ শিখা সার্দ্ধ তিনবার দশ দিকে আবর্ত্তন করিয়, উল্লাসের সহিত দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী-মধ্যমা প্রয়োগ পূর্ব্বক বিভীষণানন ব্যাদান করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অবশ্য অবশ্য, শতবার, সহস্রবার, লক্ষবার পাত্রী দেখবে, খাবে দেখবে, শ্বশুর দেখবে, সব দেখবে, সে কি কথা আর বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহের পক্ষসমর্থনে সমুদ্যোগী হয়ে সফলপ্রযত্ন হয়েছেন, হিন্দুয়ানীও বজায় রেখেছেন; তখন আর আমরা এই জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, ডাক্তার, ব্যবস্থাপক জমীদার সকলে একত্রিত হইয়া সাধুমত দেখাইয়া কায়েত বামনের ভিতরে পরিণয়—প্রথাটা প্রচলিত করে দিয়া এতবড় হিন্দুয়ানীটা আটকে রেখে যেতে পারবো না? অবশ্য পারবো! কি বলেন অটল বাবু, অবশ্য পারবো কেমন বাঁড়ুর্য্যে মহাশয়? অবশ্য হবে।"

"ছিল শরৎশশী শিং, হবেন মিষ্ট্রেস বানার্জ্জি,—ছিল দাসী হবেন ডেপুটী—ডেপুটী ডেপুটী—ডেপুটি ক্স বাহাদুরাণী" সদম্ভে, সদর্পে, সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অহংকারে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার আসনপরিগ্রহ করিলেন অহংকারের আর কোন কথাতে না হউক, কেবল এক লিঙ্গসাধনের জঙ্গবোতে সাহেবপ্রবর উড্ মহোদয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না তিনি হো হো হো হো শব্দে একগাল

বিলাতী হাসি হাসিয়া সাধু বিলাতী ভাষায় বলিলেন, "ব্রাভো।" অনন্তর ডিপুটী কর্ণোগান্তে পঞ্চদশপলপ্রমাণ গুরু তিক্ত বচনসুধা ঢালিয়া দিয়া আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—"আচ্ছা এখন সব কথা আমি বিচার করিতে থাকে তবে ঠিক হইতে পারে এখন আমি চলিলাম।" এই বলিয়া সস্ত্রীক উড সাহেব মস্ মস্ শব্দে মজলিসকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন অমনি একজন আবদালী আসিয়া টেবিলের উপর হইতে সাহেবের টুপী লইয়া দ্রুতপদে সাহেবের অনুসরণ করিল গোমেষ বাবুও গাত্রোত্থান করিয়া সকলের নিকট সে রাত্রের নিমিত্ত সভা ভঙ্গ করিবার অনুমতি লইয়া, সমাগত সভ্যগণকে অষ্টাঙ্গ-সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেতে সময়োচিক সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন, "তবে অদ্য সভার কার্য্য এই পর্য্যন্ত; আগত শনিবারে পুনরধিবেশনে এই প্রস্তাবে লম্বা লম্বা বক্তা দেওয়া হইবে;—মতামত নিট্ এণ্ড ক্লিন করিয়া দেখান যাইবে,—বামন কায়েত এক করিয়া হিঁদুয়ানীর কোমরে জোরবস্তা প্রদান করা যাইবে; অতএব অদ্য সমাপ্ত (Amen) এমেন।"

শেষ বক্তৃতা শেষ করিয়া হাকিম সাহেব গোঁ করিয়া সভা গৃহ পরিত্যাগ করিলেন জমিদার গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সভ্যগণও একে একে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ডেপুটী-কমিটী ভঙ্গ হইল

এতক্ষণে পাঠক বর্গ বুঝিতে পারিলেন, এজলাসে মজলিস কিসের?—মজলিস দেশসংস্কারক, জাতিসংস্কারক, সমাজসংস্কারক,—ধর্ম্মসংস্কারক সভার। প্রতি শনিবার অপরাহ্নে আরম্ভ

হইয়া রাত্রি আটনবটা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইয়া থাকে সভায় চেয়ারম্যান বা চৌকী অবতার স্বয়ং সস্ত্রীক উডসাহেব,—ভাইস অবতার ডেপুটিবাবু, সম্পাদক তর্কলঙ্কার খুড়া,—সংকারী সম্পাদক কুটীরকৃষ্ণ শিং সভার কার্য্যবিবরণী পাঠকগণ অবগত হইলেন অদ্যকার সভার উদ্দেশ্য বিষয় শরৎশশীর সহিত ডেপুটীবাবুর বিবাহের স্থিরতা করণ, বিবাহ বিষয়ে বর্ণভেদের বিরোধ নিবারণ করণ, সর্ব্ববর্ণের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিবার সর্ব্বশাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করণ তাহা হইল সব চুকিল, সভা ভাঙ্গিল,—সিন পড়িল

পাঠকগণ বলিতে পারেন, দেশসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মসংস্কারক সভায় বাইজী কেন,—শাদা, কাল, লাল রং কেন?—খেউড় টপ্পা কেন?

হ্যাঁ, এ কথা আপনারা পাঁচশবার, হাজারবার, লক্ষবার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন কিন্তু ভিতরের সব খপর জানিলে আর এমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে অকারণ বিরক্ত করিতে উদ্যত হইতেন না ভিতরের কথা বলি শুনুন

নাচতামসা প্রতি অধিবেশনে হয় না আজ নাকি ডেপুটী বাবুর বিবাহের একরূপ স্থিরতা হইল আমাদিগের মতে বিবাহের পত্রের দিন সাধারণতঃ একটু আমোদ আহ্লাদ হইয়া থাকে —সেই জন্য, সেই শুভকার্য্যের গৌরব রক্ষার্থই আজ ডেপুটী-কমিটীতে গরবিণী বাইজীগণের আবির্ভাব — রং তামাসার অবতারণা। নতুবা এতটা গড়াইত না —আর এমন সুখের দিনে এতটা না হইলেও চলে না আমাদিগের ডিপুটী বাবুর কর্ত্তব্যবোধটাও অত্যন্ত . —তিনি কখন

বৃথাকম্মে সময় ক্ষেপ করিতে জানে না —তার প্রধান উদাহরণ, অদ্যকার সভাধিবেশন —আমোদ আহ্লাদ হইল, সকলের মনোরঞ্জন হইল, সভার কার্য্য হইল, সাধারণের প্রতিজ্ঞা ও কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হইল —আর পানীয়ের বর্ণবাহুল্যের কথা যদি জিজ্ঞাস করেন, তাহা হইলে সেটা কেবল ইংরাজী শিক্ষার খাতিরে, বিলাতী সভ্যতার খাতিরে, আধুনিক সভ্য-সম্প্রদায়ের খাতিরে, পদমর্য্যাদা রক্ষার খাতিরে সে বিষয়ে আমাদেরও দোষ নাই, আপনাদিগেরও দোষ নাই, ডিপুটী বাবুরও দোষ নাই, কাহারো দোষ নাই ;কেমন সব গোল মিটিল ত ?

ডেপুটী বাবুর উৎসাহে, গ্রামের উৎসাহে, উড সাহেবের উৎসাহে,বহিম পুরের দেশাদি সংস্কারক সভাটীর নামটী ডেপুটী-কমিটী —বুঝিলেন ত ?

ত্রয়োদশ উল্লাস।

দেব-মন্দির —'এ দেবী কে ?"

"কুসুমপঙ্ক-কলঙ্কিত দেহা
গৌর পয়োধর কম্পিত হারা।
নূপুর হংসরণৎ-পাদপদ্মা
ক ন্ন বশীকুরুতে ভুবি রামা"

এই সভাধিবেশনের পরদিন অটলকৃষ্ণ সিংহ শরৎশশীকে

ডাকাইয়া তাহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন পাঠকবর্গ মনে করিয়াছিলেন যে, অপরাজিতার অনুমিত গুঞ্জন লালই বুঝি শরৎশশীর জন্য অটলকৃষ্ণের মনোনীত পাত্র। কিন্তু, তাহা নহে, জমিদার গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত ডেপুটীপদারূঢ় মান্যবর জ্যেষ্ঠ তনয়ের সুকোমল করেই কন্যারত্ব সম্প্রদান করা নব ব্রাহ্ম অটলকৃষ্ণের অটল প্রতিজ্ঞা পিতার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া শরৎশশীর প্রফুল্ল মুখ-কমল মলিন হইল, পদ্মনেত্রে জল আসিল, শোক দুঃখ অভিমানে আত্মহারা হইয়া মর্ম্মহতা শরৎশশী পিতার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যায় বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিলেন

শরৎশশী কাঁদিতেছেন আর ভাবিতেছেন, "আমি কে? লোকে বলে অটলকৃষ্ণ আমার পিতা নহেন লোকে কাণা-কাণি করে আমার জন্মভূমি এখানে নহে. লোকে বলে অটল কৃষ্ণের নাম অটলকৃষ্ণ নহে তবে আমি কে? অটল-কৃষ্ণ কে? আমি এখানে কিরূপে এলাম? আমার পিতা মাতা কে? অপরাজিতা কে? অপরাজিতাকে দেখিলেই বা আমি ভাল থাকি কেন? অপরাজিতাকে দেখিলে মনপ্রাণ আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া বেড়ায় কেন?—রঞ্জন,—আমার চিত্তরঞ্জন, হৃদয় রঞ্জন রঞ্জনই বা কে? রঞ্জন এখন কোথায়? আর কি আমি তাহাকে দেখিতে পাব? আর কি আমার হৃদয়ক্ষেত্র রঞ্জনে রঞ্জিত করিতে পারিব না?—' বলিতে বলিতে পদ্মমুখীর পদ্মচক্ষু জলে ভরিয়া আসিল —ক্রমে চক্ষু হইতে গণ্ডে, গণ্ড হইতে বক্ষস্থলে, বক্ষস্থল হইতে নাভিগহ্বরে আসিয়া সেই জল সঞ্চিত

হইল। শরৎশশী বসিয়া ছিলেন আবার শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া উপাধানের নিম্নে বদন লুকাইয়া নিঃশব্দে এক ঘণ্টা প্রায় রোদন করিলেন। কত কি ভাবিলেন, কত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, কতবার "মা মা" বলিয়া ডাকিলেন। এক ঘণ্টা পরে কি ভাবিয়া আবার উঠিলেন। উঠিয়া ধীরে ধীরে আপন সিন্দুক খুলিলেন। সিন্দুক হইতে কতকগুলি বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার ও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একখানা বস্ত্র মধ্যে জড়াইয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া সকলের অলক্ষ্যে কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ জানিল না;—শিকার পলাইল,—কেহ শুনিল না।

শরৎশশী যখন অটলকৃষ্ণের বাটী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। শীতকালে দশটা রাত্রি বড় অল্প নয়। শীতকালের দশটা রাত্রি গ্রীষ্মকালের দুই প্রহর দুইটার সমান। বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতি-সুন্দরী রজনীদেবীর সহিত নিস্তব্ধ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছেন;—সমস্ত জগৎ সুষুপ্তির সুকোমল অঙ্কে সুখে শয়ান রহিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রি, সুতরাং আকাশে আজ আর চন্দ্রোদয় হয় নাই, তামসী নিশি যেন বিভীষিকাময় ভীষণ তমসায় আচ্ছাদিত হইয়া নিখিল ভুবনবাসীর ভীতি উৎপাদন করিতেছে। জড়-জগতের সকল পদার্থই নিদ্রিত, স্থির—সকলই মৃতবৎ শান্ত। বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী জীবজন্তু,—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত-প্রধান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পঞ্চভূত পঞ্চভূতাত্মক সর্ব্বজীবই রজনীর গভীরতায়, শৈত্যের আধিক্যে, দৈনিক শ্রান্তির আলস্যে অবসন্ন

—বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে নিমগ্ন তস্কর, লম্পট, অসাধু, নিশাচরগণেরাও আজ নিস্তব্ধ নিশ্চেষ্ট নিষ্কাম সমুদায় স্বভাব নিস্তব্ধ, নিশ্চল নিশ্চল, নিথর

সেই গভীর নিশিতে শরৎশশী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপন মনে আপন অভীষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে মর্ম্মাহতা অটলদুহিতা নৈরাশ্যের ভীষণ তরঙ্গে আত্মোৎসর্গ করিয়া একাকিনী গভীর নিশাতে পথের কাঙ্গালিনী হইয়া চলিলেন কাহাকেও বলিলেন না, কাহাকেও জানাইলেন না, কাহারও সহিত দেখা বা পরামর্শ করিলেন না প্রাণের সঙ্গিনী, দুঃখের দুঃখিনী, সুখের সহচরী অপরাজিতাকেও একবার জানিতে দিলেন না অপরাজিতার জন্য নিজের হৃদয়েও একবার একটু চিন্তার স্থান দিলেন কি না, তাহাও আমরা জানিতে পারিলাম না

ক্রমে দেখিতে দেখিতে রাত্রি দুই প্রহর হইল। প্রকৃতি-সুন্দরী ক্রমে আরও গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ভাব ধারণ করি-লেন নৈশদৃশ্য ক্রমে আরও ভীষণতম হইয়া উঠিল। চন্দ্রমাহীন বিমানরাজ্য অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জের জ্বলন্ত কিরণে ক্রমে দ্বিগুণতর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এমন সময় একবাঁক পেচক স্বাভাবিক কর্কশ স্বরে রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাবু অটল সিংহের বাটীর প্রাঙ্গণের উপর দিয়া সাঁ সাঁ করিয়া চলিয়া গেল অদূরে খাঁ খাঁ করিয়া একটা দাঁড় কাক ডাকিয়া উঠিল আঁ—আঁ—আঁ শব্দে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল, —রজনীর ভীষণ ভাব ভীষণতম করিয়া তুলিল পাপীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল!

সেই ভীষণ সময়ে,—বিভীষিকাময়ী ত্রিযামার তৃতীয় যামের ঠিক সেই ভীষণ সময়ে সময়োচিত বেশ-ভূষায় ভূষিত একজন অশ্বারোহী যুবক বীরভূমের রাজপথের উপর দিয়া ময়ূরাক্ষী নদীর তীর হইতে দ্রুতাশ্ব সঞ্চালনে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে ছিলেন। যুবার কটিদেশে একটী রিভলবার দোদুল্যমান। বামহস্তে দৃঢ়ভাবে অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া যুবা দক্ষিণ হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে সবলে কশাঘাত করিতেছেন। অশ্ব ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে।

যুবা ক্রমে একটী দেবালয়ের সম্মুখে আসিয়া অশ্ব থামাইলেন। অনন্তর অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া যুবক ধীর ও সসম্ভ্রম পদবিক্ষেপে মন্দির-সোপানে আরোহণ করিয়া মন্দিরদ্বারে আসিয়া বারত্রয় আহ্বান করিলেন। মন্দির দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল। অনতিবিলম্বে একজন প্রদীপ্ত-পাবকতেজা সুদীর্ঘ-শ্বেত-শ্মশ্রু-কেশ-জটাজূট-সম্বলিত মহর্ষি রুদ্রাক্ষকরসংযোগে লগ্নগাত্রে দ্বার খুলিয়া দিলেন। যুবক ক্ষিপ্রপদে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। যুবকের অশ্বতর দেবমন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন প্রদেশে যথেচ্ছা চরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায় হইল।

মন্দিরের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ ক্ষীণালোক-প্রদানে নিয়োক্তার প্রযোগ সাধন করিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে দৃষ্ট হইল মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তি বাণাখ্য শিবলিঙ্গের। যুবক সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতে দেবাদিদেবকে প্রসন্ন করিয়া প্রসন্নমনে ব্রহ্মচারী-প্রদত্ত এক খানি মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিলেন;

প্রাগুক্ত ব্রহ্মচারী পূর্ব্বেই অপর একখানি মৃগাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন।

যুবক উপবেশন করিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিতে করিতে দেখিলেন, এক পার্শ্বে একটী ষোড়শী যুবতী অবগুণ্ঠনে বদনকমল আবৃত করিয়া অধোবদনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে।—যুবক নির্ণিমেষলোচনে ক্ষণকাল সেই যুবতীর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আত্মগত বলিলেন;—"মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী এ দেবী কে?"

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

কথোপকথন।

"—ভীমনাদ কানন ভিতরে—
প্রতিধ্বনি করিল রজনী,
স্বনিঃ[illegible] প্রবলে সদাগতি
কাঁপিল [illegible]দয়তন্ত্রী—"

কাব্যরত্ন

ক্ষণমুহূর্ত্তকাল [illegible] বনবাসিনী রমণীর অসামান্য লাবণ্য সুধা সাধ্যমত পান [illegible]য়া যুবকের নয়নমন পুনর্ব্বার ব্রহ্ম-

চারীবপ্রতি প্রত্যাবও হইল যুবক কহিলেন, "আপনার পূজাদি শেষ হইয় গিয়াছে?—এখন বোধ হয় আপনার বিশেষ অবকাশ আছে?"

ব্র। তুমি ঠিক্ সময়ে আসিয়াছ —আমি দুইটার মধ্যে আমার সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয় লইয়াছি —অদ্য দ্বিতীয় প্রহরের মধ্যেই কার্য্য শেষ হইয়া যাইত, কিন্তু বিশেষ একটা দৈব ঘটনায় কালবিলম্ব হইয়া গিয়াছে যা'ক এখন সমাচার কি?

যুবক কিঞ্চিৎ হতাশব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—"অদ্যাবধি কার্য্য-সিদ্ধির কোন উপায়ই দেখিতে পাই নাই —চেষ্টার ত্রুটি কোন মতেই হইতেছে না —আপনি যেমন বলিয়া দিয়াছেন, আমিও সেই ভাবেই আছি, সেই ভাবেই চলিতেছি, সেই ভাবেই সকল কার্য্য করিতেছি —কিন্তু ক্রমে সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে'

যুবকের বাক্যে বাধা দিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "দেখ, বৎস। কাজটী বড় কঠিন, কঠিন বলিয়া ঠুন্‌কো নহে;—সেই একটা বিশেষ কঠিন কাজে তুমি আজ ব্রতী একেবারে অধীর হ'লে কোন কার্য্যই হবে না তবে আর অধিক দিনও বিলম্ব হইবে না, ঈশ্বর যদি যথার্থই মুখ তুলে চান, ত্রিদেবেশ্বর বাণেশ্বরের যদি মনে থাকে, তাহা হইলে আর এক মাসের মধ্যে আমাদিগের সকল মনোরথ সফল হইবে তুমি কি মনে কর যে, আমি এ বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চিন্ত আছি?"

"আমার যাহা কিছু ভরসা, আপনার ঐ শ্রীচরণ দুখানি। আর যাহা কিছু করেন দেবাদিদেব বাণেশ্বর —" এই পর্য্যন্ত

শুনিয়া যুবক একটী করোক্ত সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই হস্তে ব্রহ্মচারীর দুই খানি চরণ জড়াইয়া ধরিয়, সজলনয়নে গদগদ বচনে কহিলেন, "গুরো আর যে আমাদিগের কেহ নাই একপে যে আর থাকতে পারি না আর কত দিন এমন অন্ধকার থাকিতে হইবে?"

যুবকের রোদনে বিচলিত হইয়া মন্দিরস্থ যী কহিলেন, "স্থির হও আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধি হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই —সমস্ত জোগাড় হইয়াছে, এখন কেবল একটী কাজ বাকি। তুমি একবার শিউড়ী যাও। শিউড়ীর বাজারের ঠিক উত্তর ভাগে বহুদিনের জীর্ণ একখানি পুরাতন অট্টালিকা দেখিতে পাইবে সেই অট্টালিকার ভিতরের এক মহল পার হইলেই একটী বড় উঠান—উঠানের ঈশান কোণে একটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দিরে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বাস করেন তিনি পরমহংস তুমি আমার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীটী লইয়া এই রাত্রেই তাঁহার নিকট চলিয়া যাও তাহার পর তিনিই তোমাকে সমস্ত বলিয়া দিবেন আর তিনি যেরূপ বলিবেন, ঠিক সেই মত কার্য্য করিবে, কোন মতে অন্যথা করিবে না —তবে যাও, আর বিলম্ব করিও না —এই রাত্রেই রওনা হও ”

এই বলিয়া মন্দিরস্বামী আগন্তুক যুবকের হস্তে একটী সুবর্ণাঙ্গুরী প্রদান করিলেন। পরে কিঞ্চিৎকাল কি ভাবিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, 'ভাল কথা,—একটু অপেক্ষা কর, আর একটা কাজ আছে। মন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া মন্দির মধ্যেই অপেক্ষা কর, আমি মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া আসিব ”

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী দেবমন্দির হইতে বহির্গত হইয় মন্দির পার্শ্বস্থিত একটী অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন যুবা ব্রহ্মচারীর নির্দেশমত দ্বারকদ্ধ করিয়া মন্দির মধ্যেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন

মনুষ্য একাকী থাকিলেই তাহার অনেক ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয় আমাদিগের পথশ্রান্ত যুবককেও সম্প্রতি একাকী পাইয়া শান্তিহারিণী চিন্তা রাক্ষসী দলবল লইয়া অতর্কিত ভাবে তাঁহার মানসসাম্রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল যুবক ক্রমে ক্রমে চিন্তাস্রোতে নিমগ্ন হইলেন; দেখিতে দেখিতে আগন্তুক যুবার বাহ্যজ্ঞান ক্ষণকালের জন্য একেবারে বিলুপ্ত হইল। সেই সময়ে কেহ যদি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ এই নবীন যুবাকে দর্শন করিতেন, তাহা হইলে দর্শকের মনে কেবল একটা মানবমূর্ত্তির সত্তামাত্র উপলব্ধি হইত,—সেই মানবকৃতি চিত্রকল্প বলিয়া তাঁহার ধ্রুববিশ্বাস হইত ভ্রমেও তাঁহাকে কাহারো জীবন্ত মানব বলিয়া বোধ হইত কি না সন্দেহ যাহা হউক, যুবক এই প্রকার আত্মবিলুপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল চিন্তানিমগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময়ে মন্দিরের অনতিদূরে একটা বিকট চীৎকার শব্দ শুনা-গেল মন্দিরস্থিত পথিক সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন তাদৃশ গভীর নিশাতে, গভীর বিজন প্রান্তরে অকস্মাৎ সে প্রকার ভয়ানক শব্দ শ্রবণ করিয়া পথিক কম্পিত, বিস্মিত, স্তম্ভিত, বিচলিত হইয়া উঠিলেন আবার শব্দ।—আবার সেই-রূপ বিকট চীৎকার —পথিক দাঁড়াইলেন,—মন্দিরের অভ্যন্তরে একবার ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন,—অবস্থিতি-

স্থান হইতে দ্বারাভিমুখে দুই চারিপদ অগ্রসরও হইলেন —আবার শব্দ —আবার সেই ঘোর-ঘননির্ঘোষবৎ গভীর ভীষণ গর্জ্জন!—শব্দটা এবার মন্দিরের অনেকটা নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইল এবার সেই ভীমনাদ ক্ষীণ মনুষ্যকণ্ঠের সহিত মিশ্রিত বলিয়া বোধ হইল। বোধ হইল কে যেন মৃত্যুযন্ত্রণায় নিতান্ত অধীর হইয়া অস্পষ্ট আর্ত্তনাদে আকাশ-পাতাল ভেদ করিয়া দিতেছে। পথিক শুনিলেন সেই সকরুণ আর্ত্তনাদ যুবার কর্ণরন্ধ্র ভেদ করিয়া হৃদয়ে গিয়া বাজিল যুবার হৃদয় কাঁদিল; যুবা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না তিনি এক লম্ফে মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিয়া, আর এক লম্ফে মন্দির হইতে অবরোহণ করিয়া শব্দ লক্ষ্য করতঃ গভীর ত্রিযামার গাঢ় অন্ধকারে বিজন শ্মশান শূন্য সেই ভীষণ প্রান্তর ভেদ করিয়া ক্রমে এক নিবিড় অরণ্য-সাগরে লীন হইয়া গেলেন

একার্দ্ধ ঘটিকা পরে স্বামিজি সমাধি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেখিলেন মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত —তাহার পর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তথায় যুবক নাই, সে যুবতীও নাই মন্দিরের ভিতরে বাহিরে চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও, তাঁহাদিকে দেখিতে পাইলেন না তখন তিনি একান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন —তিনি ভাবিলেন,—"যে ব্যক্তি জীবনে কখন ঠাকুর আজ্ঞা অতিক্রম করে নাই, আজ সে ব্যক্তি আমার নিষেধ না শুনিয়া এই গভীর নিশীথে বন্যজন্তু পরিপূর্ণ ভীষণ অরণ্য মধ্যে কোথায় গমন করিল?"—অনেকক্ষণ ভাবিয়া আবার বলিলেন, "না, বোধ হয় নিকটেই তবে কোথায় গিয়াছে কিন্তু এ রমণী কোথায় গেল? কিছুই ত বুঝিতে

পারিল না।" এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে মন্দিরাধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রোধ করিয়া দিলেন।

পঞ্চদশ উল্লাস।

অপরাজিতা।

"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে
দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ
বালবৈধব্যদগ্ধানাং
কুলস্ত্রীণাং কুচা ইব॥"

উদ্ভট

বীরভূমের মধুসূদন দত্ত অপরাজিতার পালক পিতা। মধুসূদন দত্ত জাতিতে কায়স্থ, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোক। মধুসূদন দত্ত পূর্ব্বে কোম্পানীর আফিসে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন; এক্ষণে, পুত্র শরৎকুমার দশ টাকা আনিতে শিখিয়াছে,—শরৎকুমার কমিসরিয়েটে কাজ করে, শরৎকুমার দুই হস্তে পয়সা উপায় করে, সুতরাং আর বৃদ্ধ বয়সে পরের চাকরি—কলমপেশা ভাল দেখায় না বলিয়াই বৃদ্ধ মধুসূদন কর্ম্মস্থান হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্‌সন হোল্ডার হইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়া আছেন। পুত্র শরৎকুমার লাহোরে শিখ রেজিমেণ্টের কমিসরিএট গমস্তা,—

কাজেই তাঁহাকে লাহোর, পঞ্জাব আর সিন্ধু এই সকল দেশেই অধিক দিন থাকিতে হয়; কালে ভদ্রে কখন বাড়ীতে আসিতে পান।

মধুসূদন দত্তের সংসারে তাঁহার বৃদ্ধা পত্নী, বিংশতি বর্ষীয়া একটী বিধবা যুবতী কন্যা, শরৎকুমার আর অপরাজিতা তদ্ব্যতীত, বাড়ীতে দুই জন সর্দার, একজন দাসী আর চাষবাসের জন্য ১০।১৫ জন কৃষাণ-মাহিন্দার নিযুক্ত।

পুত্রের ভাল চাকরী হইয়া অবধি মধুসূদন দত্তের সংসারের বেশ শ্রীবৃদ্ধি,—বেশ বাড়বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে,—আজ পাঁচ বৎসর ভিটায় দুর্গোৎসব হইতেছে, দোল ত পূর্ব্বাপরই হইয়া থাকে, সম্প্রতি আবার বৃদ্ধা গৃহিণীর মন ও মান রক্ষার্থে চারি বৎসর সংকল্প করিয়া রথযাত্রার আড়ম্বর করিয়া বসিয়াছেন। আর, নিত্য নৈমিত্তিক দেবসেবা, ব্রাহ্মণ সেবা,—অতিথিসেবা এসব ত আছেই। ফল কথা, বীরভূমের মধুসূদন দত্ত একজন বেশ মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন লোক। দশ টাকা আয়ও আছে ব্যয়ও আছে।—হিন্দুয়ানীটার দিকেও বেশ নজর আছে। মধ্যে মধ্যে ক্রিয়াকলাপও করা আছে,—দীনদুঃখীদিগকে দু-পয়সা দেওয়া আছে। লোকলৌকিকতা আহার-ব্যবহারটার দিকেও অনেকটা হিসাব করিয়া চলা আছে।

৩।৪ বৎসর বয়সের সময়ে অপরাজিতা মধুসূদন দত্তের বাড়ীতে আসিয়াছে। দত্তগোষ্ঠীর পরিচিত একজন অনাথা কায়স্থ রমণী অপরাজিতাকে দুর্ভিক্ষের দায়ে মধুসূদন দত্তকে বিক্রয় করিয়া যায়। একে স্বজাতীয়া, তাহাতে বালিকাকে পরম রূপবতী ও শান্তস্বভাবা দেখিয়া মধুসূদন দত্ত আগ্রহে

জিতাকে ক্রয় করিলেন। বৃদ্ধা কায়স্থ রমণী অপরাজিতার গর্ভধারিণী ছিল না। সেও ঐ প্রকারে কোন দুর্ভাগ্য প্রপীড়িত অথবা দুর্ভিক্ষ দগ্ধ দুঃখী পরিবারের নিকট হইতে অপরাজিতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল কি না, সেটা আমরা ঠিক বলিতে পারিলাম না। যাহা হউক, রমণী পরিশেষে অপরাজিতার প্রতিপালনে পরাঙ্মুখী হইয়া, আর বিশেষতঃ দীনদরিদ্রা ভিখারিণী রমণীর পর্ণকুটীরে সেরূপ অপরূপ রূপ রত্ন রাখিলে ভবিষ্যতে ঘোর বিপদ ঘটিতে পারে —কখন কোন্ চোর ভাঙ্গাঘরে সিঁদ দিয়া তাহার যত্নরক্ষিত রত্নটী অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার উপর সে সময় দারুণ দুর্ভিক্ষের উৎপীড়নে মধ্যভাবও এতদূর উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তখন লোকের নিজের উদরান্নেরই সংস্থান করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। অধিক কি, সে সময়ে দেশের এতাদৃশ দুর্দশা হইয়াছিল যে, পিতা পুত্রের, পুত্র পিতার, স্নেহময়ী জননী সন্তানের মুখের গ্রাস পর্য্যন্ত কাড়িয়া খাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অতএব এরূপ সঙ্কটাবস্থায় পরের দ্বারে বিক্রীত হইয়া, পরের বোঝা মাথায় লইয়া, পরের জন্য প্রাণ কাঁদাইয়া সামান্যবস্থাপন্ন লোক কি প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে? এই সব কারণেই বৃদ্ধা কায়স্থা রমণী অপরাজিতাকে মধুসূদন দত্তের নিকট বিক্রয় করিল। বিক্রয় করিল,—অর্থ লোভে বিক্রয় করিল না, অসমর্থ পক্ষে বিক্রয় করিল।—বিক্রয় করিল,—কিন্তু বৃদ্ধা অপরাজিতাকে ভুলিল না, মধ্যে মধ্যে আসিয়া অপরাজিতাকে দেখিয়া যাইত, কোথায়ও কোন ভাল দ্রব্য পাইলে অপরাজিতাকে আনিয়া দিত: অপরাজিতার কখন গ্রহ-

পীড়া ঘটিলে দুই তিন দিন দত্তগেহীতে থাকিয়া জননী-স্নেহে অপরাজিতার সেবাশুশ্রূষা করিত বস্তুত, বৃদ্ধা অপরাজিতাকে বড়ই ভাল বাসিত, বড়ই স্নেহ করিত,আপনার গর্ভজা অপেক্ষাও অধিক দেখিত,—আর অপরাজিতাও জানিত যে, সেই বৃদ্ধাই তাহার গর্ভধারিণী। তবে যে বৃদ্ধা অপরাজিতাকে,—এমন স্নেহের পুত্তলী কন্যাধিকা অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বালিকাকে অপরের হস্তে প্রাণ ধরিয়া সমর্পণ করিয়া গিয়াছে, সে কেবল, ভয়ে, দুঃখে ভবিষ্যৎ বিপদ, ভবিষ্যৎ পরিণাম ভাবিয়া,—নিতান্তই একবারে প্রাণের মায়া কাটাইয়া নহে

অপরাজিতা দত্তমহাশয়ের যত্নে ও স্নেহে দিন দিন পরিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল বাড়ীর সকলেই অপরাজিতাকে বড় ভাল বাসিতে লাগিল বিশেষত শরৎকুমার অপরাজিতাকে বড় ভাল বাসিলেন;—অপরাজিতাকে সর্ব্বদা কাছে কাছে রাখিতেন, কাছে বসিয়া খাওয়াইতেন, কাঁদিলে সান্ত্বনা করিতেন, হাসিলে হাসিতেন, আনন্দের সহিত অপরাজিতার সকল আবদার সহ্য করিতেন অপরাজিতাও শরৎকুমারকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিত না;—কোন বিষয়ে কখন তাহার কোন দুঃখ, কোন কষ্ট, কোন অভাব উপস্থিত হইলে শরৎকেই তাহা বলিত,—অপরাজিতা সমস্ত জগৎ শরৎকুমারময় দেখিত ফল কথা, উভয়েই উভয়ের অদর্শনে মনে মনে বড় যন্ত্রণাই ভোগ করিত

ক্রমে অপরাজিতা শরৎশশীর বাল্যসখি হইল। অপরাজিতা ও শরৎশশী উভয়ে প্রায় সমবয়স্কা শরৎকুমার শরৎশশী ও অপরাজিতা এবং আর কয়েকটী প্রতিবেশিনী বালিকার

গৃহ-শিক্ষক হইলেন অটলকৃষ্ণের বাড়ীতে বালিকা-পাঠ-শালা হইল প্রায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া শরৎকুমার বালিকা গণকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া আজ পাঁচবৎসর হইল কমিসরিএটের গোমস্তা হইয়া লাহোরে গিয়াছেন তন্মধ্যে দুইবৎসর হইল শরৎকুমার একবার বাড়ীতে আসিয়া ছিলেন তাহার পর হইতে তিনি আর বাড়ী ফেরেন নাই যে রেজিমেণ্টে কর্ম্ম করিতেন, তথায়ও আর যান নাই। বাটী হইতে সেই প্রস্থান করিয়া তিনি যে কোথায় গেলেন, কি করিলেন, জীবিত রহিলেন কি মৃত হইলেন, দুই বৎসর ধরিয়া তাহার আর কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না আজ দুই বৎসর শরৎকুমার বাড়ী ছাড়া;—পাঠিকা বালিকাগণ—অপরাজিতা, শরৎশশী, মহামায়া প্রভৃতি আজ দুই বৎসরকাল তাহাদিগের গৃহশিক্ষক শরৎকুমার ছাড়া হইয়া রহিয়াছে —শরৎকুমার, অপরাজিতাও শরৎশশী অপেক্ষা বয়সে প্রায় ৫৭ বৎসরের বড়। অপরাজিতা সম্প্রতি সপ্তদশে পদার্পণ করিয়াছে।

মধুসূদন দত্তের ইচ্ছা ছিল, অপরাজিতার সহিত শরৎকুমারের বিবাহ দেন। শরৎকুমার কর্ম্মস্থান হইতে যে বৎসর বাড়ীতে আসিলেন, সেইবার দত্তজা শরৎকুমারের নিকটে এ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শরৎকুমার তাহাতে সম্মত হইলেন না শরৎকুমার অপরাজিতাকে ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া ছিলেন পিতা প্রত্যহই পুত্রকে এই বিবাহ-সম্বন্ধে সম্মত করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন প্রতি-দিন কতমত যুক্তি,—কতরূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন আর অপরাজিতার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী,—সর্ব্বগুণবতী, বিদ্যাবতী

রমণীরত্নকে প্রিয় পুত্রবধূ করিতে কাহার অসাধ?—কিন্তু বৃদ্ধের সে সাধ পূর্ণ হইল না। দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় তাঁহার অভিলাষ মনোমধ্যে উদিত হইয়া মনেই বিলীন হইয়া গেল,—কার্য্যে পরিণত হইল না। এই বিবাহবিষয়ে পিতার নিতান্ত আগ্রহাতিশয় দেখিয়া একদিন শরৎকুমার কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন —একাধিক্রমে ছয় মাসকাল শরৎকুমারের কেহ কোন সন্ধান পাইল না। বৃদ্ধ মধুসূদন দেশবিদেশে লোক পাঠাইলেন—ভারতবর্ষের নামজাদা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিলেন,—কত কাণ্ড করিলেন, কত পুরস্কার ঘোষণা করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না;—শরৎকুমারের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না একমাত্র পুত্রের বিরহে বৃদ্ধজনকজননী অতীব কাতর হইয়া পড়িলেন —অপরাজিতা আর শরৎশশীর হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিল —শরৎশশী আর অপরাজিত উভয়েই শরৎকুমারকে সমচক্ষে দেখিয়াছিল—দুজনেই তাঁহাকে প্রেমের চক্ষে দেখিয়াছিল। দুজনেই মনে মনে প্রাণে প্রাণে ভাল বাসিয়াছিল। দুজনেই মনে মনে প্রাণে পুড়িতে লাগিল প্রিয়দর্শন শরৎকুমারের অদর্শনে আজ অপরাজিতা ও শরৎশশীর হৃদয় আকাশ আঁধারময়;—সুকুমারী সরলা অবলাদ্বয়ের আঁধার-মাণিক বিহনে বিশ্বজগৎ-আঁধারময় হইয়া উঠিয়াছে।—শরৎকুমার আজ দুই বৎসর নিরুদ্দেশ।

শরৎকুমার নিরুদ্দেশ, শরৎশশী নিরুদ্দিষ্টা। সেই বৃদ্ধাও আর দুই বৎসর ধরিয়া দত্তগোষ্ঠীতে আইসে না। বৃদ্ধা জীবিতা কি মৃতা তাহাও কেহ বলিতে পারে না,—আর অনেকেই

বা কে বলিতে পারিবে একমাত্র মধুসূদন দত্তই তাহাকে চিনিতেন—জানিতেন। চিনিতেনমাত্র,—জানিতেনমাত্র, কিন্তু বৃন্দা কোথায় থাকিত কি করিত, কি রূপে তাহার চলিত সে বিষয়ের কিছুই জানিতেন না —সুতরাং, অপরাজিতা পুনঃপুনঃ বৃন্দার নিমিত্ত ব্যাকুলা হইলেও বৃদ্ধ মধুসূদন তাহার কোন সন্ধানই বলিতে পারিলেন না বিশেষতঃ ঠিক্ সেই সময়েই শরৎকুমার কোথায় চলিয়া গিয়াছেন কাজেই বৃন্দার অনুসন্ধানে বৃদ্ধ দত্তজার তাদৃশ যত্ন পড়িল না,—নিজের প্রখর-চিন্তাতেই বৃদ্ধ তখন জর্জ্জরীভূত,—পুত্রের জন্যই বিষম কাতর। অভাগিনী অনাথিনী অপরাজিতার চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে আর স্থান পাইল না সর্ব্বদুঃখবারণ সর্ব্বসুখকারণ সেই সচ্চিদানন্দ সর্ব্বেশ্বরে ব্যতীত শোক-তাপদগ্ধা দীনহীনার জন্য আর কে দেখিবে?—কে মুখ তুলিয়া চাহিবে?

ষোড়শ উল্লাস।

জহুরী ফন্দী।

"—দেখি, আজ তপে বলে দ্বিতীয় প্রশ্নতির জন্ম দিতে পারি কি না।"

দক্ষ

"বৃথা চিন্তা করি অকারণে,—
মন্ত্রবলে,—তপোবলে
সৃজিব দ্বিতীয় শব"

দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ হইল, শরৎশশী অন্তর্হিতা —এক সপ্তাহ তাহার আর কোন খোঁজ খবর নাই অটলকৃষ্ণ অনেক স্থান অন্বেষণ করিলেন, অনেক অনুসন্ধান করিলেন, দেশ-বিদেশে লোক পাঠাইলেন, শরৎশশীর কোন সন্ধানই পাইলেন না অটলকৃষ্ণ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন কি করিবেন, কি হইবে, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই —তাহাতে আজ আবার শনিবার,—সভার দিন সভায় গিয়া ডিপুটী কোথা কি বলিবেন, কি বলিয়া আত্মপ্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন সেই ভাবনায় অধীর হইয়া পড়িলেন মধ্যাহ্নকাল অতীত প্রায়, আর সময় নাই ; আর এক ঘণ্টার মধ্যে সভায় রওয়ান হইতে হইবে ;—বহিমপুরের এজলাস অটলকৃষ্ণের বাড়ী হইতে প্রায়

তিনক্রোশ,—পাক্কা দেড় ঘণ্টার পথ —কি হইবে?—কি বলিয়া সভায় দাঁড়াইবেন,—বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম হইয়া কি করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-দোষে লিপ্ত হইবেন এই ভাবনায় অটল কৃষ্ণের চিবুক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল একে ত শরৎশশীর ভাবনায় অটলকৃষ্ণ ছয়দিন ছয়রাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে কাষ্ঠবৎ হইয়া গিয়াছিলেন, তাহার উপর আজ আবার সভার ভাবনা —বিষম ভাবনা।—এবার বুঝি বেচারা মারা যায়।—হরি। হরি। হরি

জহরকৃষ্ণেরও মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে কিন্তু চালাকি, ধড়িবাজীতে জহরকৃষ্ণ কনিষ্ঠ হইয়াও দাদার জ্যেষ্ঠ। ... 'কটু' দেখিতে ... মহলে ...হারা বোবা লোক—কাজের সময় কিন্তু আটঘাটের কাণাকড়ি — শরৎশশী পলাইয়াছে, অটলকৃষ্ণ একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন কিন্তু জহরকৃষ্ণ দমিবার লোক নহেন। তিনি ভাবিলেন, 'তবে কি? বেঁচে থাক আমার পদ্মমুখী। বাগদীর মেয়ে হলে কি হয়, চেহারায় শরৎশশীর বাবা —ঠিক হবে, ঠিক কাজ সারবো ... নাই।"

ছয় দিন অন্তে বাত ... সহবাসে বুদ্ধিদেবীকে পরিমার্জ্জিত করিয়া বাবু জহরকৃষ্ণ সপ্তম দিবসে মার্ত্তণ্ড দেবকে মস্তকোপরি সংস্থাপন করত সগৃহে চড়িয়া হেলিতে দুলিতে টলিতে টলিতে ... নগরে ... আসিয়া উ...

কনিষ্ঠকে দেখিয়া জ্যেষ্ঠ গম্ভীর অথচ কাতরভাবে বিষাদস্বরে কহিলেন, 'জহর তুমি চুপ করিয়া রহিয়াছ, কিছু দেখিতেছ না; আজ শনিবার, আর এক ঘণ্টার মধ্যে সভায়

যাইতে হইবে কি বলিয়া মুখ দেখাইব শরৎশশীকে কোথা পাইব ? ভ্রাতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, এত অর্থ সব নষ্ট হইল — সব নষ্ট হইল,—আমি ধর্ম্মে পতিত হইলাম ; আমার সর্ব্বনাশ হইল '

জ্যেষ্ঠের কাতরোক্তি শুনিয়া জহরকৃষ্ণ একটু গম্ভীরচালে গোঁফ ফুলাইয়া, বুক ফুলাইয়া, মাথা নাড়িয়া হাত ঘবাইয়া কহিলেন,"ডুচ পরোয়া নাই,দা আ হাম্ হ্যায় —এখনি বেঙ্গ তেজে দ্বিতীয় প্রসূতি জন্ম দিব —বাল্মিকী যেমন কুশো বেঁধে ছেলে করে জেন্ত লব তৈয়ার করেছিল, আমিও মনে করিলে তেমনি অমন পঞ্চাশ খান শরৎশশী একদণ্ডে জন্ম দিতে পারি —ভয় কি দা—আ ? ইহাতে টাক ঘুটবে —তুশ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবো তা হলে জানবো হিন্দু ধর্ম্ম সত্য !— তবে হিন্দুয়ানী মান্‌বো আমি ত তোমার গুরু বটি ।

অ একশ বার এখন তুমি যা বল Father mother brother (ফাদার মাদার ব্রাদার) সবই তুমি। তুমি এখন আমায় রাখ

জ ড্যাম রাখ রাখ কি ?—কি ভয় ?—ওঠ ; এক মুটো সেঁটে সুঁটে, ছুটা উপাসনার কোবাবা ছুটিয়ে বহিমপুরে চল শরৎশশী ত আমার হাতে

অ পেয়েছ ? পেয়েছ ? সন্ধান পেয়েছ ? বাঁচিয়েছ ! কোথা ? নিয়ে এস একবার দেখি আর খেয়ে কাজ নাই, অমনি চল ; আবার হাতছাড়া হবে !—আঁ্যা ?—

জ। ভয় নাই, দা—আ, ভয় নাই এখন শোন !— ভাল করে শোন . খুব ভাল করে শোন ! কাছে এগিয়ে এস !

—দেয়াল গুলোনও কাণ আছে—খুব সাবধান!—খুব হুঁসিয়ার

এইরূপ ভূমিকা করিয়া জহরকৃষ্ণ অটলকৃষ্ণের আরো নিকটবর্ত্তী হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিলেন—"পদ্মী বাগ্দিনী

অটলকৃষ্ণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলচো? পদ্মী কি?—মাতলামী কি এখন সাজে?—"

জহরকৃষ্ণ মাতাল অপবাদ শ্রবণে কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্র-হস্ত-পদ সঞ্চালনে, অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,, "মাত-লামি! ড্যাম মাতলামি কিসের মাতলামি? কোথাকার মাতলামি! বেস্তু কখন মাতলামি নয়—আমি বলি তুমি শোন,—এক কাজ কর—পদ্মী বাগ্দিনীকে ডাকাও, তাকে একবার আমি গড়ে পিটে মেজ ঘসে ঠিক করে নেই ঠিক হবে,—ঠিক শরৎশশী হবে—দেখবে আমি কে।" এই বলিতে বলিতে জহরকৃষ্ণ "পদ্মমুখী" বলিয়া এক বিকট চীৎকার করিলেন অমনি হাসিতে হাসিতে হেলিতে দুলিতে পূর্ব্ব-শিক্ষিতা দীক্ষিতা পদ্ম-বাগ্দিনী বারাণসী সাড়ী আটিয়া,গিল্টিকরা বিলিতি বালা ইয়ারিং কাণ ঠুকিয়া, ওড়না উড়াইয়া অটলকৃষ্ণের সম্মুখে সেলাম দিয়া হাজির

বাবু অটলকৃষ্ণ সেই অভূতপূর্ব্ব বেশে পদ্মী-বাগ্দিনীকে সম্মুখে দেখিয়া হাসিবেন কি কাঁদিবেন,চটিবেন কি জল হইবেন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না—পরিশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক ঢোক গিলিয়া, অনেক বার গলা সাফাই করিয়া বিস্মিত নয়নে কহিলেন, "এ, কি জহর?"

জহর অমনি সদর্পে ঢাকামুখ ঘুর হইয়া, আহ্লাদে বুক ফুলাইয়া কপাল হাসিয়া অথচ [illegible] বলিয়া উঠিলেন, "গুরু গুরু আমি যে কনিষ্ঠ হয়েও তোমার গুরু হলেম, দা-দা. সাধ করে কি? বুঝলে ত? এই ইনিই আজ থেকে আমাদের শ্রীমতী শরৎশশী সিং" এই বলিয়া সুমধুর কর্কশস্বরে পদীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন গা good lady (গুড লেডি), তোমার নাম কি Please (প্লিজ)?'

জহর বাবুর আদরের পদ্মমুখী অমনি নাকটী উঁচু করিয়া চক্ষু দুইটী ঘুরাইয়া নাকি সুর ধরিয়া বিবিয়ানা চালে বলিয়া উঠিল, "শ্রীমটি শরট শশী সিং সম্প্রটি হইটে চলিয়াছি বোধকরি বাহাদুরী

করতালী দিয়া, উচ্চ হাসি হাসিয়া জহরচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, 'বাওয়া ঠিক, এক্কোর, বাহাদুরীই বটে। সাবাস্ পারবে পারবে

পদ্মমুখীকে এইরূপে ধন্যবাদিতা করিয়া উল্লাসোৎফুল্ল-লোচনে অগ্রজকে সম্বোধন করিয়া নিজের মনোগত সমস্তই বুঝাইয়া দিলেন

পরিশেষে স্থির হইল, পদ্মমুখী ওরফে পদী বাগ্দিনীকে শরৎশশী সাজাইয়া সব কথা শিখাইয়া দিয়া, ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ডিপুটী কাছারীতে লইয়া যাওয়া হইবে সেখান-কার আর কেহ ত শরৎশশীকে চেনে না আর শরৎশশীর আকৃতি আর পদ্মমুখীর আকৃতি প্রায় ঠিক একই প্রকার,—কিছুই ভেদাভেদ নাই আর যদি কেহ শরৎশশীর গৃহ পরি-ত্যাগের কথা উত্থাপন করে, তাহা হইলে উপস্থিত হাল অথবা

আল শরৎশশী বলিবেন যে, তিনি তাঁহার মামার বাড়ী গিয়াছিলেন, আজ আসিয়াছেন তাহা হইলেই সব ঠিক, ৩ব বর্মা সব গোল চুকিয়া যাইবে

জহব কৃষ্ণের সুতবিবতে পূর্ব্ব হইতেই পদ্মমুখী বিশেষ শিক্ষিতা ও দীক্ষিতা হইয়া আসিতেছিল যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, শরৎশশীর পালায়নের পরদিন হইতে এক সপ্তাহ মধ্যে সে শিক্ষাটুকু সম্যক লাভ হইয়াছিল সুতরাং শ্রীমতি পদ্ম-মুখী যুগল ভ্রাতা কৃষ্ণ যুগলের প্রস্তাবে সদর্পে স্বীকৃতা হইল।

সপ্তদশ উল্লাস।

—:০:—

বিপদের উপর বিপদ।

এক দুঃখ-পারবার, সম্যক না হতে পার,

পুনর্ব্বার দুঃখ আর আসি উপজিল।

হায় বিধি প্রতিবাদি কি বাদ সাধিল।

দিন গেল রাত্রি এল, আবার দিন এলো রাত্রি এল, তবু শরৎশশী ফিরিল না অপরাজিতার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ভাবনায় তাহার আহার নিদ্রা ত্যাগ হইল —অপরা-

জিতার কি আজ একটা ভাবনা? বাল্য-শিক্ষক, বাল্য-প্রেমের প্রেমিক শরৎকুমার নিরুদ্দেশ। দুই বৎসর—পূরা দুই বৎসর অপরাজিতা আর তাহার হৃদয়ের অধিষ্ঠিত দেবকে দেখিতে পায় নাই —কে তাহার সাধের আরাধ্য দেবকে কাড়িয়া রাখিয়াছে, এই চিন্তায় অপরাজিতার হৃদয়কন্দর জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল,—কোমল হৃদয় কোরকে দারুণ বিরহ কীট অতর্কিতভাবে প্রবেশ করিয়া ভিতরে ভিতরে দংশন করিতে লাগিল অনির্ব্বচনীয় যন্ত্রণায় অপরাজিতা দিবানিশি দগ্ধ হইতে লাগিল

তাহার উপর আবার তাহার জননীকল্পা সেই বৃদ্ধাকে আজ দুই বৎসর ধরিয়া দেখিতে পায় নাই, পরিশেষে শরৎশশীর অন্তর্ধান সুখের সঙ্গিনী দুঃখের ভাগিনী বাল-সহচরী যে শরৎশশীকে একদণ্ড কাল না দেখিলে থাকিতে পারিত না;—যে শরৎশশীর অপরাজিতা গত প্রাণ, সেই শরৎশশী আজ অপরাজিতাকে একটী মুখের কথা বলিল না, একবার দেখিল না, একবার জানাইয়া গেল না শরৎশশীর জন্য অপরাজিতার মন আরো আকুল হইয়া উঠিল। জগৎ-সংসার তাহার পক্ষে অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল,—মধুসূদন দত্তের আলয় আর তাহার ভাল লাগিল না

শরৎশশীর পলায়নের সপ্তম রাত্রে অপরাজিতাও শরৎশশীর পথের অনুসরণ করিল;—অপরাজিতা পলাইল

মধুসূদন দত্তের মহা বিপদ একে একমাত্র পুত্র শরৎকুমার আজ দুই বৎসর নিরুদ্দেশ, তাহার উপর যে রাত্রে শরৎশশী পলায়ন করে, সেই রাত্র হইতে তাহার যুবতী বিধবা কন্যাটী

যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহারও কোন অনুসন্ধান নাই আবার সম্প্রতি সে একজন ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহার গচ্ছিত পাঁচ হাজার টাকা বেনামি করিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে। উপস্থিত আবার পালিতা কন্যা অপরাজিতাও পলায়িতা বিপদের উপর বিপদ।

অটল ও জহরকৃষ্ণ ডিপুটী গোমেষ বাবুর সহিত ধড়িবাজি করিতে গিয়া সপ্তাহ মধ্যে মাল বামাল ধরা পড়িলেন তাঁহার জাল শরৎশশীর কথা বাজারে প্রকাশ হইয়া পড়িল ;—জমিদার গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবপুত্রবধূ যে অটলকৃষ্ণের কন্যা শরৎশশী নহে—পদ্মমুখি ওরফে অটলকৃষ্ণের বাড়ির পরিচারিকা, কুটিল-চক্রী কুটিলকৃষ্ণের গুপ্ত শয্যাবিলাসিনী আঁধারমাণিক পদী রঙ্গিনী, তাহা আর কাহারও জানিতে বাকি রহিল না বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানিলেন,—ডিপুটী বাবু জানিলেন,—তর্কালঙ্কার খুড়া জানিলেন, গ্রামের লোকে জানিল, দেশে দশে সকলেই জানিল, সকলেই শুনিল পরমভক্ত বৈষ্ণব চূড়ামণি গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায় একটী বাগ্দির মেয়ে বাজারে বেশ্যার সহিত নিজ সাহেবি পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন,—এই কথা লইয়া দেশময় একটা মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের মুখ দেখান ভার হইল দশে তাঁহাকে "এক" ঘরে করিল এবার আর তিনি গায়ের জোরে, মুখের জোরে, পয়সার জোরে জাত রাখিতে পারিলেন না বিলাতি চালে, বিলাতি বোলে, বিলাতি বুদ্ধিতে, বিলাতি ফন্দিতে চলিতে গিয়া তাঁহাকে আটে-ক্লাটে বন্দী হইতে হইল তাঁহার জাতি গেল, কুল গেল, মান গেল, সম্ভ্রম গেল।—থাকিবার মধ্যে রহিল কেবল, তাহার আটাচা

আছোলা নিরেট বুদ্ধি খানি। তর্কালঙ্কার খুড়া এই বিবাহের ঘটক, পুরোহিত, গৃহীতা, ভোক্তা সকলই ছিলেন, সুতরাং, তিনিও গাঁড়ধ্যো মহাশয়ের সহিত এক দড়িতে বাঁধা পড়িলেন। বাস্তবিক, জমিদার গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, শ্রীমান গোমেশ চরণ বাবাজী হইতে তাঁহাদের বন্দিঘাটী বংশ উজ্জ্বল, কুল উজ্জ্বল, নাম উজ্জ্বল, মুখ উজ্জ্বল হইল,— সেটা বড় মিথ্যা কথা নহে এই ঘটনায় তাঁহাকে যে দেশের লোকে ভাল করিয়া না চিনিত, তাঁহারাও আজ তাঁহাকে চিনিল,—জানিল দেশে বিদেশে ঢাক বাজিয়া গেল ক্রমে আদালতের নজিরে এ সমস্ত কথা উঠিল জমিদার গৌরহরি বাবু ইজ্জতের দাবিতে অটলকৃষ্ণ ও জহরকৃষ্ণের নামে নালিশ করিলেন আদালতের বোর্ডে একটা বড় দরের মকর্দ্দমা উঠিল

অটলকৃষ্ণ মহা ফাঁপরে পড়িলেন বিপদের উপর বিপদ। এই মকর্দ্দমার সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদনদত্তের নাম জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে পাঁচ হাজার টাকা বাহির করিয়া লওয়া অপরাধে জহরকৃষ্ণের নামে পুলিশ ওয়ারেণ্ট বাহির হইল —আবার জহরকৃষ্ণের গ্র্যাশ দেও ধার্ম্মিকচূড়ামণি, ব্রাহ্মপ্রবর, বান্ধববর নিকুঞ্জ বিহারি গঙ্গোপাধ্যায় বাবুমহলে জহরকৃষ্ণদত্ত সেই হার ছড়াটী বিক্রয় করিতে গিয়া চোরাই মাল বলিয়া ধরা পড়িল। সিংহ-সহোদর অটলকৃষ্ণের আজ চারিদিকে বিপদ! | চারিদিকে সর্ব্বনাশ!

অষ্টাদশ উল্লাস।

পিশাচ কবলে

"সতীত্ব সোণার নিধি বিধিদত্ত ধন
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এ হেন রতন।"

দীনবন্ধু মিত্র

মকর্দ্দমার একটা খুব ঢেউ উঠিল। ইজ্জতের দাবী:—নাম জাল, হাতচুরি,—তার উপর আবার একটা ধুয়া। এই ধুয়াই বড় বিষম ধুয়া। অটলকৃষ্ণ শিং এই ধুয়ার নায়ক, নটীবরকৃষ্ণ ওরফে জহরকৃষ্ণ এই ধুয়ার উপনায়ক,—নিকুঞ্জবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় তাহার উত্তর সাধক, নিরুদ্দিষ্টা শরৎশশী তাহার নায়িকা। ধুয়াটী বড় ছোটখাট নহে,—দাবিটী বড় সামান্য নহে,—দাবিটী সন্তান চুরির। কি হইল।—কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল। অটলকৃষ্ণ জহর কৃষ্ণের যত জারিজুরি, যত ভারিভুরি, যত জুয়াচোরি সব প্রকাশ হইয়া পড়িল,—কিছুই বাকি রহিল না?

সিংহপরাক্রান্ত সিংহভ্রাতাদ্বয় ক্ষত্রিয় শিং উপাধিধারী রাজকীয় শান্তিরক্ষকের প্রহরী বেষ্টিত হইয়া হাজত-ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। নিকুঞ্জবিহারীরও সেই দশা। যাহা হউক,

এঁরা এখন সব হাজতে থাকুন,—আমরা একবার একে একে আর সকলের খবর লইয়া আসি অনেক দিন হইল তাঁহাদেরও এক প্রকার সকলকে হাজতে রাখিয়া আসা হইয়াছে। নূতন আসামীগণ সম্প্রতি এখন কিছুদিন হাজতের মজা ভোগ করুন ;—কারণ পূর্ব্বেইত বলা হইয়াছে যে হাজতে মজা আছে।

এখন একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, আগে কাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন? আর কিই বা দেখিতে ইচ্ছা করেন? কি বলিলেন? -আমার যাহা ইচ্ছা আছে, আপনাদের যদি তাহাই ইচ্ছা, তবে তাহাই হউক।

তবে, আসুন, অনেক দিন হইল সেই কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর ভীমা রজনীর তৃতীয় প্রহরে, সেই গাঢ় অন্ধকারে, সেই দেবালয় পার্শ্বস্থিত বিজন অরণ্য মধ্যে যে নিঃসহায় যুবককে একাকী ফেলিয়া আসিয়াছি, চলুন, অগ্রে তাঁহারই একবার অনুসরণ করিগে ;—আর মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী সেই দেবী মূর্ত্তিটীকেও একবার দেখিয়া আসিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া পাঠক, সেই যুবকের ন্যায় আমারও প্রতি এটা যেন খাটাইয়া বসিবেন না—

"কুঙ্কুমপঙ্ককলঙ্কিতদেহা
গৌরপয়োধরকম্পিতহারা
নূপুরহংসরণৎপাদপদ্মা
কং বশীকুরুতে ভুবি রামা।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মন্দিরাভ্যন্তরে থাকিয়া,সেই রাত্রে সেইরূপ বিকট চীৎকার-শব্দ শ্রবণ করিয়া মন্দিরস্থিত যুবক মন্দির হইতে নির্গত হইয়া স্বীয় অশ্বে আরোহণ করত সেই

শব্দ লক্ষ্য করিয়া মন্দিরের অদূরস্থিত এক নীবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন অরণ্য মধ্যে কিয়দ্দূর গমন করিয়া নক্ষত্র-পুঞ্জের ক্ষীণ আলোকে দেখিতে পাইলেন, কে যেন আর এক-জনকে একটা বৃক্ষের সহিত বন্ধন করিবার চেষ্টা পাইতেছে দেখিয়াই তাঁহার মনের মধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও সন্দেহের সঞ্চার হইল তখন তিনি অপেক্ষাকৃত দ্রুতাশ্ব-সঞ্চালনে সেই বৃক্ষ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য একবারে জ্ঞানশূন্য করিয়া ফেলিল ;—মুহূর্ত্ত কালের জন্য তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন মুহূর্ত্ত কাল তিনি নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক্ হইয়া সেই বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন

যুবক দেখিলেন কি ?—দেখিলেন, অতি বীভৎসময় দৃশ্য ,—দেখিলেন, হিতাহিতবিবেচনাশূন্য পাষাণহৃদয় পাষণ্ডের দারুণ পশুবৎ ব্যবহার · দেখিলেন, এক দুর্দ্দান্ত নর পিশাচের কর-কবলে মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী সেই দেবীপ্রতিমার জীবনরত্নের সহিত সতীত্বরত্ন বর্ণিত হয়

যুবক মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে নিজ হৃদয়ে জ্ঞানবুদ্ধি, বলবীর্য্য, কর্ত্তব্যবিবেচনা সংগহীত করিয় তীরবেগে অশ্ব হইতে অবতরণ করত এক লম্ফে শার্দ্দূলবিক্রমে সেই নরপশুর গলদেশ বামহস্তে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তাঁহার পিস্তলের বিপরীত দিক্ দিয়া সেই পাপিষ্ঠের মস্তকে সজোরে এক আঘাত করিলেন পরস্ত্রীহারক, পাপকর্ম্মী পশ্বাধম সেই এক আঘাতেই ধরাশায়ী হইল তখন যুবক দুরাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই বন্ধকবমুখপদ্মা পদ্মলোচনা

যুবতীর বন্ধন মোচন করিয়া নিজ অশ্বে আরোহণ করাইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিয়া আসিলেন

যুবক যখন মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

যুবাকে পুনরাগত দেখিয়া মন্দিরবাসী ব্রহ্মচারী তাঁহার এই অজ্ঞাত প্রস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যথার্থবাদী যুবক যাবতীয় সত্যঘটনা আমূলক বর্ণনা করিয়া তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া দিলেন।

ঊনবিংশ উল্লাস।

স্বাধীন জেনানা।

"প্রাণ তুমি কার হবে, যদি আমি মুদি আঁখি।"

নিধুবাবু।

অটলকৃষ্ণের পত্নী বাগ্দিনী এখন ডিপুটী ঘরণী মিষ্ট্রেস ব্যানার্জ্জী পদ্মি জাতিতে বাগ্দীর মেয়ে বটে কিন্তু রূপে, গুণে, চাল-চলনে, হাবভাবে আর অহঙ্কারে আযৌবন তরিবতে সে এখন এক খানা রমণীরত্ন।—বয়স কুড়ির উপর জোর দুই কি আড়াই তাহার উপর লেখাপড়াও একটু জানে পদ্মমুখীর রূপ দেখিয়া পদ্মলোচন গোয়েষ চরণ প্রথম নম্বরেই গলিয়া

গিয়াছিলেন। তিনি এখন পদ্মমুখীর রূপের আটাকাটীতে আবদ্ধ,—তিনি এখন হোটেলের হংস মাংসে নিপতিত।

মিষ্টার জি বন্দ্যোর উভয় সঙ্কট। তিনি এখন শ্যাম রাখেন, কি কুল রাখেন,—কাশী যান, কি মক্কা যান,—জল বলেন কি পানি বলেন, রাম ভজেন, কি রহিম ভজেন তার কিছুই ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাগদীর মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন,—বাগ্দির সহিত সহবাস করিয়াছেন, বাগ্দির সহিত পান-আহার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে,—আর সেইজন্য গো-বেচারা পিতা গৌরহরিকে আজ দেশের দশজনে একঘরে করিয়াছে। গৌমেষ বাবু ভাবিলেন, "এখন কি করি? পিতার মান রাখিয়া, কুলের মর্য্যাদা রাখিয়া বংশের গৌরব রাখিয়া চলিব না প্রাণের পদ্মমুখীকে পরিত্যাগ করিব?—পিতার সহিত ইজ্জত বজায় রাখিবার মকর্দ্দমায় যোগ দিব,—সমধর্ম করিয়া ঘরে উঠিব? না, সব গোটহেল করিব?"

এইরূপে বহুক্ষণ মস্তিষ্ক ভাবিয়া,—হাকিমী বুদ্ধির উপর বহুপ্রকার সেবা করিয়া বঙ্গবাসী ইয়ংবেঙ্গল-সম্প্রদায়ের অভিনেতা মাইমহেন নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কঠিন শপথ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"তা কখন হইতে পারে না, আইন মতে বিবাহ করিয়া অকারণে স্ত্রীকে কখন ডাইভোর্স করিতে পারা যায় না; তাহলে আমার উপর লাইবেল আসিতে পারে। বাপের জাত রাখিতে গিয়া আমি নিজের জাত খোয়াইতে,—ধর্ম্ম খোয়াইতে পারি না। আমার নামে এরূপ চার্য্য আসিলে আমাকে নিজেই নিজেকে গিল্টি সাব্যস্ত করিতে হইবে। গিল্টি

সাব্যস্ত হইলে আমাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে। আর রাজ-ধর্ম্মচারী রাজধর্ম্মচারীগণ কোনরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইলে রাজকীয় দণ্ডবিধির ১২৫৫১ ধারা মতে নিশ্চয়ই তদ্দণ্ডে কর্ম্মচ্যুত হইবে। আর এরূপ দণ্ড আমিই কতশত বার কত শত আসামী, ফরিয়াদী, ইত্যাদীর সাদি সম্বন্ধে বিধান করিয়াছি,—রায় বাহাল রাখিয়াছি। অতএব পদ্মমুখীকে ডাইভোর্স করিতে পারিতেছি না। আর বাগ্দী,—হোয়াট্ ইজ্ বাগ্দী, —বাগ্দী কি ?—এক ঘরে কি ?—জাত আবার কিসের ?—কুল আবার কোথাকার ?—সমন্বয় মানে কি ? এসব কোন কথাই বাইবলে লেখা নাই,—পোপে নাই, মিল্টনে নাই, হোমারে নাই, কালিদাসে নাই, অধিক কি ধারাপাতের নামতার ভিতরেও নাই। আর আমি গ্রামের মাথা, বিচারকর্ত্তা, হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা আমার বাপ এক ঘরে হবে ? এই কে করে দেখি, কই, করুক দেখি ; তা হলে দেখি না একবার গ্রামের এতো বাচ্ছা কারুকে রাখব ? আগাগোড়া সব ছমাস ফাটক দেবো। আসুন একবার উড্ সাহেব ; দেখি, কোথাকার জল কোথা মরে। বিলাতী সমাজ, বিলাতী চাল, বিলাতী ধর্ম্ম, বিলাতী ধর্ম্মের মান রাখিয়া, বিলাতী আইনের মতে ধর্ম্ম বজায় করিব,—ড্যাম্ হরিদাসীর পাগলামী ছাড়িয়া পদ্মমুখীকে লইয়া ঘর-সংসার করিব ?'

রহিমপুরের বাঙ্গলায় এক খানি স্প্রিংসংযুক্ত কৌচে বসিয়া গুণধর ডেপুটী বাবু একএক বার এই সকল ভাবিতেছেন, আর মাঝে মাঝে এক এক বার আরদালীর খপর লওয়া হইতেছে। আরদালী উড্ সাহেবকে সেলাম দিতে গিয়াছে

কিয়ৎক্ষণের মধ্যে ডাক্তার উড্ সাহেব আসিয়া ডেপুটী-বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। সাহেবসিংহকে সমাগত দেখিয়া সমাজসংস্কারক, ধর্ম্মবৎসল স্বনামধন্য সাহেব মেজাজী সাধু সভ্য গোমেষ বাবু সানন্দে, সাগ্রহে, শশব্যস্তে সোফা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ডাক্তার সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিজ শয্যার উপরে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে আনিয়া বসাইলেন। প্রথমে পরস্পর পরস্পরের স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া,—পরস্পরে পরস্পরকে স্ব স্ব বিষয়কর্ম্ম, কর্ত্তব্যকর্ম্মের তন্ন-বিতন্ন হিসাব নিকাশ দিয়া উভয়েই যুগপৎ সন্নিকটস্থিত টেবল-বিরাজিনী বোতলবাসিনী দ্রাক্ষাদ্রাবকে দুই কাঁচপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া উভয়ে উভয়ের শুভহেলথ পান করিলেন। অনন্তর মুখের স্বাদ মিটাইয়া অগ্নিমুখী চুরটের অনর্গল-নিস্রুত ধূমরাশী প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া মান্যবর উড্ সাহেব ডেপুটী বাবুকে একটী একটী করিয়া ঘরের কথা, বিবাহের কথা, পদ্মমুখীর কথা, শরৎ-শশীর কথা, একঘরের কথা একটী একটী করিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সব কথার জবাব লইলেন;—সব কথা একটী একটী করিয়া বুঝিয়া পরিশেষে ডেপুটী বাবুকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, জাতিভেদটা কিছুই নয়, বামন কায়েৎ, হাড়ি, বাগদী সব সমান। বাগ্দীর মেয়ে বিবাহ করিলে জাত যায় না, পয়সা না থাকিলেই জাত যায়। পদ্মমুখী এক্ষণে তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী হইয়াছেন, এখন যদি তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন,—যদি তাহার সহিত ফারখৎনামা লিখিয়া দেন তাহা হইলে তাঁহাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে;—রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইবে। আর তাঁহাদের মতে পদ্মমুখীর

সহিত একটু জর্ডনের জল মাথায় দিয়া বাইবল ছুঁইয়া এক-বার গির্জায় বসিতে পাইলেই, জাতিপাতের সমস্ত দোষ একেবারে দূর হইয়া যাইবে, পরকালের পথ পরিষ্কৃত হইবে। জগদীশ্বরের পুত্র স্বয়ং যিশু খৃষ্ট আসিয়া পুষ্পরথে করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন অতএব তাঁহাদিগকে আর ভাবিতে হইবে না একবার ব্যাপটাইজড হইতে পারিলেই তাহাদের সক ভয়, সকল ভাবনা, সকল দোষ দূর হইয়া যাইবে উড সাহেব আরও বলিলেন, "হামি নিজে ট এক জন ভাল পাড্রি ছেলে আছে, টবে হামি কি করিয়ে হামাদের দেসনের চণ্ডালের কন্যাকে বিবাহ করিল হামার জাট যাইল না? টোমাডিগের জাটির টুমি পাড্রি আছে, টুমি বস্তান আছে, টুমি সাচি করিয়াছে একটা বগ্ডির মেগে, ঠিক কাম করিয়াছে, আমার ভূষ্টিকা মাফিক কাম করিয়াছে, কুচ ডর নেই। কিছু আমোড করিটে হইবে অড্য টোমার স্ত্রীকা সাঠে B ing hor here; bring your better half here কুছ ডর নেই,—কুচ পরোয়া নেই—নো হারম্। প্রিয়বন্ধু উড সাহেবের উৎসাহ বাক্যে ও সদ্যুক্তিতে পরিমার্জ্জিতবুদ্ধি ডেপুটী পদাভিষিক্ত শ্রীমান গোমেষ চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দে ফুলিয়া উঠিলেন, জাতি ভেদাদি মিথ্যা প্রেজুডিস্ গুলা এইবার একবারে তাঁহার হৃদয় হইতে দূর হইয়া গেল, তাঁহার মনের ধোঁকা ঘুচিল, তিনি যেন এইবার গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইলেন অনন্তর মাননীয় বন্ধুর মানসম্ভ্রম বাক্যগৌরব রক্ষা করিতে সবিশেষ মনোযোগী ও উদ্যোগী হইয়া নব প্রণয়িনী পদ্মমুখীকে অনতিবিলম্বে উড সাহেবের সম্মুখে আনিয়া হাজির

করিলেন। ডিপুটী মহিষী পরিপাটী বিলাতী পোষাকে অম্লান-বদনে চৈনাঙ্গ অবতারের নাম পাপ ভালে করিয়া বসিলেন।

অভাগী সূর্য্যের কিরণস্পর্শে যেন পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিল। তবধম আমোদ চলিল। ব্র্যাণ্ডির উপর ব্র্যাণ্ডি, বিয়ারের উপর বিয়ার, গানের উপর গান, ক্ল্যাপের উপর ক্ল্যাপ, কিসের উপর কিস। ডেপুটী বন্ধু উড সাহেব বন্ধুপত্নী বাহাদুরাণী পদ্মমুখীকে লইয়া বিবিধ প্রকারে বিবিধ সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় সার্দ্ধ দুই ঘণ্টা ধরিয়া রসরঙ্গে সুখের তরঙ্গে সন্তরণ করিয়া সুযোগ্য বন্ধুদ্বয় সাধের স্বাধীন জানানা পদ্মমুখীকে লইয়া সেই দিনই গির্জ্জায় গমন করিলেন। উড্ সাহেবের যত্নে ও আগ্রহে ডেপুটী বাবু সেই দিনই সস্ত্রীক সনাতন খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সেই দিন হইতে তাঁহার নাম হইল জর্জ বাজী বা জি ব্যানর্জী। সুদক্ষ ডিপুটী সাহেব স্বনাম স্বাক্ষরের সময় এতদিন যে "জি বন্দ্যো" লিখিতেন আজ হইতে তাঁহার সে নাম লেখা সার্থক হইল। আজ হইতে তাঁহার নাম ঈশ্বর জানিত,—ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত হইল। এতদিন কেবল তাঁহার বিলাতী চালের আভাটা দেখা যাইতেছিল, আজ হইতে সেটা আরো পাকাপাকি, আঁটা আঁটী হইল। এখন হইতে তিনি ধর্ম্মে, কর্ম্মে, কথনে, লিখনে, আহারে, ব্যবহারে সকল বিষয়েই বিলাতী রীতিনীতির অনুগত হইলেন। এত দিনের পর পরম হিন্দু বৈষ্ণবচূড়ামণি গৌরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপযুক্ত বংশধর জর্জ নামধর হইলেন, ভবিষ্যতে কোনরূপে জি বন্দ্যো হইবারও একটা মস্ত আশা হৃদয়ে পুষিয়া রাখিলেন।

বিংশ উল্লাস।

—:০:—

জলাভাবে চাতক আজ পিপাসিত।

"বাতৈর্বিধূনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ
সঞ্চূর্ণয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ
ত্বদ্বারিবিন্দুপরিপালিতজীবিতস্য
নান্যাগতির্ভবতি বারিদ চাতকস্য॥"

চাতকাষ্টক

তড়াগে জল,—সরোবরে জল কূপে জল,—খালে বিলে নদীতে জল তবু চাতক বলে, "দে জল, ফটিক জল" চতুর্দিকে জলে জলময়, জগতের কোন স্থানে জলাশয়ের অভাব নয়, তথাপি জলের আশায় চাতকে কেবল সেই আকাশের জলদের দিকে যখন তখন সজল-নয়নে চোখ বেঁধে কেঁদে কেবল বলে "দে জল, ফটিক জল।"

কেন? বিশ্বজগতের এত জলে কি তাহার মন উঠিল না। কি জানি, কিছু ত বুঝিলাম না অথবা, যে যারে চায়।

—একটী কথা —চাতক চায় জলদজল কিন্তু, জলদ কি চায়? জলদ কি চায় জলদ জানে, কিন্তু আমরা জানি যে, জলদ চাতক চায় না

জলদ চায় সৌদামিনী —আর সৌদামিনীও জলদের

ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতে বড় ভাল বাসে জলদের ক্রোড়ে সৌদামিনীর ক্রীড়া দেখিতে আমরাও বড় ভাল বাসি,—জগতের সকলেই ভাল বাসে ভাল বাসে না কারা? বাসে না কেবল যারা বিয়োগবিধুরা; আর যারা আঁধার হৃদয়ে আঁধার-মাণিকের অন্বেষণে কাতর—কাতরা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বীরভূমের স্থানে স্থানে অনতি উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা বিরাজিত সেই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অন্যতম পর্ব্বত শিখরের উপত্যকা প্রদেশে দুই জন নবীন তাপস সন্ধ্যা সমাগমে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছেন,—আর পরস্পর কি কথোপকথন করিতেছেন একজন কহিলেন,—"কেমন স্থানটী দেখেছ?"

২য় সময়টীও ঠিক মিলেছে এই সময়ে, এই স্থানে বসে ঈশ্বরাধনা করিতে মনে যেন কেমন এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার হয় কেমন পবিত্র স্থান,—কেমন পবিত্র সময়—

দ্বিতীয় তাপসের কথায় বাধা দিয়া প্রথম তাপস বলিলেন, "আর তাঁর নামটীও কেমন পবিত্র, তাঁর প্রেমটী কেমন পবিত্র, কেমন মধুর,—অথবা বিশ্বপ্রেমই মধুর ও পবিত্র—বিশুদ্ধ অকৃত্রিম প্রেমমাত্রেই মধুর ও পবিত্র

প্রথম তাপসের বাক্যাবসান হইলে দ্বিতীয় তাপস তাঁহার অলক্ষ্যে একটী অনুচ্চ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিষয়ান্তর চিন্তা করিয়া কহিলেন, "এস না, আমরা এই নব দূর্ব্বাদল বিরাজিত মনোজ্ঞ স্থানে উপবেশন করিয়া একবার সেই পরমপিতা করুণাময়ের গুণগান করি ।

১ম আশিত বাবণ কবি নই বস তবে, আমি সুর বাহির করি।

এই বলিযা প্রথম তাপস নিজ কক্ষস্থিত একখানি কন্থাব ভিতর হইতে একটী জোড়া-তাড়া একতাব বাহিব করিয়া সুর বাঁধিয়া উভয়ে সেই সুবে স্ব স্ব গলাব সুব মিলাইয়া কোকিলকণ্ঠে গাহিলেন ;—

রাগিণী চিত্রাগৌরী। তাল সুরফাঁক্‌তা।

দৈন্য দুঃখ হর, দূরকব, দুখ তাপ পাপ,
হব, দূব দবশন
দুখে দগ্ধ দেহ, দেহ দরশন, দীন হীন,
হে দীনদযাল, যাচে কৃপাবাবি তব,
পবমেশ পবমপুরুষ পবমকাবণ॥
প্রণিপাত, বিশ্বনাথ, বিশ্বতাত, বিশ্বত্রাত।
পবিত্র নিলয তব নিত্যধামে
শরণ বিতবণ কুরু ভক্তাধমে।
পতিতপাবন, ত্বং হি নাবাযণ,
শান্তি বাবি-দানে, নির্ব্বাপিত কব
ভীষণ পাপ-হুতাশন।

ভজন সমাপ্ত হইল তাপস যুগল গাত্রোত্থান করিয়া আপনাদিগেব নির্দ্দিষ্ট কুটীবাভিমুখে চলিলেন পথে যাইতে যাইতে প্রথম তাপস কহিলেন, "পবিত্র প্রেমেব কি মোহিনী শক্তি —একমাত্র প্রেমই জীবগণের মুক্তিব কারণ। প্রেম হীন জীবনের নিষ্কৃতি নাই! প্রেমহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে।

প্রেম অতুল্য অমূল্য অনুপমেয় প্রেম নিত্য, সত্য, পরম পদার্থ। বিশ্বসংসার প্রেমময়—মোক্ষমুক্তি প্রেমসাধ্য,—নির্ব্বাণের সোপান, প্রেম,—সেই নিরময় পরমপুরুষ পরমাত্মা প্রেমময়,—প্রেমই সেই নিত্য সত্য পরম পদার্থের প্রতিরূপ—প্রত্যভিজ্ঞান।”

প্রথম তাপস এত কথা কহিলেন, কিন্তু, দ্বিতীয় তাপস একটী-বারও মুখদ্বার উন্মোচন করিলেন না। তিনি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

আবার কিয়ৎপথ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় তাপস কহিলেন, “প্রেম অমৃতময়। প্রেমহীন জীবের হৃদয় শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমি। প্রেমের পীযূষধারা বিনা তাপিত জীবনের দারুণ পিপাসার শান্তি আর কিসে হইতে পারে?—প্রেমই জীবের জীবন,—প্রেমময় জীবনই জীবন।”

এবারেও প্রথম তাপস নিরুত্তর,—নিস্তব্ধ। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় গভীর চিন্তামগ্ন-অন্তরেই চলিয়াছেন। মুখে কথাটী নাই।—আবার কিয়দ্দূর গমন করিয়া দ্বিতীয় তাপস পুনর্ব্বার কহিলেন,—“জীবমাত্রের হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার স্বতই হইয়া থাকে। জীবমাত্রেই প্রেমের পিপাসু। উন্নতহৃদয় মানবের চিত্ত হইতে সামান্য পশুপক্ষী পর্য্যন্ত প্রেমের দাস,—প্রেমের বশীভূত। শরতের আকাশে পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ শোভা দেখিয়া চকোরের প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হয়,—চন্দ্রিকার সুবিমল জ্যোতি প্রাপ্তে সুপ্রেমিক চকোরের প্রাণ প্রেমানন্দে মাতিয়া উঠে, সেই জন্যই চকোরে চাঁদেরসুধা প্রাণ ভরে প্রেম ভরে পান করিতে চায়।—প্রাবৃটের নীবিড় নীরদমালার আবির্ভাবে

চাতকের প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হয়,—নীরদের নীরধারা ব্যতীত চাতকের প্রেমপিপাসার শান্তি হয় না।—চাতকে অন্য জল চায়না,—চাতকে চায় সুনীল আকাশের সুনীল নীরদের নীরধারা,—চাতকের প্রেম নীরদ দর্শনে”

এইবার দ্বিতীয় তাপস যুবার মুখ ফুটিল তিনি কহিলেন,— পতঙ্গের প্রেম জলন্ত অগ্নিশিখাদর্শনে, কিন্তু সে প্রেমের পরিণাম কি?”

১ম কেন, প্রথমেইত বলিয়াছি যে, প্রেমই নির্ব্বাণের সোপান, প্রেমই মুক্তির অবলম্বন পতঙ্গের প্রেমের পরিণাম সেই নির্ব্বাণ, সেই অমর মুক্তি

২য় আর চাতকেও কেন কেন সময়ে সময়ে জলদের করুণাকণা জলকণায় বঞ্চিত হয়?

১ম প্রেম পিপাসায় শান্তি লাভ করা সাধারণের ভাগ্যে এক জীবনে ঘটিয়া উঠে না সেই জন্যই কখন কখন কোন কোন চাতক জলাভাবে পিপাসিত থাকে

দ্বিতীয় তাপসের হৃদয়তন্ত্রী সেইসঙ্গে অন্তরে অন্তরে প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল,—‘জলাভাবে চাতক আজ পিপাসিত।”

একবিংশ উল্লাস।

ক্রমে জুটিল।

আশা নাহি ছিল মনে, পুনরায় এ যতনে,
জুড়াব হৃদয়ে রাখি তাপিত জীবন।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণা হইয়া রাত্রি প্রায় প্রহরার্দ্ধ অতীত হইল —আকাশে চাঁদ উঠিল অদ্য কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীর রাত্রি, সুতরাং, চাঁদের উঠিতে আজ দণ্ডদশেক বিলম্ব হইয়াছে। যাহা হউক তারাগণ কিন্তু এতক্ষণ চাঁদের অনেকটা কাজ আজ আগাইয়া রাখিয়াছিল তারাগণ আসিয়াই কুমুদিনীকে চাঁদের বিলম্বে আসিবার কথা জানাইয়াছিল, এতক্ষণ ধরিয়া একটু একটু করিয়া কুমুদ্বতীকে সান্ত্বনা করিয়া নানা ছাঁদে চাঁদের গুণ—চাঁদের প্রেম, চাঁদের ভালবাসা একে একে জানাইয়া,—চাঁদের কলঙ্কের কথা চাপাদিয়া—নানা ফাঁদে মন ভুলাইয়া সতীনের মুখের ঘোমটা টুকু টুকু টুকু করিয়া সরাইয়া রাখিয়াছিল চাঁদ উঠিল, কৌমুদী ছুটিল, ছুটিয়া দেখিল, জলে কুমুদ হাসিতেছে দূতী দূর হইতেই দেখিল যে, তাহার দৌত্যকার্য্য দৈবকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছে তখন সে একগাল হাসিয়া এক ছুটে একেবারে চাঁদের দরবারে হাজির —হাজির হইয়াই তারাপতিকে অদ্যকার খোস খপর শুনাইয়া চাঁদের

দেলখোশ করিয়া দিল চাঁদসোহাগিনী কুমুদিনীর চাঁদমুখের হাসির কথা শুনিয়া চাঁদের মুখে হাসি আসিল,—মনের ভাবনা ঘুচিল, প্রাণের ভয় ঘুচিল —নায়িকা হাস্যমুখী সুতরাং প্রীতি প্রসন্না দেখিলে কিম্বা শুনিলে নায়কের চিত্ত স্বতঃই প্রফুল্ল ভাবধারণ করে সুপ্রেমিক নায়ক-নায়িকারা, এতত্ত্বের মর্ম্ম অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন সেই জন্যই চাঁদ আজ আসিয়াই হাসিয়াছেন কুমুদ হাসিল, চাঁদ হাসিল, তারাগণ হাসিল, আকাশ হাসিল, জল হাসিল, স্বভাব হাসিল, নিখিল ভুবনত্রয় হাসিল, কেবল হাসিল না কে?—যাহাদের হাসিতে স্বয়ং বিধাতা প্রতিবাদী হইয়া তাঁহাদের হাসি দেখিবার আর তাঁহাদিগকে হাসাইবার ধনকে দূর হইতে অঙ্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন; যাহারা হাসির ধনকে পাইয়াও পাইলনা, অথবা পাইয়াও রাখিতে পারিলনা,তাহারাই কেবল হাসিলনা - যদি কেহ হাসিল, সে কেবল কাষ্ঠ হাসি।

চন্দ্রিকা আবার ছুটিল চাঁদের কাছে ছুটি পাইয় চন্দ্রিকা একেবারে দিগ্বিদিগ ছুটিয়া বেড়াইল চারিদিক আলো করিল ধীরে ধীরে কলসঞ্চারণে সুকুমারী বালিকাসমা কুসুম-কলিকাগণের চিবুকখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে চুম্বন করিতে লাগিল যেটী বেশী বেহায়া, অধিক চঞ্চলা, সেটী অমনি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল,—কলিতে ফুল ফুটিয়া গেল। আর যিনি এখনও পর্য্যন্ত লজ্জার মাথা খেতে পারেন নাই, তিনি অমনি ঘাড়টি হেঁট করিযাই রহিলেন অধিক বাড়াবাড়ি দেখিলেন ত সীতার পাতাল-প্রবেশের ন্যায় সর্ব্বজননী সর্ব্বসহা বসুন্ধরা

আদেশ গ্রহণ করিলেন। দুই চারিটী জুটিল, দুটী একটী অধিক জুটিল —কেবল জুটিল না? কেতকীর

সপত্নী হইয়া সপত্নীর স্নেহ বাড়াইয়া, সপত্নীকে স্বামী-সোহাগিনী করিয়া, স্বামীর প্রতি সপত্নীর অনুরাগ বাড়াইবার জন্য, স্বামীর কলঙ্ক গোপন করিয়া, স্বামী সোহাগিনী হইবার জন্য সাধ্যমত স্বামীর প্রতি সপত্নীর অভিমান ভঞ্জন করিয়া অতুল পতিভক্তির ঐকান্তিক পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বর্ত্তমান সভ্যসমাজের শিক্ষিতা দীক্ষিতা জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন রমণী সাধ্বী পতিব্রতা দক্ষসুতাগণের সমকক্ষা হইতে পারেন কি?

পাঠক হয় ত বলিবেন, কি পাগল? সতীন আবার কখন সতীনের মানভঞ্জন করিতে গিয়া থাকে? বিবাহ ব্যবসায়ী বৃথা-কুল-গৌরবী কুলীন কুলকামিনীগণেরাও বোধ হয় এতদূর ন্যূনতা স্বীকার করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ত অন্য পরে কা কথা তাহাতে তাঁহারা আবার দেবকন্যা। তাঁহারা আবার সপত্নী খোষামোদ করিয়া স্বামী সোহাগিনী করিতে যাবেন? ছিঃ। ও ও কি একটা কথা?

বলেন, বলুন, আমি নাচার নাচার বটে, কিন্তু নাছোড়-বান্দা! অমনে ছাড়িব না ভাল জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, পতিব্রতা শব্দের অর্থ কি? সাধ্বীর কর্ত্তব্য কি? সতীত্বের মাহাত্ম্য কি?

যাউক বাজে কথা,—আর কাজের কথাই হউক, আমরা এখন যাহা বলিতে বসিয়াছি তাহাই বলিব,—তাহাই বলিয়া যাই। ধর্ম্মতত্ত্বে ধর্ম্মতত্ত্বের বাদানুবাদে এ ক্ষেত্রে আমাদের অনধিকার। সুতরাং ক্ষমা করিবেন

যুবক তাপসদ্বয় সুমন্দ সমীরণ সেবন করিতে করিতে ক্রমে কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন দ্বিতীয় তাপস অপেক্ষাকৃত পুরোবর্ত্তী ছিলেন সুতরাং, তিনিই সর্ব্ব প্রথমে কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কুটীর দ্বার-সমীপবর্ত্তী হইয়াই সম্মুখে কি যেন দেখিয়া তিনি একেবারে চমকিত, একেবারে স্তম্ভিত হইয়া বিস্মিত অন্তরে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া নিশ্চল জড় পদার্থের ন্যায় গতিহীন হইলেন। অগ্রসর হইবেন কি ফিরিবেন, বসিবেন কি দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কি. করিবেন কিছুই স্থিরতা করিতে পারিলেন না —পলকের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, চৈতন্য একেবারে অন্তর্হিত হইল। নবীন তাপস একেবারে নির্ব্বাণ—নিস্পন্দ, নিশ্চল

দ্বিতীয় তাপস যুবাকে অকস্মাৎ তদবস্থ দেখিয়া প্রথম তাপস একেবারে চমকিত ও বিস্মিত হইয় পড়িলেন। উভয়েই নির্ব্বাব,- নিস্পন্দ, নিশ্চল কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বিতীয় তাপসকে সম্বোধন করিয়া প্রথম তাপস কহিলেন, "ওকি?—হঠাৎ অমন করিয়া দাঁড়াইলে কেন?"

দ্বিতীয় তাপস বাক্য দ্বারা উত্তর না দিতে পারিয়া করাঙ্গুলি সঞ্চালনে প্রথম তাপসকে নিকটস্থ হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন তথাপিষ্ট প্রথম তাপস তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে দ্বিতীয়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া সম্মুখে যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনিও দ্বিতীয়ের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন

যুবা তাপসদ্বয় কুটীরের দ্বারদেশে এমন কি পদার্থ দেখিলেন যে দুইজনেই একেবারে নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন?

তাঁহারা যাহা দেখিলেন তাহাই তাঁহারা চাহেন, তাঁহাকেই তাঁহারা এতদিন চাহিয়া ছিলেন, তাঁহারই জন্য তাঁহাদের এই আঁধার মাণিক গৃহত্যাগী,—তাঁহারই জন্য এত দিন বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে কন্দরে কন্দরে, হৃদয়কন্দর আঁধারময় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন তাঁহাকেই তাঁহারা আজ দেখিতে পাইলেন ; তাঁহাকে আজ তাঁহারা হাতে পাইলেন এবং তাঁহাকেই আজ তাঁহারা এক মনে একপ্রাণে দেখিতে লাগিলেন কিন্তু, কোন কথা কহিবার, কোন কিছু করিবার,—কোন কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের বাক্‌শক্তি রোধ হইল বক্ষশক্তি সকল একে একে তাঁহা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল দারুণ মোহ আসিয়া তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল এখন তাপস দুই জন দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া হইয়া পড়িলেন,—ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি রহিত হইয়া উঠিল —দুইটী তাপসই মূর্চ্ছিত হইয়া সেই শৈল শৃঙ্গের উপরিভাগে নিপতিত হইলেন সম্মুখে তৃতীয় আর একজন যুবক অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় স্বেচ্ছা সুখে কুটীর দ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন

দ্বাবিংশ উল্লাস।

সব মিলিল —গোল মিটিল।

"শম্ভু স্বয়ম্ভু হরয়ো হরিণেক্ষণানাং
যেনাক্রিয়ন্ত সততং গৃহকর্ম্মদাসাঃ।
বাচামগোচরচরিত্রবিচিত্রিতায়
তস্মৈ নমো ভগবতে কুসুমায়ুধায়।"

রসতরঙ্গিণী

যখন সেই মন্দিরস্থিত যুবক সেই ভীমা রজনীর চতুর্থ যামের শেষ ভাগে সেই নিঃসহায়া যুবতীকে সেই নর-পিশাচের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া মন্দিরে প্রত্যাগত হয়েন, যখন তিনি মন্দিরে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রের সেই শেষ কালের সেই লোমহর্ষ ঘটনাটী মন্দির স্বামীকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আর একজন উগ্রতপা দীর্ঘাকার ব্রহ্মচারী সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সমাগত সন্ন্যাসীকে সন্দর্শন করিয়া মন্দির স্বামী তৎক্ষণাৎ আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে আগন্তুক ব্রহ্মচারীর চরণ বন্দনা করিয়া আসন পরিগ্রহের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সমাগত ব্রহ্মচারী

মন্দিরস্থ মূর্ত্তির পাদপদ্ম হইতে পরম প্রীতি লাভ করিয়া প্রথম ব্রহ্মচারী প্রদত্ত একখানি কুশাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথম ব্রহ্মচারী উপবেশন করিলেন, যুবক এবং সেই যুবতীও এতক্ষণ দণ্ডায়মান ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাও স্ব স্ব নির্দিষ্ট আসন পুনরায় অধিকার করিয়া বসিলেন। অনন্তর প্রথম ব্রহ্মচারী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"দেখ, বৎস মোহনলাল।" আমাদিগের সেই মন্দিরস্থিত যুবকটীর নাম মোহনলাল। "দেখ, বৎস মোহনলাল, এত দিনে আমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ হইল। এত দিনে তোমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইল। তোমাকে আর শিউড়ী যাইতে হইল না। প্রভু স্বয়ং এখানে আসিয়াছেন। এক্ষণে সকল কথা এক একটী করিয়া বলি শ্রবণ কর।"

যুবক মোহনলাল এক মনে শুনিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন,—

"তোমার পিতা জগদীশ সর্ব্বাধিকারীর প্রধান গোমস্তা। বাড়ীর সর্ব্বে সর্ব্বা ছিল পাপিষ্ঠ মাধব দত্ত। আর তাহার কনিষ্ঠ সহোদর পাকা বদমায়েস [illegible] দত্ত তোমার পিতার এক জন প্রিয় গোমস্তা ছিল। সেই পাপিষ্ঠদ্বয় তোমার পিতাকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে আত্মাধীন করিয়া রাখিয়াছিল। তুমি যখন তিন বৎসরের সেই সময় তোমার গর্ভধারিণী দুইটী যমজা কন্যা প্রসব করিয়া সেই সূতিকা গৃহে ত্যাগ করেন। তোমার ভূমিষ্ঠ হইবার প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে তোমার পিতা আর একটী দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই দার পরিগ্রহই তোমার পিতার বিষম শনিগ্রহ—বিষম সর্ব্বনাশের কারণ হইল

যে দিন তোমার জননী দুইটী যমজ কন্যা প্রসব করেন, সেই দিন অকস্মাৎ তোমার পিতার মৃত্যু হইল,—তোমরা তিনটী একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলে। তুমি তখন তিন বৎসরের। তোমার ভগ্নী দুইটী এক প্রকার সদ্যজাত। সেই অবস্থাতেই তোমার নরপিশাচিনী বিমাতা তোমাদিগের তিন জনকেই তিন জন অপরিচিত লোকের হস্তে লালন পালনের নিমিত্ত সমর্পণ করিল। সেই দিন হইতেই তাহারা যে তোমাদিগকে কোথায় লইয়া গেল কেহ তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।—দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর অতীত হইল তোমাদিগকে কেহ আর ফিরিয়া আনিয়া দিল না। পরিশেষে আমি একদিন তোমাকে এক জন মৎস্যজীবির নিকট দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া চিনি-লাম,—চিনিয়াই অনেক কৌশলে তোমাকে সেই দাসজীবির নিকট হইতে আদায় করিলাম। সেই অবধি আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছি।—কিন্তু এতদিন তোমার ভগ্নী দুইটীর কোন সন্ধান পাই নাই, অদ্য তাহা পাইয়াছি, তাই অদ্য রাত্রে তোমাকে আমার নিকট আসিতে বলিয়া-ছিলাম।'

মদিনস্বামী আর বলিতে পারিলেন না। জলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় ভরিয়া গেল। বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীও সেই সঙ্গে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। মোহনলাল আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি সেই রোদনে যোগ দিয়া নিজ দুই হস্তে ব্রহ্মচারীদ্বয়ের পদ ধারণ করিয়া কাতরকণ্ঠে বাষ্পপূর্ণ লোচনে কহিলেন, "আপনারা কে, বলুন —আর আমার ভগ্নীরা —বলিতে বলিতে

যুবকের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, যুবক আর বলিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই একবার নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন।

এ ভাবে প্রায় অর্দ্ধদণ্ড অতিবাহিত হইলে সেই আগন্তুক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী হৃদয়ের শোকাগ্নি কথঞ্চিৎ উপশমিত করিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "বৎস মোহন আমিই তোমার সেই হতভাগ্য পিতা। অনেকে জানে যে আমার যমজ কন্যা দ্বয়ের জন্মদিনেই আমার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু বস্তুত আমি মরি নাই। আমি ইচ্ছা করিয়া গৃহে কাল সর্প আনিয়াছিলাম। এই মন্দিরস্বামীটী আমার ভাগ্নেয়, তোমার পিতৃস্বসার পুত্র নাম হরলাল। নীচপ্রকৃতি দুশ্চারিণীর দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হওয়ায় কুলটা হরলালের নামে আমার নিকটে একদিন দুইদিন করিয়া কিছুদিন উপর্যুপরি কত অভিযোগ করিল, হরলালের কত নিন্দা করিল,—কত দোষ দেখাইল। আমি সন্তান কামনায় দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া শেষে কুহকিনীর মায়া কুহকে এতাদূর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, একেবারে হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া নিরপরাধী হরলালকে নিদারুণ অপমানের সহিত বাটী হইতে দূর করিয়া দিলাম। তখন আমি জানিতাম তোমার বিমাতার স্বভাব চরিত্র অতীব বিমল,—অতি সরল। কিন্তু এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন স্বচক্ষে আমি তাহার ব্যভিচার ধরিলাম। একদিন দেখিলাম, কৃতঘ্ন নরপিশাচ মাধব দত্ত অকুতোভয়ে অবলীলাক্রমে পাপীয়সীর সহিত একশয্যায় বসিয়া দিব্য হাস্য পরিহাস রসালাপ করিতেছে!

...দিন হইতে আমি সমস্ত বুঝিলাম,—সমস্ত জানিলাম। পূর্ব্ব হইতেই যদিও অনেকে কাণাকাণি করিত বটে, কিন্তু আমার তাহাতে কোন মতে বিশ্বাস হইত না। এক্ষণে স্বচক্ষে দেখিয়া আমার চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল তখন আমি সমস্ত গুপ্ততত্ত্ব জানিতে পারিলাম পাপিষ্ঠাও জানিতে পারিল যে, আমি তাহার গুপ্তপ্রণয়ের বিষয় সমস্ত জানিতে পারিয়াছি তখন রাক্ষসী সেই নররাক্ষস প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মাধবদত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া আমার প্রাণ সংহারের কল্পনা করিতে লাগিল অধিক কি, কার্য্যে ও তাহা পরিণত হইল যে দিন রাত্রে তোমার গর্ভধারিণী যমজা কন্যা প্রসব করেন। সেইদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সহিত পাপিষ্ঠা আমাকে বিষ খাওয়াই দিল তিনি চারি ঘটার মধ্যে বিষের জ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইয়া ক্রমে আমার দেহ মৃত প্রায় হইয়া পড়িল গ্রামে প্রচার হইল, আমার সর্পাঘাত হইয়াছে ক্রমে অধিক্ষণ আমাকে মৃতকল্প দেখিয়া বাড়ী লোকেরা আমাকে জলায় ফেলিয়া দিয়া আসিল কিন্তু ভগবান নাকি আমার মৃত্যু লেখেন নাই, সেইজন্য দুইদিন দুইরাত্রি জলায় পড়িয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে আমার জ্ঞানের সঞ্চার হইল আমি আমি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিকটস্থ একজন কৃষাণের বাড়ীতে গেলাম সেই কৃষাণের বাড়ীতেই হরলাল বাবাজীকে এই সন্ন্যাসবেশে পাইলাম। হরলালকে দেখিবাই আমি চিনিলাম। হরলালও আমাকে চিনিল সকল কথা খোলা খুলি বলাবলি হইল তখন আমি সমস্ত ঠিক ঠিক বুঝিলাম কিছুদিন সেই কৃষাণের বাড়ীতে থাকিয়া হরলালের

সহিত ছদ্মবেশে পল্লীতে আসিয়া গোপনে গোপনে [illegible] সমাচার লইলাম। কিন্তু যাহা শুনিলাম তাহাতে আবার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল প্রথমে তোমার গর্ভধারিণীর মৃত্যু;—তাহার পর তোমার ও তোমার ভগ্নীদ্বয়ের অন্তর্ধান পাড়া। কেহ কেহ বলিল তোমরা সকলে মাতুলালয়ে গিয়াছ কিন্তু আমার মন তাহাতে বুঝিল না আমার মনে আশঙ্কার সন্দেহের অস্পষ্ট আকৃতি অঙ্কিত হইল যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল, যাহা হইল, ঠিক হইল,—ঠিক মিলিল তোমার মাতুলালয়ে আসিয়া শুনিলাম তোমরা তথায় নাই —তোমরা কোথায় আছ তাঁহারা কেহ জানেন না, বলিতেও পারেন না তোমাদের কথা তাঁহাদের কাছে কিছুই শুনিতে পাইলাম না তবে যাহা শুনিলাম সে কথায় আমার কর্ণদ্বয় বধির হইয়া গেল,—হৃদয়ের অগ্নি শত সহস্র শিখা ধারণ করিয়া সতেজে জ্বলিয়া উঠিল,—আর সেই পর্য্যন্ত হৃদয় এখনও জ্বলিতেছে বোধ হয় এ হৃদয় দগ্ধাবশেষ হইলেও এ অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইবে না,—এ দারুণ জ্বালাও জুড়াইবে না অথচ এ ভীষণ অগ্নিশিখা নির্ব্বাণ করিতে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন শান্তিবারি আছে কি না সন্দেহ

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ জগদীশবাবু হস্তে দুই চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া নিঃশব্দে অনেকক্ষণ রোদন করিলেন হরলাল ব্রহ্মচারীও সেই সঙ্গে দুই এক ফোঁটা অশ্রু জল মোচন করিলেন মোহনলাল পিতার সমদুঃখভাগী হইলেন তাঁহার হৃদয়ে শোকতরঙ্গ একবারে কূলকিনারা ভাঙ্গিয়া উথলিয়া উঠিল,—যুবকের সুবিশাল নেত্রদ্বয় প্রণালীর কার্য্য ধরিল,—দুই চক্ষু

-ভেদ করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইয়া যুবকের গণ্ডস্থল চিবুক বক্ষস্থল, ভাসাইয়া পরিশেষে ধরাতল অভিসিক্ত করিয়া ফেলিল সর্ব্ব শোক সন্তাপ পাপহর দেবাদেবেশ্বর বাণেশ্বরের মন্দিরে শোকের স্রোত প্রবাহিত হইল দেখা দেখি মন্দিরস্থিতা সেই যুবতীটী পর্য্যন্ত কাঁদিয়া ফেলিল

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে কাটীয়া গেল কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া সকলের চক্ষেই অশ্রুধারা ক্রীড়া করিতে করিতে ধরাতলে আসিয়া বিরাম লাভ করিতে লাগিল কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত সকলেই নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ ভাবে উপবিষ্ট রহিলেন পরিশেষে সেই বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী জগদীশ সর্ব্বাধিকারী অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া চিত্ত অনেকটা চাঞ্চল্য দূর করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন,—

"তাহার পর, তোমার মাতুলালয়ে আসিয়া শুনিলাম যে, সেই দুশ্চারিণী পাপিষ্ঠা বিশ্বাসঘাতক মাধব দত্তের পরামর্শে আমার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সেই পাপিষ্ঠের সহিত বীরভূমে আসিয়া নাম ভাঁড়াইয়া অবস্থান করিতেছে কিন্তু তোমাদের কোন সন্ধানই পেলাম না

আমিও হতাশ ও বিষাদ সাগরে ডুবিলাম,—শোকে দুঃখে, ক্রোধে প্রতিহিংসার মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়িতে লাগিলাম দেশ ছাড়িলাম গৃহ ছাড়িলাম সন্ন্যাসী হইলাম, বনবাসী হইলাম সকল ছাড়িলাম সকল ছাড়িল;—কিন্তু, প্রাণাধিক হরলাল আমাকে পরিত্যাগ করিল না আমিও প্রাণ সত্ত্বে হরলালকে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

এইরূপে কিছুদিন যায় একদিন হরলাল তোমাকে কোথা হইতে লইয়া আসিল। আমি দেখিয়াই তোমাকে চিনিতে

পারিলাম। অমনি প্রাণের ভিতর কাঁদিয়া উঠিল,—কিন্তু মুখে কিছু ফুটিতে পারিলাম না। তুমি আমায় চিনিতে পারিবে না। আর এ বেশে তখন তুমি আমায় চিনিবেই বা কিরূপে ?—যাহা হউক, তখন আমি হরলালকে তোমার নিকটে সকল বিষয় গোপন রাখিয়া এবং তোমার ভগ্নীদ্বয়ের ও সেই পাপিষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতৃদ্বয় মাধব দত্ত ও ভজহরির সন্ধান করিতে সমস্ত উপদেশ দিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। সম্প্রতি প্রাণাধিক হরলাল সমস্ত কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া অদ্য সপ্তাহ মাত্র বীরভূমে আসিয়া পঁহুছিয়াছি।” অনন্তর জগদীশ বাবু মোহনলালকে একে একে সমস্ত কথা জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে সেই পাপিষ্ঠ মাধব দত্ত ও ভজহরি দত্ত বীরভূমে আসিয়া শিং উপাধিবিশিষ্ট অটলকৃষ্ণ ও জহরকৃষ্ণ হইয়া আছেন। তাঁহার পাপীয়সী পতি পুত্র ঘাতিনী দ্বিতীয়া রমণী বীরভূমে আসিয়া এক বৎসরেরমধ্যেই মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়া নরকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আর তাঁহার কন্যা দ্বয়ের মধ্যে এক জন সেই অটলকৃষ্ণের ওরফে মাধব দত্তের এবং অপরটী অটলকৃষ্ণের প্রতিবাসী মধুসূদন দত্তের পালিতা কন্যা হইয়াআছে। একজনের নাম শরৎশশী ও অপরটীর নাম অপরাজিতা।

অপরাজিতার নাম শুনিবামাত্র মন্দির স্থিতা সেই যুবতী কাঁদিয়া উঠিয়া বৃদ্ধের চরণ ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—“অ্যাঁ অ্যাঁ! আপনি আমাদের অপরাজিতার শরৎশশীর—পিতা! আমি সেই মধুসূদন দত্তের একমাত্র কন্যা!—আমি আপনাদিগের চরণাশ্রিতা! আপনার পুত্র এই মহাত্মা দুর্দান্ত নরপিশাচ গুঞ্জন-

পাপের হস্ত হইতে আমার জীবন রত্ন এবং অমূল্য সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিয়াছেন। আমি বিধবা যুবতী সুলভ,—অল্পজ্ঞান সুলভ বুদ্ধি বৃত্তির অনুরোধে আমি ক্ষণ মুহূর্ত্তের জন্য পাপ অনলে দগ্ধ হইতে উদ্যত হইয়াছিলাম জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া আমাকে সে পথ হইতে ফিরাইয়া আনাইয়াছেন আপনাদিগের চরণাশ্রয় দেখাইয়া দিয়াছেন —আমি আর বাটী ফিরিব না। এ মুখ আর জনসমাজে দেখাইব না। যদি পাপস্পর্শে আমার দেহ কলঙ্কিত হয় নাই; কিন্তু, আমার তরল মনে ক্ষণ কালের জন্যও পাপ প্রবেশ করিয়াছিল,—ক্ষণ কালের জন্যও ত এ হতভাগিনীর ক্ষুদ্র কোমল মন কলঙ্কের পঙ্কে অঙ্কিত হইয়াছিল। আমি আর বাড়ী যাইব না,—পিতা মাতাকে আর এ কলঙ্কিনীর কলঙ্ক মুখ দেখাইব না, আমি আজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব,—আজ হইতে ব্রহ্মচার্য্য অবলম্বন করিব,—আপনাদিগের চরণ সেবা করিয়া আমার অসার অপবিত্র জীবনের পবিত্রতা সম্পাদিত করিব। আপনারা আমার জীবনদাতা; আমার ধর্ম্ম রক্ষক ধর্ম্মপিতা;—আপনারা আমায় আর পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না।"

এই বলিয়া দত্ত কন্যা সৌদামিনী স্বীয় সুকোমল কর কমলে জগদীশ সর্ব্বাধিকারীর চরণ যুগল ধারণ করিয়া অজস্র অশ্রুনীরে চরণতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

জগদীশ বাবু সৌদামিনীকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া, অনেক প্রবোধ দিয়া কিছুতে বুঝাইতে না পারিয়া অবশেষে শিষ্যা করিয়া সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। উপযুক্ত শিষ্য স্বরূপেও সেই দণ্ডে সৌদামিনীকে যৌবনে যোগিনী সাজাইয়া দিলেন।

পাঠকবর্গ ইনিই আমাদিগের পূর্ব্ব-পরিচিত সৌদামিনী। হৃদয়ের আঁধার মাণিক খুঁজিতে আসিয়া এই দেবালয়ে আশ্রয় লইয়াছেন পরে যখন মোহনলাল ও ব্রহ্মচারী হরলাল মন্দিরে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন, সেই সময়ে কি ভাবিয়া মন্দিরের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া মন্দির পার্শ্বস্থ আম্রকানন মধ্যে গিয়াছিল। আর ঠিক সেই সময়েই পাপের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি পিশাচরূপী নিশাচর গুঞ্জনলাল কোথা হইতে নৈশবিহার করিয়া অথবা কোন গুপ্ত দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। দূর হইতে সেই গম্ভীর রজনীতে বিজন অরণ্য মধ্যে তাদৃশী রূপবতি রমণীকে একাকিনী পাইয়া বিকট হুঙ্কার শব্দে আসিয়া আক্রমণ করিল তাহার পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে পাঠকবর্গ সে সমস্ত অবগত আছেন

সৌদামিনীর বাক্যাবসান হইলে মোহনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুঞ্জনলালটা কে?"

হ "সে পাপিষ্ঠের নামোল্লেখ করিলেও পাপ হয় সেই পাপিষ্ঠ পাপাত্মা মাধব দত্ত ওরফে অটলকৃষ্ণের ঔরসে সেই পাপীয়সীর গর্ভে—"

আর বাক্য নিঃসরং হইল না জগদীশ বাবু বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "ও পাপ-প্রসঙ্গের আর প্রয়োজন নাই; এক্ষণে অপরাজিতা ও শরৎশশীকে যাহাতে পাওয়া যায়, সেই বিষয়েরই উদ্যোগ আয়োজন করা যাউক আর কালবিলম্ব করিতে পারি না কারণ আর এক পক্ষ মধ্যেই আমি পুনরায় বৃন্দাবনবাসী হইব এ পাপ লোকালয়ে আর থাকিব না"

উপসংহার।

ক্রমে সমস্ত যোগাড় যন্ত্র হইল। কিন্তু এদিগের যোগাড়-যন্ত্র হইতে হইতে, ওদিগের ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে।—জগদীশ বাবুর জোগাড় হইতে হইতে হাকিম বাবুর জোগাড়ে ব্রাহ্মবর অটলকৃষ্ণ সপুত্র সহোদর সবন্ধুবান্ধব হাজত ঘরে বাসা লইয়াছেন।—তাহার পরেই জগদীশ বাবুদিগের দাবী রুজু হইল। ক্রমে আদালতের সূক্ষ্মবিচারে অটল ও জহর কৃষ্ণের আজীবন দ্বীপান্তরে বাসের অনুমতি হইল। নূতন কাযের কাজী নূতন পাপের পাপী নিকুঞ্জ বেহারী ভয়ে লজ্জায় অপমানে হাজতঘরেই আত্মহত্যা করিয়াছিল। মানব-হুজুরের নজরে তাহাকে আর হাজির হইতে হইল না;—একবারে ত্রিকালের ত্রিলোকের বিচার কর্ত্তা কালত্রয়দর্শী সেই বিশ্বেশ্বরে নিকটেই তাহার চূড়ান্ত দণ্ড লইতে চলিয়া গেল।—মর্ত্ত্যের দণ্ডভোগ করিতে তাহাকে আর থাকিতে হইল না।—অটল কৃষ্ণের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ক্রমে মধুসূদন দত্ত ও মোহন লালের অধিকার ভুক্ত হইল। অপরাজিতা ও শরৎশশীর আদ্যবৃত্তান্ত সকলেই সমস্ত জানিতে পারিলেন। এত দিনের পর সেই বৃদ্ধাকারস্থা রমণী দত্ত বাড়ীতে পুনর্ব্বার আসিয়া দেখা দিল।—সে সমস্ত ঘটনা যথাযথ বলাতে জগদীশ বাবু তাহাকে আর রাজহস্তে সমর্পণ

না করিয়া অমনি ছাড়িয়া দিলেন —সৌদামিনী সেই গৈরিক বসনেই পিতামাতার চরণ বন্দনা করিয়া নিজ মনোগত মহৎ উদ্দেশ্য সকলকে জানাইলেন বৃদ্ধজনক জননী প্রথমে তাহাকে সে সংকল্প হইতে অনেক প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু সৌদামিনীর অচলা প্রতিজ্ঞা কিছুতে বিচলিত হইল না কোনমতেই সে তাহার সাধুসংকল্প পরিত্যাগ করিল না, সুতরাং; তাঁহাদিগকে অগত্যা প্রাণাধিকা কন্যারত্নটীকে বনবাসীনী করিতে সম্মত হইলেন —পরিশেষে মধুসূদন দত্তের অপ্রহ্যাতিশয়ে জগদীশ বাবুর দুই কন্যা অপরাজিতা ও শরৎশশীর সহিত তাঁহার পুত্র শরৎ কুমারের বিবাহ হইয়া গেল —মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল,—যদুপতি যেন রুক্মিণী ও সত্যভামায় পরিবৃত হইলেন —অথবা মহারাজ উদয়ন যেন আজ বাসবদত্তা ও রত্নাবলী রত্নে পরিভূষিতা হইলেন — যে যার হৃদয়ের আঁধার মাণিক লাভ করিল আর হিন্দুবিধবা সৌদামিনী চির ব্রহ্মচার্য্য অবলম্বন করিয়া জগদীশ বাবু ও হরলালের সহিত বনে বনে তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করিতে লাগিল মোহনলাল সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পিতৃপথের পথিক হইলেন সংসারে থাকিয়া বিবাহ করিয়া সংসার সুখ ভোগ করিতে তাঁহার যেন বিষবৎ বোধ হইল। তিনি আপনার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দুই ভগিনীকে প্রদান করিয়া একেবারে হিন্দুদিগের মহাতীর্থ হরিদ্বারে আসিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বেশে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ মধুসূদন দত্তের সুখের আর সীমা রহিল না। হারাধন পুত্র শরৎকুমারকে পাইয়াছেন,—সোণার চাঁদ জোড়া বধূ

হইয়াছে। বৈবাহিক সও অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন,—তাঁহার আর ভাবনা কি? অভাবই বা কিসের?

আর আমাদিগের নব্য, সভ্য, ব্রহ্ম-খৃষ্ট-হিন্দু ভদ্র গৌরহরি-পুত্র গোমেশ বাবু?—তিনি সস্ত্রীক খৃষ্ট ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইবার তৃতীয় তাঁহার রজনীতেই প্রাণপ্রণয়িনী বাঘিনী পদ্মমুখী গোমেশ চরণ পরিত্যাগ করিয়া একবারে উড-বিহারিণী হইয়া কলিকাতার কুঁকড়া হাটায় আসিয়া বিবি সাজিয়া বসিলেন। আসিবার সময় ডিপুটি বাবাজীকে ধনে প্রাণে মারিয়া আসিলেন হাকিম সাহেব হাকিমি করিয়া যাহা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া ছিলেন, পদ্মমুখী আসিবার সময় তাঁহার দেহ-বুদ্ধি-পরিমিত প্রাণটীর সহিত সেগুলিও অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন বন্দ্যোবাবাজী ধনে প্রাণে মারা গেলেন। তাহার জাতি গেল, কুল গেল, মান গেল, অর্থ গেল, শেষে প্রাণের প্রাণ পদ্মমুখীর সহিত ধনে প্রাণে মারা গেলেন —হাকিম্ পরিশেষে উড সাহেবের দাগা বাজীতে ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাতুল ভাবে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলেন —ডিপুটি-জীবনের লীলা খেলার চূড়ান্ত অভিনয় সমাপ্ত হইল।

আর গোঁড়া হিন্দু বৈষ্ণব চূড়ামণি জমিদারশ্রেষ্ঠ গৌরহরি বন্দোপাধ্যায় শোকে দুঃখে অপমানে জর্জ্জরীভূত হইয়া সেই একঘরে অবস্থাতেই ইজ্জতের দাবী সপ্রমাণ না করিতে করিতেই গলরজ্জুসংযোগে একেবারে বিশ্বনিয়ন্তার এজলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার কিরূপ হইল, আরজির ফল কি ফলিল,—কোথায় বা কোন হাজতে থাকিবার

জ্ঞান হইল। এপর্য্যন্ত কোন সংবাদ পত্রে সে কথা প্রকাশ না হওয়ায় আমরা—আপনাদিগকে তাহার কিছুই জানাইতে পারিলাম না And late Mrs Banerjee alias Lady Wood নূতন বাসরে আসিয়া নিত্য নূতন আঁধার মাণিক লইয়া নিত্য নব রাসলীলায় জীবনের পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল।